মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তার জন্য মানুষের অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করে দেন' *(তিরমিযী হা/২৪১৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ২৫، عدد : ৫، جُمادى الآخرة ورجب ١٤٤٣هـ/ فبراير ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : আব্দুর রহমান মসজিদ, কাবুল, আফগানিস্তান। মসজিদটিতে ১০ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারে।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) মোবাইল এ্যাপ

বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ছালাত শিক্ষার নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত দলীল সমৃদ্ধ জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)। মাননীয় লেখক বইটিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাতের প্রত্যেকটি বিধান তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে খুঁটিনাটি মাসআলা সমূহের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

এ্যাপটিতে উক্ত গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন যুক্ত করা হয়েছে এবং নানা সুবিধা যুক্ত করে সহজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

এ্যাপটি পেতে স্ক্যান করুন

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) Salatur Rasool
GET ON Google Play

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ	৫ম সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব	১৪৪৩ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪২৮ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০২২ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৯ম কিস্তি)* ০৩
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(৭ম কিস্তি)* ০৮
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
  - তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায় ১৩
    -মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম
  - দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার *(৩য় কিস্তি)* ১৯
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার স্বরূপ ২৩
    -মুহাম্মাদ ওয়ারেছ মিয়াঁ
  - ভালোবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৭
- **মনীষী চরিত :**
  - যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৫ম কিস্তি)* ২৯
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৬
- **স্মৃতিচারণ :** ৩৭
  - আমীনুলের কিছু স্মৃতি...
  - স্মৃতির দর্পণে আমীনুল ভাই
  - দায়িত্বশীলতা ও আদর্শিকতার এক মূর্ত প্রতীক
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - বিচ্ছেদ আবেদনের মধুর সমাপ্তি... ৪০
    -মুতীউর রহমান

ক্ষেত-খামার :
- চুই ঝালের চাষ পদ্ধতি ৪১

- **কবিতা :** ৪২
  - ভাবছ কিরে মনা
  - হে মুসলমান!
  - মিছে দুনিয়া
  - তাক্বওয়া
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

শান্তির ধর্ম ইসলাম

মানুষের জান-মাল ও ইযযত যখন লুণ্ঠিত হচ্ছিল, আরবের মরু বিয়াবান যখন অশান্তির আগুনে জ্বলছিল, শোষক পুঁজিপতিদের হাতে যখন দীন-হীন মানুষ গরু-ছাগলের মত বিক্রি হচ্ছিল, তখন সেখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহি-র বিধান নিয়ে আগমন করেন বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ *(ছল্লাল্ল-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। তিনি সবাইকে দাওয়াত দিলেন 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। 'তাঁর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান'। তাঁর এই সাম্যের বাণী ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। দাম্ভিক নেতারা বুঝল তাদের প্রভুত্বের দিন শেষ। কিন্তু নির্যাতিত মানবতার হৃদয়ের গভীরে সৃষ্টি হ'ল নতুন চেতনার ঢেউ। যা অতি দ্রুত বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় পৌঁছে গেল সর্বত্র। হাবশার বেলাল, রোমের ছোহায়েব, ইয়াছরিবের আস'আদ, ইরানের সালমান ছুটে এল চারদিক থেকে। মক্কার নির্যাতিতরা নির্যাতকদের ভয়ে চুপসে থাকলেও বেরিয়ে এল সেখান থেকে নাজদের কর্মকার খাব্বাব, ইয়ামনের ইয়াসির পরিবার, আফ্রিকার বকরীর রাখাল 'আমের বিন ফুহায়রা, ক্রীতদাসী যিন্নীরাহ ও নাহদিয়া; যালেম নেতা ওক্বা বিন আবু মু'আইতের বকরীর রাখাল আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, বীর কেশরী হামযা ও ওমর প্রমুখ আপোষহীন মানুষ। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল শোষক মহলে। ফলে পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল সম্মুখ সংঘাতের। শান্তিবাদী নবীকে আল্লাহ হিজরতের আদেশ দিলেন ইয়াছরিবে। কিন্তু শক্তিমান নেতারা সেখানেও তাঁর পিছু নিল। আল্লাহ চাইলেন সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়ছালা করতে। নবী বেরিয়ে এলেন কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা আটকাতে। কিন্তু ঘটে গেল অজানিত ঘটনা। অপ্রস্তুত অবস্থায় সম্মুখীন হ'লেন বদরের কূয়ার নিকটে শোষকদের শিখণ্ডী আবু জাহলের সুপ্রস্তুত ও তিনগুণেরও অধিক সেনাবাহিনীর। যুক্তি বলছিল ফিরে আসার। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুম ছিল এগিয়ে যাওয়ার। ফলে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সশস্ত্র যুদ্ধের সম্মুখীন হ'লেন শান্তির নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ঈমানী তেয ও জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনা তাঁর নগণ্য সংখ্যক সাথীদের অজেয় শক্তিতে পরিণত করল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বিরোধী সেনাপতি আবু জাহল সহ ১১ জন কুরায়েশ নেতার ছিন্ন মস্তক। মোড় পরিবর্তনকারী এই ঘটনার পর তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোমক ও পারসিক সম্রাটদের টনক নড়ল। পরবর্তীকালে তাদেরও দম্ভ চূর্ণ হ'ল এবং বিশ্ব মানবতা শান্তির ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। এভাবে সর্বত্র মানুষের দাসত্বের বদলে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সবাই এক আদমের সন্তান হিসাবে পরস্পরের সহযোগী ভাই ভাইয়ে পরিণত হ'ল।

সেই শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমান আজ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে। এজন্য দায়ী কে? ইসলাম, না মুসলমান? ঔষধ, না রোগী? নিশ্চয়ই দোষ ঔষধের নয়, বরং রোগীর। যারা ঔষধ হাতে পেয়েও তা সেবন করেনি। অথবা সঠিক ব্যবহারবিধি শিখেনি। কিংবা অল্প শিখে বাকীটা অনুমান করে নিয়েছে। কিংবা অন্য কিছু মিশিয়ে মনের মত 'মিকশ্চার' বানিয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বর্তমান করুণ পরিণতির জন্য দায়ী হেদায়াতের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মহান শিক্ষা হ'তে দূরে থাকা। আর একারণেই আধুনিক প্রজন্ম ক্রমেই বিভিন্ন বস্তুবাদী কুফরী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে চার ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। (১) একদল বিশ্ব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সবকিছুতেই আপোষ করে চলতে চান। তারা ভিতরে ঘা রেখে উপরে মলম দিতে ভালবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালনেই তাদের ধর্ম-কর্ম সীমাবদ্ধ। কথিত বিশ্বনেতারা সর্বদা এদেরকেই পসন্দ করেন ও এদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসান। এরা নিজেদেরকে 'সেক্যুলার' বলেন। যদিও তারা পুরাপুরি সেক্যুলার নন। তবে ইসলামী বিধান জারি করতে উদ্যোগী না হবার কারণেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তারা সেক্যুলার। (২) আরেক দল আছেন যারা ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রাজনীতি করেন। কিন্তু প্রচলিত অনৈসলামী রাজনীতির মাধ্যমেই সেটা করতে চান। ফলে লক্ষ্য ইসলাম হ'লেও পথ যেহেতু ভিন্ন, তাই তাদের রাজনীতি ও সেক্যুলারদের রাজনীতির মধ্যে শ্লোগানের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা ক্ষমতায় যাবার জন্য এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পর সে আচরণই করেন, যেটা সেক্যুলাররা করে থাকেন। বরং কিছুটা বেশীই করেন। 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' বলাই তাদের নীতি। ফলে সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনে তারা অপারগ। কূয়াতে পচা বিড়াল রেখে উপরের পানি সেচাতেই তারা অভ্যস্ত। (৩) তৃতীয় আরেক দল আছেন যারা ইসলাম বলতে তাদের শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জালে ভরা তরীকাকে বুঝেন। ছূফীবাদের অনুসারী হবার দাবী করে এরা দুনিয়াত্যাগী হিসাবে পরিচিত হ'তে ভালবাসেন। যদিও ক্ষমতার স্বাদ পাবার জন্য এখন তারা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। এদের কাছাকাছি আরেকটি দল আছেন, যারা নিজেদের দাওয়াতকে 'নবীওয়ালা দাওয়াত' বলেন এবং সর্বদা 'রাসূলের তরীকায় শান্তি' বলে থাকেন। অথচ মিথ্যা ফাযায়েলের মোহ ছড়িয়ে স্বচ্ছ মাসায়েল থেকে মানুষকে দূরে রাখেন। সবাইকে খুশী করতে গিয়ে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন থেকে এরা অনেক দূরে। যদিও ধর্মের বাহ্যিক রূপ এদের মধ্যেই বেশী। (৪) চতুর্থ দলটি হ'লেন তারাই যারা তাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করতে চান। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্র দাসত্ব করতে চান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজাতে চান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাদেরই প্রিয় সংগঠন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা তাদের মূল লক্ষ্য নয়। বরং সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ পরিবর্তনের কঠিন দায়িত্ব পালনে তারা শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী আমীরের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে নেকীর উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে তারা নিজেদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করেন এবং অন্যকে সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা সরকারকে সুপরামর্শ দেন এবং সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন না। ধর্মঘট ও ভাঙচুর করেন না। সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিরোধী কোন কাজ করেন না। তারা ক্ষমতা লাভের জন্য দল গঠন করেন না বা ক্ষমতার জন্য লড়াই করেন না। কারণ নেতৃত্ব বা ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া শরী'আতে নিষিদ্ধ। এটি আল্লাহ্র দান। তিনি যাকে খুশী এটা দান করে থাকেন।

সেক্যুলার, পপুলার ও ছূফী মুসলমানরা বৃটিশের রেখে যাওয়া কুফরী নীতি ও পদ্ধতির প্রতি আপোষমুখী হওয়ায় তারাই পাশ্চাত্যের সবচাইতে নিকটের। ইসলামের প্রতি আপোষহীন থাকার কারণেই সম্ভবতঃ আমাদের সংগঠনের উপর সরকারী যুলুম নেমে এসেছিল ২০০৫ সালে। বর্তমান সরকারের আমলে পুনরায় তার নমুনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের আদর্শনিষ্ঠ ঈমানদার কর্মীরা কোন অবস্থাতেই আদর্শচ্যুত হবেন না এবং দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত বিক্রি করবেন না। বরং সর্বদা তাক্বদীরে বিশ্বাস রেখে ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবেন, এটাই কাম্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন -আমীন! *(স.স.)*।

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(শেষ কিস্তি)

মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও ইংরেজ সরকার

'আল-ফুরক্বান' রাবওয়া সমীপে

[যদিও আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিচের প্রবন্ধটির কিছুটা তফাৎ আছে, তবুও মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর কর্মনীতি থেকে আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রকৃত অবস্থান পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য একটি দিক এতে বিদ্যমান রয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধটি ১৫ বছর পূর্বে জনৈক মির্যায়ী কাদিয়ানীর লেখার জবাবে লিখেছিলেন। যা ৩০শে অক্টোবর ১৯৭০ সালে 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এখন উল্লেখিত কারণে এবং অন্যান্য উপকারিতা হেতু তা এ গ্রন্থভুক্ত করা হ'ল। -ছালাহুদ্দীন ইউসুফ]

যখন থেকে করাচীর জেমস আবাদ কোর্টের সিভিল জজ শেখ মুহাম্মাদ রফীক গিরিজা আকল-নকল তথা যুক্তি ও কুরআন-হাদীছ উভয়ের আলোকে কাদিয়ানীদের মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ, পৃথক একটি অমুসলিম সম্প্রদায় এবং তার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন বলে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন, তখন থেকেই কাদিয়ানীদের মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি হয় এবং তারা নানাভাবে এই রায়ের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া রদ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। তাদের কিছু লেখক নিজেদের দলকে এই বলে আশ্বস্ত করতে থাকে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার একটা পরীক্ষা। আর আল্লাহওয়ালাদের এমন পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হয়। তাদের কেউ কেউ এ মামলায় কাদিয়ানী পক্ষের লোকটিকে কাদিয়ানী মানতেই নারাজ। তাদের এমনও প্রতিক্রিয়া নযরে এসেছে যে, যেসব উপরওয়ালাদের স্বার্থে আদালত কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করেছে, তারা সেসব ফায়ছালাকে পুস্তিকা আকারে সারা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সে পুস্তিকার একটি কপি আমাদের হাতেও এসেছে। তাছাড়া নিজ সম্প্রদায়কে স্থির ও নিশ্চিন্ত রাখতে তারা মুসলমানদের সেসব দল ও ব্যক্তির মতামতও তাদের সামনে তুলে ধরছে, যারা ইংরেজ সরকারের 'ধর্মীয় উদারতা'হেতু তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ 'আল-ফুরক্বান' রাবওয়ার আগস্ট সংখ্যায় শী'আ, সুন্নী ও আহলেহাদীছের সাথে যুক্ত এমন কিছু আলেমের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তারপর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আহলেহাদীছের একজন আলেমের সেসব লেখা তুলে ধরা হয়েছে যাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান হেতু সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তাছাড়া আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রতি 'ওহাবী' শব্দ ব্যবহারে আইনী নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য আহলেহাদীছদের কেউ কেউ ইংরেজ সরকারের প্রতি যে ধন্যবাদ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে পত্রিকায় সে কথাও তুলে ধরা হয়েছে। আল-ফুরক্বানের সম্পাদক বলছেন, 'ইংরেজের আনুগত্য সত্ত্বেও যদি এ সকল লোক ইংরেজের হাতের ক্রীড়নক গণ্য না হন তাহ'লে মির্যা ছাহেবকে কেন একই ধরনের খেয়াল যাহির করার জন্য ইংরেজের হাতের ক্রীড়নক গণ্য করা হবে?' তারপর 'আল-ফুরক্বানে' এ ব্যাপারে আহলেহাদীছ আলেমদেরকে 'বিনয়-নম্রভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের' জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এজন্যই আমরা ইংরেজদের বিষয়ে মির্যা ছাহেব ও কতিপয় আলেমের কর্মপন্থার মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা স্পষ্ট করা যরূরী মনে করছি।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মির্যা ছাহেব ও অন্যান্য আলেমদের আনুগত্যের গতি-প্রকৃতির মধ্যেকার পার্থক্য অনুধাবন করা যরূরী মনে করি। মুসলমান আলেমদের মধ্যে যারা ইংরেজ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তাদের কথামতই তার কারণ এই ছিল যে, এ সরকারের ছায়াতলে ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের হাতে এমন কোন শক্তি, ক্ষমতা ও উপকরণ মওজুদ নেই যে তার সাহায্যে যুদ্ধ করে তারা ইংরেজদের দেশছাড়া করতে পারবে। এমতাবস্থায় তারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাকেই সমীচীন মনে করেছেন। তা সত্ত্বেও এ কথা ধ্রুব সত্য যে, কোন আলেমই জিহাদকে আগাগোড়া মানসূখ (রহিত) ও হারাম গণ্য করেননি এবং শেষ যামানায় আগমনকারী ইমাম মাহদীকে 'খুনী মাহদী' বলেননি। পক্ষান্তরে মির্যা ছাহেব ইংরেজের সহযোগিতার শিঙ্গায় কেবল তার স্বরে ফুঁক দেননি যাতে তিনি ইংরেজের ইশারায় নবুঅত দাবী করেছেন বলে সন্দেহ দানা বাধে, বরং তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেকে মাহদিয়াতের পদে আসীন করার জন্য 'প্রতিশ্রুত মাহদীর আবির্ভাব' সংক্রান্ত মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে খতম করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে ইমাম মাহদীকে 'খুনী মাহদী' বলে অভিহিত করেছেন।

'আল-ফুরক্বানে'র সম্পাদক ছাহেব কান লাগিয়ে শুনুন (সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি)।-

প্রথমতঃ মির্যা ছাহেব নিজেকে 'ইংরেজের কর্ষিত ভূমির চারা' বলে ঘোষণা করেছেন।[১] ইংরেজ সরকারের মঙ্গল কামনা ও সহযোগিতায় নিজেকে ইংরেজ সরকারের আশ্রয়স্থল (কিল্লা) বলে উল্লেখ করেছেন[২] এবং স্বয়ং বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নিজের ও

* *পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

** *ঝিনাইদহ।*

১. *তাবলীগে রিসালাত, ৩/১৯।*

২. *নূরুল হক, ১/৩৩-৩৪।*

নিজের জামা'আতের জন্য আশ্রয়স্থল বলেছেন।[৩]

দ্বিতীয়তঃ মির্যা ছাহেব আল্লাহ্র সৃষ্টির সংশোধনের বদলে ইংরেজের সাহায্য ও সহযোগিতাকেই তার প্রেরিত হওয়ার মূল কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তিনি (আল্লাহ) আমাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আসমান থেকে পাঠিয়েছেন যেন আমি মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) পুণ্য ও বরকতময় উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের কাজে নিয়োজিত থাকি। তিনি (আল্লাহ) আমাকে অসীম বরকতে পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাকে তার মসীহ বানিয়েছেন, যাতে তিনি মহারাণীর (ভিক্টোরিয়া) পবিত্র উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে স্বয়ং আসমান থেকে সাহায্য করতে পারেন'।[৪]

'হে হিন্দুস্থানের ক্বায়ছারাহ মহারাণী (ভিক্টোরিয়া), আল্লাহ তা'আলা তোমার আয়ুষ্কালকে সৌভাগ্য ও আনন্দসহ বরকতময় করুক। তোমার শাসনকাল কতই না কল্যাণময়! স্বয়ং আসমান থেকে আল্লাহ তোমার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত প্রসারিত রেখেছেন। তোমার প্রজাবৎসল নেক নিয়তের রাস্তাগুলোকে ফেরেশতারা পরিষ্কার করছে। তোমারই নিয়তের হরকতে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন'।[৫]

তৃতীয়তঃ তিনি ইংরেজ গভর্নমেন্টকে আল্লাহ্র সুমহান রহমত ও আসমানী বরকত বলেছেন এবং ইংরেজ গভর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাকে বর্জন আল্লাহকে বর্জন হিসাবে গণ্য করেছেন।[৬]

চতুর্থতঃ তিনি আকাশে আল্লাহ্র এবং যমীনে বৃটিশ সরকারের হুকুম মান্য করা এবং বৃটিশ সরকারের অবাধ্যতাকে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা হিসাবে নিজের ধর্মস্থির করেছেন।[৭]

পঞ্চমতঃ তিনি ইংরেজ গভর্নমেন্টের সহযোগিতা ও আনুগত্য স্বরূপ পঞ্চাশ হাযারের কাছাকাছি বই, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র লিখে ছাপিয়েছেন। ইংরেজ সংক্রান্ত মির্যা ছাহেবের এসব লেখা যদি একত্রিত করা হয় তবে পঞ্চাশটি আলমারীতে হয়তো তার সংকুলান হবে না।[৮]

ষষ্ঠতঃ সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদকে কেবল জোরালো ভাষায় হারাম ও মানসূখ বলেননি বরং ইংরেজের বিরুদ্ধে অন্তরে বিদ্রোহ ও শত্রুতা পোষণকারীকেও আহম্মক, গণ্ডমূর্খ, নির্বোধ জাহেল, কাটমোল্লা, আল্লাহ্র দুশমন, নবী অস্বীকারকারী, দুষ্ট, বজ্জাত, হারামী, বদকার, নালায়েক, যালেম, চোর, ডাকাত এবং এ জাতীয় অনেক অশ্লীল শব্দে সম্বোধন করেছেন।

সপ্তমতঃ ঐ সময়ে যেখানেই ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে সেখানেই মির্যার অনুসারীরা নিজেদের নবীর শিক্ষা অনুসারে মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতার পরিবর্তে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছে এবং তাদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দো'আ করেছে। ইংরেজদের বিজয় এবং মুসলমানদের পরাজয়ে তারা উৎসবের আয়োজন করেছে।

উদাহরণস্বরূপ ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন তুর্কীরা পরাজিত হয় এবং ইংরেজরা কিছু আরব ভূমি তুরস্কের ইসলামী খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তখন সেই খুশীতে মির্যার উম্মত কাদিয়ানীদের মনোভাব লক্ষণীয় :

'হযরত মসীহ মাওউদ বলেছেন, গভর্নমেন্ট আমার তরবারি। অতএব আমরা আহমদীরা এই বিজয়ে (বাগদাদ বিজয়ে) কেন খুশী হব না? ইরাক-আরবে হোক আর শাম-সিরিয়ায় হোক সর্বত্রই আমরা আমাদের তরবারির ঝলকানি দেখতে চাই। এ বিজয়ের পালে প্রকৃতপক্ষে হাওয়া যুগিয়েছেন দু'জন ফেরেশতা। গভর্নমেন্টকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন'।[৯]

এর কিছুকাল আগে ইসলামী তুরস্কের উপর হামলা করে রাশিয়া তাদের কিছু এলাকা দখল করে নিলে তার উপর মির্যায়ীরা যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল তা লক্ষ্য করুন!

'সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, রাশিয়া বরাবরের মতো তুর্কী ভূমিতে ঢুকে পড়ছে।... আল্লাহ তা'আলা যালেম নন। তার ফায়ছালা সঠিক ও যথার্থ। আমরা তার এ ফায়ছালায় সন্তুষ্ট'।[১০]

২৭শে নভেম্বর ১৯১৮ সালে তুরস্কের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলে এ উপলক্ষ্যে কাদিয়ানে এক জমকালো আলোকসজ্জা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে 'আল-ফযল' লিখেছে, 'বড়ই চিত্তাকর্ষক ও আনন্দ উদ্রেককারী এ উৎসবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং দেখার মতো। এতে বৃটিশ সরকারের প্রতি আহমদিয়া জনগণের আন্তরিক বিশ্বস্ততার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে'।[১১]

অষ্টমতঃ মির্যা ছাহেব ইংরেজদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিও করেছিলেন। তিনি তার দলীয় লোকদের সাহায্যে এমন কিছু 'অবুঝ' মুসলমানের নাম-ঠিকানাসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করে বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যারা হিন্দুস্থানকে দারুল হারব বা যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে মনে করত।[১২]

উপরোক্ত আটটি কারণে মির্যা ছাহেবের বৃটিশ সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা এবং অন্য পক্ষে মুসলমানদের কতিপয় আলেমের ইংরেজের প্রতি আনুগত্য ও ইংরেজ তোষণের মাঝে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। উভয় পক্ষের কর্মকাণ্ডকে এক জাতীয় প্রমাণ করে মির্যা ছাহেবের ইংরেজপূজা আড়াল করা যাবে। বরং উভয় পক্ষের শব্দ চয়ন থেকে শুরু করে চিন্তা-চেতনা ও

---

৩. তিরয়াকুল কুলূব ২৬ পৃ.।
৪. সিতারায়ে ক্বায়ছারাহ ১০ পৃ.।
৫. ঐ, ১৫ পৃ.।
৬. শাহাদাতুল কুরআন, ৮৬ পৃ.।
৭. ঐ, ১২, ৮৬ পৃ.।
৮. তিরয়াকুল কুলূব, ২৫ পৃ.।
৯. আল-ফযল, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮।
১০. ঐ, ১৭ই নভেম্বর ১৯১৪।
১১. ঐ, ৩রা ডিসেম্বর ১৯১৮।
১২. তাবলীগে রিসালাত ৫/১১।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাঝে এত ব্যাপক ও বিশাল পার্থক্য রয়েছে যে, তাদের উল্লেখিত দশ-বিশটা উদ্ধৃতি দিয়ে নয়, বরং শত শত উদ্ধৃতি দিয়েও তা ঘুচানো সম্ভব হবে না।

আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যতা বিচার :

'ইশা'আতুস সুন্নাহ' পত্রিকার কতিপয় উদ্ধৃতির ভিত্তিতে আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকারের অভিযোগ বড়ই আজব ব্যাপার। এটা ঠিক যে, (উক্ত পত্রিকার সম্পাদক) মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী মরহূম এমন বশ্যতার খেয়াল প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভাববার বিষয় এই যে, আহলেহাদীছ কি শুধু মাওলানা বাটালভী একাই? এককভাবে তার খেয়ালই কি সমগ্র আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর চাপিয়ে দিতে হবে? তিনি জামা'আতের একজন সদস্য ছিলেন মাত্র। যিনি অন্যান্য কতিপয় আলেমের মতো কিছু কারণ বশত ইংরেজ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। কিন্তু তিনি ছাড়া অন্যান্য আহলেহাদীছ আলেমদের অধিকাংশই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন সে ঐতিহাসিক সত্য কি অস্বীকারযোগ্য?

যে ছাদেকপুরী আলেমগণ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর শাহাদাতের পর অতুলনীয় দৃঢ়তা ও উদ্দীপনা সহকারে জিহাদ আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তারা কি আহলেহাদীছ ছিলেন না? একথা কি সত্য নয় যে, ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতার পর যে দলের লোকদের উপর ইংরেজ সরকার সবচেয়ে বেশী যুলুম ও বর্বরতা চালিয়েছিল, তারা ছিলেন আহলেহাদীছ? শুধু ১৮৬৩ সাল থেকে নিয়ে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সাত বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে এই জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পাঁচ পাঁচটি বড় মামলা দেওয়া হয়েছিল। আম্বালায় একটি (১৮৬৪ খৃ.), পাটনায় দু'টি (১৮৬৫ ও ১৮৭০ খৃ.), মালদায় একটি (১৮৭০ খৃ.) ও রাজমহলে একটি (১৮৭০ খৃ.) মামলা করা হয়েছিল। এসব মামলায় জামা'আতের নেতৃবৃন্দ ও আলেমদেরকে ফাঁসির পাটাতনের উপর হেঁচড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা হয়েছিল এবং কালাপানিতে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। জেলের অন্ধকার নির্জন কুঠরীগুলোকে ঐ পাগলপারারাই আবাদ করেছিলেন। ঐ মুজাহিদদের ক্রিয়াকলাপই ইংরেজদের অতিষ্ঠ করে ছেড়েছিল, যাদের 'ওহাবী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই ওহাবী কারা ছিলেন? হান্টার ছাহেবের বই পড়লে জানতে পারা যাবে, তারা ছিলেন আহলেহাদীছ জামা'আতের লোক।

মোটকথা, অল্প কিছু ব্যক্তি ছাড়া আহলেহাদীছের অধিকাংশ লোক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে সোচ্চার ছিলেন। ইংরেজদের যে ধরনের চাটুকারিতা ও মোসাহেবী পরলোকগত মির্যা ছাহেবের রীতি-নীতি ও অভ্যাস ছিল, সে ধরনের চাটুকারিতা ও মোসাহেবী না আমরা আহলেহাদীছরা কখনো করেছি, না অন্য কোন মনীষীরা করেছেন।

চিন্তার আরেকটি দিক : উপরোক্ত আলোচনার সাথে এদিকটাও ভেবে দেখার বিষয় যে, মির্যা ছিলেন নবুঅতের দাবীদার। যদিও মুসলিম আলেমকুল শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে অন্য কারো জন্য নবুঅতের দাবীকে কুফরী গণ্য করেন। কতিপয় আলেমের ইংরেজ সরকারের আনুগত্য ও তোষণ নীতি আর মির্যার বৃটিশ সরকারের সহযোগিতাকে ঈমানের অংশ বানানোর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে (ইতিপূর্বে সে আলোচনা আমরা করেছি) তা যদি কিছুক্ষণের জন্য মুলতবী রাখা হয়, তবুও চিন্তার বিষয় যে, যারা নবী নন, ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো তাদের পা হোঁচট খেতে পারে, দ্বীনের মোকাবিলায় হয়তো তাদের মধ্যে দুনিয়াবী স্বার্থ প্রাধান্য পেতে পারে। হ'তে পারে জায়গা বিশেষে তারা সেরকম দৃঢ়তা ও ধৈর্য দেখাতে পারেন না যা কুফরের মোকাবিলায় প্রয়োজন। নবী নন এমন ব্যক্তিদের জন্য কিছু কিছু জায়গায় অবকাশের উপর আমল করার অনুমতিও রয়েছে; কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের জন্য দ্বীনের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে দুনিয়াবী স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করা কোনভাবেই জায়েয ও বৈধ নয়। তাঁদের এমন অবকাশ কখনও দেওয়া হয়নি। নবীগণ ছিলেন কুফরীর বিরুদ্ধে উলঙ্গ তরবারি এবং নবুঅতের রাস্তায় আগত বিপদাপদ মোকাবিলায় ধৈর্যের এক অবিচল পাহাড়। তাঁরা কখনই তাঁদের উম্মতকে দাসত্বের সবক শিখাতেন না।

কিন্তু জানি না, মির্যা ছাহেব কোন কিসিমের 'নবুঅতে' ভূষিত হয়েছিলেন যে, তিনি কুফরীর মোকাবিলার পরিবর্তে কাফেরের আনুগত্যকে ফরয এবং ঈমানের অংশ স্থির করলেন! জাতিকে ইংরেজের গোলামী থেকে মুক্তির বদলে জাতির মধ্যে গোলামীর যিঞ্জীর পাকাপোক্ত করার বন্দোবস্ত করলেন! নিজ আল্লাহ্র কাছে ইংরেজ কাফেরদের থেকে নাজাতের দো'আর বদলে তাদের বিজয় ও সাহায্য এবং তাদের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার দো'আ করে গেলেন! কি বিস্ময়কর ব্যাপার! মানব জাতির ইতিহাসে কি এমন ভূমিকা পালনকারী কোন নবী কিংবা সংস্কারকের সাক্ষাৎ মিলবে? এ কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মির্যা ছাহেব সেই আল্লাহ্র প্রেরিত নবী নন, যিনি কুফরীর মোকাবিলা করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বরং ইংরেজের কূটনীতিজাত নবী, যার উদ্দেশ্য ছিল কেবলই মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করা।

এ কারণে কাদিয়ানীরা নিজেদের নবীকে বাঁচাতে এক্ষেত্রে ইংরেজদের আনুগত্যসূচক অন্যদের যেসব উদ্ধৃতি ও বরাত তুলে ধরেন তা বিলকুল বেমানান ও বেখাপ্পা। আর ইংরেজের আনুগত্য ও বিরোধিতাই কেবল হক ও বাতিল নির্ণয়ের মানদণ্ড নয়, না এ দৃষ্টিকোণ থেকে হক-বাতিলের মীমাংসা কখনো করা হয়েছে। শী'আরা তো সামগ্রিকভাবে ইংরেজের বশংবদ ছিল। যার স্বীকারোক্তি খোদ হান্টার তার বইয়ে করেছেন। কিন্তু তাদের এই কর্মকে ভিত্তি ধরে তো কখনো তাদের সম্পর্কে বলা হয়নি যে, ইংরেজ তোষণ হেতু শী'আরা একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

একজন নবীর হক কিংবা বাতিল হওয়ার ফায়ছালা প্রদানকারী মানদণ্ড বরং এটাই যে, তিনি সারাটা জীবন কুফরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রেখেছেন, না-কি তার জীবন কুফরের সাহায্য-সহযোগিতায় পার করেছেন। তিনি তার উম্মতকে কাফেরের গোলামী থেকে মুক্ত করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, নাকি তাদেরকে কাফেরের গোলামীর শিকলে চিরকাল আবদ্ধ থাকার উপর খুশী থেকেছেন। যিনি কুফরের সাহায্য-সহযোগিতায় জীবন পার করেন এবং নিজ উম্মতকে কাফেরের গোলামীর শিকলে চিরকাল আবদ্ধ থাকার উপর খুশী থাকেন তিনি কস্মিনকালেও নবী হ'তে পারেন না।

এদিক থেকে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবুঅতের পদ দূরে থাক তাজদীদ ও সংস্কারকের পদাধিকারী হওয়ার যোগ্যতাও রাখেন না। কেননা কোন যুগ-সংস্কারক এবং জাতির বড় কোন নেতা কখনো নিজ জাতিকে গোলামীর শিক্ষা দেননি। মির্যা যদি কোন সাধারণ লোক হতেন, তবে তার কর্মকাণ্ডের ধারা উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু তিনি তো নিজেকে নবুঅত ও তাজদীদের উচ্চমার্গের ব্যক্তি হিসাবে দাবী করেছেন এবং তার অনুসারীরা যেভাবে তার এ নবুঅত ও তাজদীদের দাবীর পক্ষে একপায়ে খাড়া, তাতে তার জীবনভর ইংরেজ তোষণের দিকটা মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। তার এ কর্মকাণ্ডই তার মিথ্যুক হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মানুষের বড় বড় ভুল অনেক হ'তে পারে। যেসব আলেমের লেখা 'আল-ফুরক্বান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, সেসব আলেমের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী দলগুলো সেগুলিকে নিজেদের লোকদের ভুল বলে এড়িয়ে যেতে পারেন। তাদের এ স্বীকৃতিতে তাদের মতের উপর কোন প্রভাবও পড়বে না। কিন্তু কাদিয়ানীরা কি তাদের নবীর এহেন কর্মকাণ্ডকে ভুল আখ্যায়িত করার সাহস করে? আর এরূপ করলে তার নবুঅতের প্রাসাদ ভেঙে খান খান হয়ে ধূলোয় মিলে যাবে না?[১৩]

মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (মৃ. ১৯২০ খৃ.) এবং জিহাদ আন্দোলন :

মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী মরহূম সম্পর্কে আগের পৃষ্ঠাগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ঐ যুগের সাথে সম্পর্কিত, যখন মাওলানা মরহূম হানাফীদের সাথে ফিক্বহ বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে কলমযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সম্ভবত হানাফীদের সঙ্গে ঐ লড়াইয়ের ফলে তিনি নিজেকে জিহাদ আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নেন এবং অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নচেৎ প্রথম দিকে তিনিও অন্যান্য আহলেহাদীছ আলেমদের মতো জিহাদ আন্দোলনে শরীক ছিলেন এবং মুজাহিদদের তৎপরতায় শামিল ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক'-এর লেখক পাটনার এক গোপন বৈঠকের বিষয়ে লিখেছেন,

'এক পুলিশী রিপোর্টে পাটনার কমিশনারকে জানানো হয় যে, বিশিষ্ট ওহাবীদের আরেকটি বৈঠক সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে নাযীর হুসাইন তার ভাগ্নীর বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বাহানায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠান ওহাবীদের একস্থানে সমবেত হওয়ার একটা সহজ কৌশল হয়ে দাঁড়ায়। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন নাযীর হুসাইন, মুহাম্মাদ হুসাইন লাহোরী (বাটালভী) ও ইব্রাহীম আরাভী। বৈঠকের উদ্যোক্তা ও আয়োজক ছিলেন ইব্রাহীম। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাহায্য লাভ করা এবং দেশকে 'দারুল হারব' বা 'যুদ্ধ এলাকা' ঘোষণা দেওয়া। এ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু সীমান্তের ওহাবী রাজ্যের হিন্দুস্থানের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা তুলনামূলকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই হিন্দুস্থান থেকে আরো স্বেচ্ছাসেবক ও আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণের চেষ্টা চালাতে হবে'।[১৪]

এ উদ্ধৃতি অনুসারে মাওলানা বাটালভীর একসময় জিহাদ আন্দোলনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন এসেছিল। যার বিবরণ ও ধরণ স্পষ্ট করতে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধের দরকার। আল্লাহ কখনো তাওফীক দিলে ইনশাআল্লাহ তা নিয়ে কলম ধরা যাবে। তারপরও এ সত্য নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আহলেহাদীছ জামা'আত মাওলানা বাটালভীর অবস্থানের বিপরীতে জিহাদ আন্দোলনে সর্বদাই শরীক থেকেছেন। পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে সে কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১৩. *সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম, লাহোর, ৩০শে অক্টোবর ১৯৭০।*

১৪. *ড. ক্বেয়ামুদ্দীন আহমাদ, হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫, নাফীস একাডেমী, করাচী।*

হাফেয/হাফেযা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য ১ জন হাফেয এবং ২ জন হাফেযা আবশ্যক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০২২। বিঃদ্রঃ ইতিপূর্বে আবেদনকারীদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

যোগাযোগ

সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭৩৯-৮৯৮৬২৯।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসঊদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬।

গাইবান্ধা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; আত-তাকওয়া লাইব্রেরী, বড় মসজিদ সংলগ্ন, ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ ০১৭২০-৫১১১৬৫; ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বোনারপাড়া বাজার, সাঘাটা মোঃ আব্দুল আউয়াল ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, (শেখ সাদী) ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।

চুয়াডাঙ্গা : সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঝিনাইদহ : আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

পাবনা : রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।

পটুয়াখালী : ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।

পঞ্চগড় : আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।

ফরিদপুর : দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

বগুড়া : শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৫-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।

রাজশাহী : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাফাবা লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৬৪-৯৯৯৪৭১।

লালমণিরহাট : শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সিরাজগঞ্জ : সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।

সিলেট : ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী*

(৭ম কিস্তি)

স্বাস্থ্যবান হওয়ার উপায় :

ফলের মধ্যে সর্বাধিক পুষ্টিগুণ রয়েছে খেজুরে। এতে গরম ও আদ্র পদার্থ বিদ্যমান। খেজুর খালি পেটে খেলে কৃমি মরে যায়। আর কৃমি হ'ল সুস্বাস্থ্যের অন্তরায়। খেজুরের সাথে শসা বা ক্ষিরা খেলে স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন, أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ– 'আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাকে স্বাস্থ্যবতী বানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠাবেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষে তিনি আমাকে পাকা খেজুরের সাথে শসা বা ক্ষিরা খাওয়াতে থাকলে আমি তাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হই'।[১]

যমযমের পানি :

আল্লাহ্র অফুরন্ত নে'মতরাজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'মত হ'ল যমযমের পানি। এটি শুধু পানীয় নয়, এটি খাদ্যের চাহিদা পূরণেও সক্ষম। এতে রয়েছে অবারিত ঔষধি গুণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، وَفِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ، 'পৃথিবীর বুকের সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হ'ল যমযমের পানি। তাতে রয়েছে তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগের প্রতিষেধক'।[২]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَإِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ، 'নিশ্চয়ই তা (যমযমের পানি) বরকতপূর্ণ। এটা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগের প্রতিষেধক'।[৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু যার গিফারী (রাঃ) যমযম কূপের পাশে ত্রিশদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি কি খেয়েছেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতে চাইলে তিনি বলেন,

مَا كَانَ لِى طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ. فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِى وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ.

'যমযমের পানি ব্যতীত আমার অন্য কোন খাদ্য ছিল না। এ পানি পান করেই আমি স্থূলদেহী হয়ে গেছি। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে এবং আমি কখনো ক্ষুধায় দুর্বলতা বুঝতে পারিনি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ পানি অতিমাত্রায় বরকতময় ও প্রাচুর্যময় এবং অন্যান্য খাবারের মত পেট পূর্ণ করে দেয়'।[৪]

দুম্বার নিতম্ব দিয়ে চিকিৎসা :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِى كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ–

'পশ্চাতের বাতরোগের চিকিৎসায় দুম্বার নিতম্ব গলিয়ে নিয়ে তা তিন ভাগ করতে হবে, অতঃপর প্রতিদিন একভাগ করে পান করতে হবে'।[৫]

'ইরকুন নাসা'র চিকিৎসা হ'ল, দুম্বার পেছনের বাড়তি অংশ রান্না করে তার ঝোল-স্যুপ তিন ভাগে ভাগ করে তিনদিন খালিপেটে আহার করবে। 'ইরকুন নাসা'র ব্যথা নিতম্বের হাড় থেকে সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে পায়ের গোছার পেছনের অংশ হয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। নামতে নামতে কখনো পায়ের সর্বশেষ জোড়া টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ব্যথা উঠার পর যতই সময় গড়ায় ততই ব্যথার তীব্রতা বাড়তে থাকে। কেবল ব্যথা নয়, মাঝে মধ্যে অবশ হয়ে আসা বা ঝিম ধরে থাকা অনুভূতিও হয়। এই সমস্যার নাম সায়াটিকা।

স্নায়ুর মূলে কোন সমস্যা হ'লে এই রোগ হয়। দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসে থাকলে বা দাঁড়িয়ে থাকলে এই ব্যথা বা অস্বাভাবিক অনুভূতি বাড়ে, মেরুদণ্ড ভাঁজ করে কোন কাজ করলে, যেমন নীচু হয়ে জুতার ফিতা পরতে গেলেও চিনচিন করে উঠতে পারে। আবার হাঁটাহাঁটি করলে কিংবা চিত হয়ে শুয়ে থাকলে কমে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্ক বা তরুণাস্থি সরে যাওয়া, বাইরের দিকে বেরিয়ে আসা, কোনকিছুর মাধ্যমে চাপের সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি কারণে সায়াটিকা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়'।[৬]

রেশমী কাপড় পরিধানের মাধ্যমে চিকিৎসা :

সাধারণত পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا، 'স্বর্ণ ও রেশমের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে'।[৭] অন্য বর্ণনায়

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।

১. আবূদাঊদ হা/৩৯০৩, 'চিকিৎসা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
২. ত্বাবারানী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৩৯১২, ৮১২৯; মু'জামুল কাবীর হা/১১০০৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৩২২।
৩. ত্বাবারানী, মু'জামুছ ছগীর হা/২৯৫; ছহীহুল জামে' হা/২৪৩৫।
৪. মুসলিম হা/২৪৭৩।
৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬৩ 'চিকিৎসা' অধ্যায় সনদ ছহীহ।
৬. আত-তিব্বুন নববী (ছাঃ), পৃঃ ১২৬-১২৭।
৭. তিরমিযী হা/১৭২০; নাসাঈ হা/৫১৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৪৩৪১, সনদ ছহীহ।

এসেছে, إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ. ‘যে ব্যক্তিই দুনিয়াতে রেশমী পোষাক পরিধান করে থাকে, আখেরাতে তার ভাগে তা থাকবে না’।[৮]

তবে উকুন দূরীকরণ ও চর্মরোগের চিকিৎসা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَخَّصَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. وفي رواية لمسلم إِنَّهُمَا شَكَوْا الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ،

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়র ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে তাদের উভয়ের চর্মরোগের দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, তারা উভয়ে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন’।[৯]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘আত-তিব্বুন নববী’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘রেশমী কাপড়ের মাঝে অন্যান্য কাপড়ের মতো শুষ্কতা ও অমসৃণতা কিঞ্চিতও অনুভব হয় না। তাই রেশমী কাপড় খোস-পাঁচড়ায় উপকারী হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ খোস-পাঁচড়া গরম, শুষ্কতা ও অমসৃণতা থেকেই সৃষ্টি হয়। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-কে খোস-পাঁচড়ার চিকিৎসা হিসাবে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া রেশমী কাপড় পরিধান করলে উকুন হয় না। কেননা উকুন আর্দ্রতা ও উষ্ণতা থেকে সৃষ্টি হয়।[১০]

সোনামুখী গাছ ও পাতা দ্বারা চিকিৎসা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى وَالسَّنُّوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ– ‘তোমাদের জন্য সানা এবং সানুওয়াত ব্যবহার করা অপরিহার্য। কেননা ‘সাম’ ব্যতীত তার মধ্যে সকল রোগের শিফা (আরোগ্য) রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ‘সাম’ কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মৃত্যু’।[১১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘আত-তিব্বুন নববী (ছাঃ) গ্রন্থে লিখেছেন, ‘সানা হিজাযে উৎপন্ন হওয়া একটি উদ্ভিদ। মক্কায় উৎপন্ন হওয়া সানা সবচেয়ে ভালো। সানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত সুষম ওষুধ। এটি প্রথম স্তরের শুকনো ও উষ্ণ ওষুধ। হলদে এবং কালোবর্ণের সানা সচরাচর পাওয়া যায়। এটি হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করে। এর বহু গুণাগুণ রয়েছে। তবে এই ওষুধের সবচেয়ে উপকারী দিক হ’ল, এটি বিরেচক (পরিমিত পাতলা পায়খানা আনয়নকারী) ওষুধ হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্ক বিকৃতির শঙ্কাকে বিশেষভাবে দূরীভূত করে। শরীরে সৃষ্ট ফাটলের জন্য খুবই উপকারী। তাছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসংহত করে, চুল পড়া বন্ধ করে, উকুন থেকে বাঁচায়, পুরোনো মাথাব্যথা দূর করে, চুলকানি, খোস-পাঁচড়া, ফোড়া ও মৃগী রোগের জন্য উপকারী।

গাছটির খোসা-বাকল থেকে তৈরী গুড়ো পাউডারের চেয়ে, সিদ্ধ করার পর তার নিষ্কাষিত রস বেশী উপকারী। যার ওষুধের পরিমাণ তিন দিরহাম এবং সিদ্ধকৃত পানির পরিমাণ পাঁচ দিরহাম সমমাত্রার। যদি সিদ্ধ করার সময় ভালোলা (Viola Plants) زهرة البنفسج এক প্রকার লতানো উদ্ভিদের ফুল, ডালপালা বিহীন লালচে কিশমিশও দিয়ে নেওয়া হয়, তাহ’লে ওষুধটি আরও বেশী ক্রিয়াশীল হবে।

ইমাম আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আর-রাযী (রহঃ) বলেন, সানা ও শাহাতরাজ দ্বারা মিশ্রিত ওষুধ আগুনে দগ্ধ রুগীর জোলাপ, চুলকানি, খোস-পাঁচড়ায় উপকারী। এর ওষুধের মাত্রা হবে চার থেকে সাত দিরহাম।[১২]

আগুনে সেঁক বা দাগা দিয়ে চিকিৎসা প্রসঙ্গ :

আগুনে সেঁক বা দাগা দিয়ে চিকিৎসা করার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকগুলো ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

পক্ষের হাদীছ সমূহ :

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উবাই বিন কা‘ব (রাঃ)-এর নিকট জনৈক ডাক্তার প্রেরণ করলেন। সে তার একটি ধমনী কর্তন করে দিল, পরে লোহা গরম করে (রক্ত বন্ধ করার জন) তাতে সেঁক দিয়ে দিল’।[১৩]

(২) আবু সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ رُمِىَ أُبَىٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم– ‘আমি জাবের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, খন্দক যুদ্ধে উবাই (রাঃ)-এর হাত (কিংবা পা)-এর মূল ধমনীতে তীর লাগলো, তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লোহা গরম করে দাগ দিলেন’।[১৪]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, رُمِىَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِى أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِىُّ صلى الله

৮. *বুখারী হা/৫৮৩৫; মুসলিম হা/২০৬৮; নাসাঈ হা/৫২৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯১।*
৯. *বুখারী হা/৫৮৩৯; মুসলিম হা/২০৭৬; তিরমিযী হা/১৭২২; মিশকাত হা/৪৩২৬।*
১০. *অতি-তিব্বুন নববী (ছাঃ), পৃঃ ১৩৮।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫৭, হাকেম হা/৭৪৪২, সনদ ছহীহ।*
১২. *আত-তিব্বুন নববী (ছাঃ), পৃঃ ১৩০-১৩১।*
১৩. *মুসলিম হা/২২০৭; মিশকাত হা/৪৫১৯।*
১৪. *মুসলিম হা/২২০৭; মিশকাত হা/৪৫১৭।*

عليه وسلم بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ– ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর শিরা রগে তীর লাগলো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্বহস্তে একটি তীর ফলক দ্বারা তার রগ কর্তন করে দাগা দিয়ে দিলেন। তারপরে তা ফুলে উঠলে দ্বিতীয়বার দাগা দিয়ে দিলেন'।[১৫]

(৪) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ– 'নবী করীম (ছাঃ) আস'আদ বিন যুরারাহকে কাটা বিদ্ধ হওয়ার কারণে উত্তপ্ত লোহার মাধ্যমে দগ্ধ করেছিলেন'।[১৬]

বিপক্ষের হাদীছ সমূহ :

(১) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الشِّفَاءُ فِى ثَلاَثَةٍ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ–

'রোগমুক্তি আছে তিনটি জিনিসে। শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে দাগ দেয়াতে। আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি'।[১৭]

(২) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ.

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের ঔষধ সমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে তাহ'লে তা আছে শিঙ্গাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুন দিয়ে ঝলসানোর মধ্যে। রোগ অনুসারে। আমি আগুন দিয়ে দাগা দেয়া পসন্দ করি না'।[১৮]

(৩) বিনা হিসাবে জান্নাতীদের পরিচয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. 'তারা হ'ল সেসব লোক যারা মন্ত্র পাঠ করে না, পাখির মাধ্যমে ভালো-মন্দ নির্ণয় করে না এবং আগুনের সাহায্যে দাগায় না। বরং তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে'।[১৯]

(৪) ইমরান ইবনু হোসাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْكَىِّ. قَالَ فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا. 'উত্তপ্ত লোহার মাধ্যমে শরীরে দাগ দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ লাগিয়েছি তখন ব্যর্থতা ও বিফলতা ব্যতীত আর কিছুই পাইনি'।[২০]

উভয় শ্রেণীর হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধন :

ইমাম নববী (রহঃ) 'শরহে মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আলোচ্য হাদীছে আগুনে সেঁক দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার বিধান দেয়া হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে আগুনের সেঁকই একমাত্র সমাধান হিসাবে সাব্যস্ত শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সা'দ (রাঃ)-এর রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়ার কারণে আগুনের সেঁক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে যে ব্যক্তির আগুনে সেঁক দেয়ার কারণে অন্য সমস্যা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে, সে ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রহণে বিরত থাকবেন। যেমনটি ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) করেছিলেন। আরবদের নিকট ঔষধের অকার্যকারিতায় আগুনের সেঁক দেয়াই একমাত্র সমাধান। ইবনু কুতায়বাহ (রাঃ)-এর মতে, আগুনে সেঁক দেয়া দুই ধরনের। এক- সুস্থতার জন্য আগুনে সেঁক দেয়া। দুই- আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর রক্ত পড়া বন্ধ না হ'লে সেক্ষেত্রে আগুনে সেঁক দেয়া'।[২১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) 'আত-তিব্বুন নববী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'কায়' বা দাগা দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে আবার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। সা'দ (রাঃ)-কে অনুমতি দেয়াটা প্রমাণ করে, এ কাজটি জায়েয। আর তা সৎ ব্যক্তির জন্য। যে ব্যক্তি আরোগ্য লাভের জন্য চিকিৎসা স্বরূপ অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এ কাজ করা নিষেধ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আরোগ্য লাভের জন্য অন্য ঔষধ ব্যবহার করতে সক্ষম। কারণ এতে আগুনের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হয়।[২২] ইমাম শাওকানী (রহঃ)ও একই মত পোষণ করেন।

ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা :

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি তিন ধরনের। যথা : (১) প্রতিষেধক বা প্রতিরোধমূলক (২) উপযুক্ত ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা (৩) ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা। এখানে ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

এমন কিছু রোগ রয়েছে ঝাড়ফুঁক ব্যতীত যার অন্য কোন চিকিৎসা নেই। যেমন- বদনযর, যাদু-মন্ত্রে আক্রান্ত ইত্যাদি। ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোর পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীছ রয়েছে। যেমন-

১৫. *মুসলিম হা/২২০৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৪; মিশকাত হা/৪৫১৮।*
১৬. *তিরমিযী হা/২০৫০, সনদ ছহীহ।*
১৭. *বুখারী হা/৫৬৮১, ৫৬৮০।*
১৮. *বুখারী হা/৫৬৮৩, ৫৭০২, ৫৭০৪; মুসলিম হা/২২০৫।*
১৯. *বুখারী হা/৫৭০৫, ৩৪১০।*
২০. *তিরমিযী হা/২০৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯০; আবূ দাঊদ হা/৩৮৬৫, সনদ ছহীহ।*
২১. *শরহে মুসলিম লিনববী, ২২০৮ (৭৫) নং হাদীছের ব্যাখ্যা।*
২২. *আত-তিব্বুন নববী, ১১৫-১১৬ পৃঃ।*

ঝাড়ফুঁকের পক্ষের হাদীছ সমূহ :

(১) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ، 'কারো উপর বদনযর লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিতেন'।[২৩]

(২) উম্মু সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِى بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ- 'একদিন নবী করীম (ছাঃ) তাঁর (উম্মু সালামাহর) ঘরে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় চিহ্ন ছিল (মুখাবয়ব বদনযরের দরুন হলুদ বর্ণ দেখাচ্ছিল)। তখন তিনি বললেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর নযর লেগেছে'।[২৪]

(৩) শিফা বিনতু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِى أَلاَ تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ- 'আমি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে প্রবেশ করে বললেন, তুমি যেভাবে হাফছাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ, সেভাবে তাকে নামলাহ রোগের মন্ত্র শিখাও না কেন'?[২৫]

(৪) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى الرُّقْيَةِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا- '(মাটিতে ফুঁ দিয়ে) এ দো'আ পড়তেন, 'আল্লাহ্র নামে আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারোর থুথু, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে'।[২৬]

(৫) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা জিবরীল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ- 'হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ! জিবরীল (আঃ) বললেন, আপনাকে কষ্ট দেয় এমন সব বিষয়ে আল্লাহ্র নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক দিচ্ছি প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হ'তে। অথবা তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী চোখের অকল্যাণ হ'তে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন'।[২৭]

ঝাড়ফুঁকের বিপক্ষের হাদীছ :

(১) বিনা হিসাবে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- 'তারা হ'ল সেসব লোক যারা ঝাড়ফুঁক করে না, পাখির মাধ্যমে কোন কাজের ভালো-মন্দ নির্ণয় করে না এবং আগুনের সাহায্যে দাগ লাগায় না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে'।[২৮]

(২) মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ. 'যে ব্যক্তি লোহা গরম করে শরীর দাগায় অথবা ঝাড়ফুঁক করায়, সে তাওয়াক্কুল হ'তে দূরে সরে পড়েছে'।[২৯]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ، 'নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক, তাবীয, অবৈধ প্রেম, প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শিরকের অন্তর্ভুক্ত'।[৩০]

উভয় প্রকার হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধন :

উভয় প্রকার হাদীছের মাঝে সমন্বয় রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে। আওফ ইবনু মালিক আশজাই (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا نَرْقِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِى ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ- 'জাহিলী যুগে আমরা মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। সুতরাং (ইসলাম গ্রহণের পর) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ সমস্ত মন্ত্র সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমাকে পড়ে শুনাও। (তবে কথা হ'ল) মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে কোন আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শিরকী কিছু না থাকে'।[৩১]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ) 'আওনুল মা'বূদ' গ্রন্থে লিখেছেন, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، 'ঝাড়ফুঁক করা দোষের কিছু নয়, যদি তার মধ্যে শিরকী কিছু না থাকে'। ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি প্রদান ও নিষেধ করার কারণ হ'ল এটা। এ হাদীছটির মধ্যে দলীল আছে যে, যে ঝাড়ফুঁকের মাঝে কোন ক্ষতি নেই, শরী'আতের দৃষ্টিতে সে ঝাড়ফুঁক করা নিষেধ না, সে ঝাড়ফুঁক করা জায়েয এবং উত্তম কাজ'।[৩২]

---

২৩. বুখারী হা/৫৭৩৮; মুসলিম হা/২১৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৮৪।
২৪. বুখারী হা/৫৭৩৯; মুসলিম হা/২১৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৯৩৭।
২৫. আবূ দাঊদ হা/৩৮৮৭; ছহীহাহ হা/১৭৮; ছহীহুল জামে' হা/৯৪১৭।
২৬. বুখারী হা/৫৭৪৬, ৫৭৪৫।
২৭. মুসলিম হা/২১৮৬; তিরমিযী হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৫৩৪।
২৮. বুখারী হা/৫৭০৫, ৩৪১০।
২৯. তিরমিযী হা/২০৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৮৯; ছহীহুল জামি' হা/৬০৮১; ছহীহাহ হা/২৪৪।
৩০. আবূ দাঊদ হা/৩৮৮৩, সনদ ছহীহ।
৩১. মুসলিম হা/২২০০; আবূ দাঊদ হা/৩৮৮৬; ছহীহাহ হা/১০৬৬।
৩২. আওনুল মা'বূদ হা/৩৮৮৬ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীছটিও উল্লেখযোগ্য। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ. فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়ফুঁক করা হ'তে নিষেধ করেছেন। (এ নিষেধের পর) আমর ইবনু হাযম-এর বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কাছে এমন একটি পত্র আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি মন্ত্র পড়া হ'তে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা মন্ত্রটি নবী করীম (ছাঃ)-কে পড়ে শুনাল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এটার মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে'।[৩৩]

এ হাদীছটি হ'তে বুঝা যায় যে, যে ঝাড়ফুঁকের মধ্যে কোন কুফরী কালাম ও শিরকী শব্দ না থাকে, সে ঝাড়ফুঁক দ্বারা মানুষের চিকিৎসা করা বৈধ। আর যে ঝাড়ফুঁকের শব্দগুলো বুঝা যায় না, তাতে শিরক থাকার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এ জাতীয় শিরকী মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হারাম। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে'। নিঃসন্দেহে শিরকমুক্ত ঝাড়ফুঁক একটি বড় উপকারমূলক কাজ, যা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে উপকারে আসে। সুতরাং শিরকমুক্ত ঝাড়ফুঁক করে সমাজকে শিরকমুক্ত করে সুস্থ সমাজ গঠন করা প্রত্যেক ঝাড়ফুঁককারীর জন্য যরূরী।[৩৪]

[চলবে]

---

৩৩. মুসলিম হা/২১৯৯; ছহীহাহ হা/৪৮২; মিশকাত হা/৪৫৩০।
৩৪. তাহক্বীক্ব, মিশকাত ৫/২৯৪ পৃঃ, ৪৫২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র 'সোনামণি প্রতিভা'।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায়

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

তালাক শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, বন্ধন মুক্ত হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় তালাক অর্থ 'বিবাহের বাঁধন খুলে দেওয়া' বা বিবাহের শক্ত বন্ধন খুলে দেওয়া। অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। জীবনে বিপর্যয় থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে রক্ষার জন্য ইসলামে তালাকের সুযোগ রাখা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে বিরোধ দেখা দেয়, পরস্পর মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যমণ্ডিত জীবন যাপন যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে, পারস্পরিক সম্পর্ক যখন হয়ে পড়ে তিক্ত, একজনের মন যখন অপরজন থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে যায় যে, তাদের মাঝে সমঝোতার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না; ঠিক তখনই এই চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বন তথা তালাকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণ সমূহ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে নারীর একটা সম্মানজনক অবস্থান আছে। এজন্যই ইসলাম স্বামীকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক তালাকের অনুমতি দিয়েছে। স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য স্বামী সর্বোচ্চ দু'বার এই শব্দ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। প্রথম দু'বার উক্ত শব্দ প্রয়োগের পর ভুল শুধরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু তৃতীয়বার আর সেই অবকাশ থাকে না।

মূলতঃ তালাক দেয়ার সুন্নাতী নিয়ম হ'ল, এক তুহুরে এক তালাক দেয়া। এরপর তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করা। যদি বনিবনা হয়ে যায়, তাহ'লে স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি বনিবনা না হয়, তাহ'লে তিন ঋতু (ইদ্দত) অতিবাহিত হ'লে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। এরপর স্বামী-স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এভাবে আবার প্রয়োজন হ'লে দ্বিতীয় তালাক দিতে পারবে স্বামী। এরপর আবার তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। চাইলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিবে, না ফেরালে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। ইদ্দত শেষে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবার ফিরিয়ে নিতে পারবে। দুই দুই বার তালাক দেয়ার পর ইসলাম স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু তিন তালাকের পর আর এই সুযোগ নেই।

বৈধ কারণে ইসলাম তালাক প্রদান করাকে জায়েয করেছে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। তবে এটা হ'তে হবে তিন তুহুরে (পবিত্রাবস্থায়) তিন তালাক। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا،

'হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তালাকের পর স্ত্রীদের তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করো না এবং তারাও যেন স্বামীগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে না যায়। যদি না তারা স্পষ্ট ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়। এগুলি হ'ল আল্লাহ্র সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে, সে তার নিজের উপর যুলুম করে। তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন (সমঝোতার) পথ বের করে দিবেন' *(তালাক ৬৫/১)*।

এক্ষেত্রে তালাক সংঘটিত হওয়ার অসংখ্য কারণ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. শয়তানের প্ররোচনা : যুগ যুগ ধরে শয়তানের প্ররোচনায় তালাক সংঘটিত হচ্ছে। শয়তান তালাককে পসন্দ করে। কারণ এতে মুসলিমের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। এটা দ্বীন-দুনিয়ার সর্বপ্রকার মুছীবত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইবলীস তার সঙ্গীদের এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ،

'ইবলীস পানির উপর তার আসন স্থাপন করতঃ তার বাহিনী প্রেরণ করে। তন্মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী সে, যে সবচেয়ে বেশী ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণ করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে আলাদা করে দিয়েছি। তারপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি খুব ভাল। রাবী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, অতঃপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে'।[১]

২. স্বামী-স্ত্রীর অনৈক্য : আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারের অল্প শিক্ষিত বা অধিক শিক্ষিত নারীরা স্বামীর কথা মানতে নারায। কারণ স্ত্রী নিজেকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে চাকুরীর পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে। চাকুরী পেলে স্বামীকে তোয়াক্কা করে না। সৃষ্টি হয় অনৈক্যের। অবশেষে তালাকের মাধ্যমে

* ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাযীপুর।

১. *মুসলিম হা/২৮১৩, ই.ফা.বা হা/৬৮৪৬।*

সমাধান হয়। সেটা কখনো স্ত্রীর পক্ষ থেকে আবার কখনো স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহকে ভয় করে সৎকাজ করলে এমনটি হ'ত না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ،

'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

৩. ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়া : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বাকবিতণ্ডার মূল ইস্যু বা সূত্রপাত হয় আল্লাহ্র রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়ার কারণে। এজন্য পারিবারিক যত সমস্যা, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় সবই আল্লাহ্র রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়ার কারণে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ إِنِّيْ أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوْهُ قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ،

'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে মহব্বত করি, অতএব তুমি তাকে মহব্বত কর। তিনি বলেন, 'ফলে জিবরীল তাকে মহব্বত করে। অতঃপর সে আসমানে ঘোষণা করে, আল্লাহ অমুককে মহব্বত করেন অতএব তোমরা তাকে মহব্বত কর। ফলে আসমানবাসী তাকে মহব্বত করে। তিনি বলেন, অতঃপর যমীনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা রাখা হয়। আর যখন তিনি কোন বান্দাকে অপসন্দ করেন জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে অপসন্দ করি অতএব তুমি তাকে অপসন্দ কর'। তিনি বলেন, 'ফলে জিবরীল তাকে অপসন্দ করেন। অতঃপর সে আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুককে অপসন্দ করে। অতএব তোমরা তাকে অপসন্দ কর'। তিনি বলেন, 'ফলে তারা তাকে অপসন্দ করে। অতঃপর যমীনে তার জন্য নিন্দা রাখা হয়'।[২]

বর্তমানে অনৈসলামিক শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করায় শিক্ষিত হওয়ার পরও এক শ্রেণীর মুসলিম ধর্মহীন থাকে। ধীরে ধীরে তারা আল্লাহ্র দ্বীন থেকে দূরে সরে পড়ে। ফলে বস্তুগত উন্নতি তাদের কাছে মুখ্য হয়। দ্বীনদারীর বিষয় তাদের কাছে গৌন থাকে। আর তারা অভ্যস্ত থাকে যথেচ্ছা জীবন-যাপনে। উচ্ছৃংখল ও বাধাহীন চলাচলের ফলে সৃষ্টি হয় পারিবারিক অশান্তি। এক পর্যায়ে তার সমাধান ঘটে তালাকের মাধ্যমে। কারণ পাপ ও অবাধ্যতা সাংসারিক জীবন ও রিযিক সংকীর্ণ করে দেয়। আর আনুগত্য ও ইসলামে সুদৃঢ় থাকলে রিযিকে প্রবৃদ্ধি হয়। জীবনযাত্রা হয় স্বাচ্ছন্দ্যময়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، 'আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন-জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব' *(ত্বা-হা ২০/১২৪)*।

৪. ইবাদত ত্যাগকারী : কখনো কখনো স্বামী ছালাত আদায়কারী এবং স্ত্রী ছালাত ত্যাগকারী অথবা এর বিপরীত অবস্থানে থাকে। এতে ছালাত আদায়কারী চায় অপরকে দ্বীনের দিকে ও ইবাদতের দিকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু প্রতিপক্ষ মেনে নিতে রাযী হয় না। ফলে বিপত্তি ঘটে। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ،

'আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, সকল কাজের মূল হ'ল ইসলাম, স্তম্ভ হ'ল ছালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর হ'ল জিহাদ'।[৩]

জাবের (রাঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত ছেড়ে দেয়া'।[৪]

এমন অনেক মুসলিম পরিবার রয়েছে যারা ছালাত আদায়ে অমনোযোগী অথবা ছালাত ধর্মের স্তম্ভ বা খুঁটি বলে বিশ্বাস করে না। আবার অনেকে ছালাত আদায় করলেও জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব দেয় না। স্বামী অথবা স্ত্রী অনিয়মিত ছালাত আদায়কারী। এগুলো বৈবাহিক সম্পর্ক ধ্বংসের এক বিশেষ কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا، 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত' *(নিসা ৪/১০৩)*। তিনি আরো বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، 'অতএব দুর্ভোগ সেসব ছালাতীদের, যারা তাদের

২. *মুসলিম হা/২৬৩৭।*

৩. *তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩, হাসান ছহীহ।*

৪. *মুসলিম হা/৮২, ই.ফা.বা হা/১৪৯।*

ছালাত থেকে উদাসীন' *(মা'উন ১০৭/৫)*। আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় না করে দেরীতে আদায় করে'।[৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ، 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই। অতঃপর ছালাত কায়েমের নির্দেশ দেই। অতঃপর ছালাতের আযান দেয়া হোক। এরপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার দায়িত্ব দেই। অতঃপর আমি লোকদের নিকটে যাই এবং তাদের (যারা ছালাতে শামিল হয়নি) বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশতহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভাল দু'টি পা পাবে তাহ'লে অবশ্যই সে এশার ছালাতের জামা'আতেও হাযির হ'ত'।[৬]

এমন ইবাদতবিমুখ লোকের পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। এদেরকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে পরিবার বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। যার শেষ পরিণতি ঘটে তালাকের মাধ্যমে।

৬. হারাম উপার্জন : সমাজে তালাক প্রবণতা বৃদ্ধির আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে হারাম উপার্জন। এতে একদিকে যেমন আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়। অপরদিকে হারাম উপার্জন দ্বারা পরিপুষ্ট ব্যক্তির কোন ইবাদতও কবুল হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। তিনি আরো বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খেয়ে থাকে। কাজেই তার দো'আ কি করে কবুল হ'তে পারে?'[৭] আল্লাহ আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা তা না কর, তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহ'লে তোমাদের মূলধনটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-২৭৯)*।

এমন বিধান থাকতেও অনেকে তোয়াক্কা করে না। ফলে শুরু হয় আল্লাহ্র গযব। অর্থের অহংকারে স্বামী অথবা স্ত্রী হয়ে উঠে বেপরোয়া। শুরু হয় তাদের মধ্যে অশান্তি, অনৈক্য। যার সর্বশেষ পরিণতি হয় তালাক।

৭. পর্দাহীনতা : অনেক মুসলিম পরিবারের নারী-পুরুষ বেহায়াপনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নির্লজ্জদের মত এরা রাস্তা ঘাটে চলাচল করে। মূলতঃ এটাও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম যিন্দেগীকে সংকীর্ণ করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا-

'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে কালিমা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

৫. *ইবনে কাছীর ৮/৪৯৫।*
৬. *বুখারী হা/৬৪৪; মুসলিম হা/৬৫১; আহমাদ হা/৭৩৩২।*
৭. *মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*

يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا– ‘হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দাও তারা যেন তাদের বড় চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। তিনি আরো বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

‘আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কেবল যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপরে রাখে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয় তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৩১)*।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ নারীরা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, উলঙ্গ, নির্লজ্জ, বেহায়া নারীদের মত। সুগন্ধি মেখে সাজসজ্জা করে বাইরে ঘোরাফিরা করে। তারা নিজেরা পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا–

‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় দীর্ঘ লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হ’তে পাওয়া যায়।[৮]

৮. মাহরাম ব্যতীত সফর করা : অনেক মুসলিম পরিবার রয়েছে যারা গায়ের মাহরাম ব্যতীত তাদের নারীদের সফর করিয়ে থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে মাহরাম ব্যতীত যাতায়াত করার সুযোগ দেওয়া অথবা আবাসিকে স্থান করে দেওয়া পাপের দিকে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ‘কোন মহিলার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে, সে যেন তিন দিনের পথ সফর না করে’ *(বুখারী হা/২৩৮৯)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ–

‘মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে। কোন স্ত্রীলোক যেন সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর না করে। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমি সৈন্য বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হয়েছি অমুক অমুক যুদ্ধে যাবে। তিনি বললেন, তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর’।[৯]

বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, একা হজ্জ পর্যন্ত করার অনুমতি রাসূল (ছাঃ) দেননি। বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় বা গণমাধ্যমে সংবাদ পাওয়া যায় শিক্ষার্থীরা এমন সুযোগে কোন না কোন ভাবে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অথবা দীর্ঘ সফরে পরপুরুষ সঙ্গী হ’লে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজ স্বামীকে ত্যাগ করে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়। এভাবে এক পর্যায়ে বৈধ পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। পর্দাহীনতাই এক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

৯. হারাম প্রদর্শনী : আধুনিককালে নাটক, সিনেমা খুবই সহজ লভ্য। কি করে স্বামীকে ঘায়েল করতে হয়, শাশুড়িকে দমিয়ে রাখতে হয়, ননদদেরকে কিভাবে দূরে সরাতে হয়, বন্ধুকে কিভাবে পটাতে হয়, সর্বোপরি সংসারের অস্থিতিশীল

৮. *মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪।*
৯. *বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৪১।*

পরিস্থিতি তৈরির সকল কলাকৌশল শিক্ষায় সহযোগিতা করে বর্তমান প্রচারমাধ্যম। এমনকি পোষাক প্রদর্শনীর নামে শরীর প্রদর্শন, বিজ্ঞাপনের নামে নারীর দেহ প্রদর্শন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সতর্ক বাণী রয়েছে। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي-

'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার চোখ ফিরিয়ে নিই'।[১০]

সহশিক্ষার কারণে নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ও অবক্ষয় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সহশিক্ষার কারণে একই সময়ে একজন যুবক কিংবা যুবতী অনেকের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবী ইত্যাদি।

সহশিক্ষার কুফল হ'ল দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে বহু ছেলেমেয়ের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে যার সাথে তথাকথিত প্রেম জমে ওঠে, তার সাথে বিয়ে না হ'লে, বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিতে পারে না। সারা জীবন চলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি। কেউ কাউকে বরদাশত করতে পারে না। আবার প্রেমের বিয়ে হ'লে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই ঘটে বেশী। বিবাহ পূর্ব কুকর্ম স্বামীকে অবিশ্বাসী করে তোলে। এভাবেই সৃষ্টি হয় ভুল বুঝাবুঝি আর পরিণামে ঘটে তালাক।

১০. যৌথ কর্মসংস্থান : নারী পুরুষ একই কর্মস্থলে কাজের সুবাদে পরপুরুষের সাথে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। নিজের স্বামীর তুলনায় সহকর্মীদের সাথে বেশীরভাগ সময় ব্যয় হয়ে থাকে। আত্মীয়-অনাত্মীয়, নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক সংমিশ্রণ ও মেলামেশা চলে যৌথ কর্ম সংস্থানে। এটা বড় ধরনের ফিতনা ও মুসলিম পরিবারের চরম ক্ষতির কারণ। অথচ শরী'আতে এ ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি রাস্তায় বের হ'লে রাস্তার কিনারা দিয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)। যেমন আবূ উসায়দ আনছারী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পান যে, রাস্তার মাঝে পুরুষরা মহিলাদের সাথে মিশে যাচ্ছে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ-

'তোমরা অপেক্ষা কর! তোমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করা উচিত নয়, বরং তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যাবে। এরপর মহিলারা দেয়াল ঘেষে চলাচল করার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে আটকে যেত'।[১১]

অনেকে খোলামেলাভাবে ও রাস্তার মাঝে পুরুষের সাথে মিলেমিশে চলে। অনেক সময় মহিলারা পুরুষকে টপকে যায়। যা অনেক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনে। এ রকম ড্যামকেয়ার চলাফেরায় নারী অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল যুবকের লালসার শিকারে পরিণত হয়। ফলে নিজের ইয্যত-আব্রু নষ্ট হয় এবং সংসার ভেঙ্গে যায়।

১১. আত্মীয়-স্বজনের সাথে ব্যাপক সংমিশ্রণ : ইসলামী পর্দা না থাকায় নিকটাত্মীয় ও দূরবর্তী আত্মীয়দের সাথে অবাধ মেলামেশা চলে। চাচাত, খালাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই-বোন, সমবয়সী শিক্ষার্থী অথবা সিনিয়ার ভাই, প্রতিবেশী ভাই-বোনদের মাঝে নির্দ্বিধায় দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ স্বয়ং রাসূলের স্ত্রীদেরকে কঠিনভাবে হুঁশিয়ার করেছেন অথচ তারা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা নবীর গৃহ সমূহে প্রবেশ করো না তোমাদের খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে। তবে যখন তোমাদের ডাকা হবে, তখন প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়ো। অহেতুক গল্প-গুজবে রত হয়ো না। এটি নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি তোমাদের কিছু বলতে লজ্জা পান। অথচ আল্লাহ সত্য বলায় লজ্জা পান না। আর তোমরা তাঁর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। আর আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের উপর চিরদিনের জন্য অবৈধ। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্র নিকটে মহা পাপ' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

অনেকেই পর্দার বিষয়ে কোন তোয়াক্কা করে না। ফলে চাচাত, মামাত, খালাত, ফুফাত ভাই-বোনদের সাথে তাদের থাকে না কোন ব্যবধান। গোপনে চলে এদের সাথে অবৈধ

১০. *মুসলিম হা/২১৫৯; তিরমিযী হা/২৭০।*

১১. *আবূদাউদ হা/৫২৭২; মিশকাত হা/৪৭২৭।*

সম্পর্ক। বিবাহ পরবর্তী জীবনে খাপ খাওয়াতে না পেরে পূর্বের সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার রাস্তা তালাশ করে। অবশেষে তালাক বা ডিভোর্সের মাধ্যমে ঘটে পরিসমাপ্তি।

১২. মাতা-পিতার অবাধ্যতা : স্ত্রী নিয়ে সুখী হবার আশায় পিতা-মাতার উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে অনেকেই। ফলে দেখা যায় বৌ-শাশুড়ীর মধ্যে মনোমালিন্য। তখন পিতা-মাতাকে ছেড়ে সংসার আলাদা করে নেয়। ফলে পিতা-মাতার অভিশাপে তাদের নিজেদের মাঝেও একসময় অশান্তি সৃষ্টি হয়। অবশেষে তালাক অথবা ডিভোর্সের মাধ্যমে ফায়ছালা হয়। মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে কি করে আল্লাহ্র রহমত পেতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)*।

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، 'আমি আপনার কাছে হিজরতের বায়'আত নিতে এসেছি এবং আমার মাতা-পিতাকে কান্নারত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও। তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছ ঐভাবে তাদেরকে হাসাও'।[১২]

[চলবে]

---

১২. *আবূদাঊদ হা/২৫২৮*।

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি. নং- এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
চেম্বার :
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে,
সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময়: বিকাল ৩টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবাইল : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী ঐতিহ্য বজায় রাখুন!

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অতি সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের অতি উদার হওয়ার প্রতিযোগিতা দেখে আমরা এইসব দেশ থেকে ইসলামী ঐতিহ্য মুছে যাওয়ার আশংকা করছি। যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে অবিবাহিত যুগলদের জন্য লিভ টুগেদার বৈধ করা, অমুসলিম নারী-পুরুষদের জন্য সিভিল ম্যারেজ ও সিভিল ইউনিয়ন বৈধ করা; মদ্যপানের উপর বিধি নিষেধ শিথিল করা, শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করা ইত্যাদি। অন্যদিকে ইসলামের উৎপত্তিস্থল সঊদী আরবের পবিত্র নগরী মক্কার প্রবেশ দ্বার জেদ্দা শহরকে বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেদেশের সরকার। যা মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি দেশের উপর মন্দ প্রভাব ফেলবে। আমরা এইসব আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার জন্য স্ব স্ব দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা মনে করি, মধ্যপ্রাচ্যের সম্মান তার ইসলামী ঐতিহ্য লালনের জন্য, দুনিয়াবী সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নয় *(দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ ডিসেম্বর'২১-এ প্রকাশিত)*।

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৩য় কিস্তি)

ত্যাগ স্বীকারের উপকারিতা

৪. সম্মান ও মর্যাদা বুলন্দ হয় :

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হ'তে চায়। কিন্তু মর্যাদামণ্ডিত কোন মহৎ কর্ম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সফল হয় না। পথ দীর্ঘ দেখে পথিক যদি তার যাত্রা বন্ধ রাখে অথবা কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসে, তবে সে কোন দিন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। সেখানে পৌঁছতে হ'লে তাকে পথের ক্লান্তি স্বীকার করতেই হবে। স্বীকার করতে হবে পথের সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা। ঠিক সেভাবেই দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মানিত জীবন লাভের জন্য বান্দাকে কষ্ট স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। সেই ত্যাগ আর্থিক, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি মাধ্যমে হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল?' *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*। এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও মর্যাদা লাভের উপায় হ'ল আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা এবং দ্বীনের পথে আপতিত যাবতীয় বিপদাপদে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা।

অনুরূপভাবে যারা রাতের বেলা আরামের ঘুম বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারে, আল্লাহ তাদের মর্যাদামণ্ডিত জীবন দান করেন। একদিন জিবরীল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, يَا مُحَمَّدُ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، 'হে মুহাম্মাদ! মুমিনের মর্যাদা হ'ল ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা'।[১] অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীতে বান্দা যে কষ্ট স্বীকার করে, তার বিনিময়ে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করা হয়। ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ সহ যুগে যুগে হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, বঞ্চনার স্বীকার হয়েছেন, কিন্তু কখনো সত্য থেকে একবিন্দু সরে আসেননি। এই আত্মত্যাগের কারণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে ও দো'আ করবে। অপরদিকে তাদের আপোষকামী আলেমদের মানুষ কখনো স্মরণ করে না এবং তাদের জন্য দো'আও করে না।

অনুরূপভাবে পৃথিবীতে যত মনীষী ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, তা কেবল তাদের ত্যাগের কারণেই। সুতরাং জান্নাতের কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে হ'লে জান্নাত পিয়াসী মুমিনকে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। দ্বীনের পথে যেকোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা ব্যতীত বান্দা সফলতা ও মর্যাদার চূড়ায় পৌঁছতে পারে না। তাই তো কবি বলেন,

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?

৫. ঈমান পাকাপোক্ত হয় :

নরম মাটিকে পোড়ানো হ'লে সেটা যেমন শক্ত ইটে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে বিপদের ঝাপটা ও কষ্টের কষাঘাতে বান্দার ঈমান পাকাপোক্ত ও মযবূত হয়। আল্লাহ বলেছেন, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'অবশ্যই তোমরা পরীক্ষায় পতিত হবে তোমাদের ধন-সম্পদে ও তোমাদের নিজেদের জীবনে। আর তোমরা অবশ্যই শুনবে তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। যদি তোমরা তাতে ধৈর্যধারণ কর ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন কর, তবে সেটাই হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(আলে ইমরান ৩/১৮৬)*। মুফাসসিরগণ বলেন, أن استمساك المؤمن بإيمانه يقتضيه جهادا وتضحية، بالنفس والمال، والأهل والولد، والوطن، 'ঈমান গ্রহণ করার কারণে মুমিন বান্দাকে জান, মাল, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং মাতৃভূমি বিসর্জন দিতে হয় এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হয়'।[২] ফলে নানামুখী ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে তার ঈমান অদৃশ্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

৬. ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া :

যারা দ্বীনের পথে চলে, তারা নিশ্চিতভাবে বালা-মুছীবত ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। তাদের ঈমান যত মযবূত হবে, বিপদাপদে ত্যাগ স্বীকারের পরীক্ষাটাও অনেক বড় হবে। মূলতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার ঈমানের মাত্রানুযায়ী তাকে মুছীবতের সম্মুখীন করেন এবং তার ত্যাগ স্বীকারের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তারপর তার পাপরাশি ক্ষমা করে তাকে পবিত্র করেন। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে যে, ঈমান আনলে ত্যাগ স্বীকারের পরীক্ষা দিতেই হবে। আল্লাহ বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ– 'মানুষ কি মনে করে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া

---

* এম.এ (অধ্যায়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪২৭৮; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭৩২১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯০৩; সনদ হাসান।

২. আত-তাফসীরুল কুরআন লিল কুরআন ১১/৪৭০।

হবে কেবল এতটুকু বললেই যে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমরা তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা নিয়েছি। অতএব আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা (তাদের ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিবেন কারা (তাতে) মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/২-৩)*।

ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, হে মুহাম্মাদ! তোমার যে সকল ছাহাবী মুশরিকদের পক্ষ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা কি মনে করেছে যে, আমি কোন পরীক্ষা না নিয়ে এবং এমনিতেই তাদের ছেড়ে দেব?[৩]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا بُدَّ أَنْ يَبْتَلِيَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِحَسْبِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ، 'মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের ঈমানের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে অবশ্যই পরীক্ষা করবেন'।[৪]

মূলতঃ মুমিন বান্দার পাপরাশি ক্ষমা করার জন্যই আল্লাহ তাকে বিবিধ পরীক্ষার কষ্টে নিপতিত করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، 'মানুষকে তার দ্বীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যার দ্বীন যত বেশী মযবূত হয়, তার পরীক্ষাটাও কঠিন হয়ে থাকে। আর সে যদি তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে সে অনুযায়ী পরীক্ষায় ফেলা হয়। এভাবে বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে তাকে এমনভাবে ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে, অথচ তার কোন পাপই থাকে না'।[৫] অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، 'যে কোন মুসলিমের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হ'লে কিংবা তার চেয়েও ছোট কোন আঘাত লাগলে, এর বিনিময়ে তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়'।[৬] সুতরাং দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে মুমিনের জীবনে যত ক্ষুদ্র কষ্ট আসুক না কেন, এর বিনিময়ে তার পাপরাশি ক্ষমা করা হয়।

৭. আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি :

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের অন্যতম বড় উপকারিতা হচ্ছে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি লাভ করা। মহান আল্লাহ সূরা ছফে ঈমান ও জিহাদকে লাভজনক ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন, যে ব্যবসার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ৬১/১০)*।

ঈমানের পথে চলতে হ'লে জান-মাল, সময়-শ্রম বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে এবং যে কোন ধরনের জিহাদ করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, জিহাদ চার প্রকার- (১) নফসের সাথে জিহাদ (২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ (৩) কাফের ও মুনাফেকদের সাথে জিহাদ এবং (৪) যালেম, গুনাহগার ও বিদ'আতীদের সাথে জিহাদ। এই চার প্রকার জিহাদের মধ্যে নিজের নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর সকল অবস্থায় ফরযে আইন। আর পরের দু'টি ব্যাখ্যা ও শর্তসাপেক্ষ জিহাদ।[৭]

তিনি আরো বলেন, নফসের সাথে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে : (১) দ্বীনে হক্ব ও হেদায়াতের জ্ঞান অর্জনে চেষ্টা করা এবং এর উপর নফসকে বাধ্য করা। কারণ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া সাফল্য লাভের কোন সুযোগ নেই। বান্দা তা অর্জনে ব্যর্থ হ'লে ইহকাল ও পরকালে সে হতভাগ্য হবে। (২) ইলম অর্জন করার পর ইলমকে আমলে পরিণত করা। কারণ আমল ছাড়া ইলম বান্দার কোন উপকারে আসবে না। (৩) মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে জিহাদ করা এবং অজ্ঞদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। অন্যথা সে আল্লাহ্র নাযিলকৃত হেদায়াত ও সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং তার ইলম অন্যের উপকার করলেও তার নিজের কোন উপকার করবে না, আর তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকেও রক্ষা করবে না। (৪) আল্লাহ্র রাস্তায় দাওয়াতের কাজে যে সমস্ত বিপদ আসে বান্দা তার উপর নফসকে ছবর করতে বাধ্য করা। মানুষ তাকে কষ্ট দিলেও সে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে সব কিছুই মাথা পেতে মেনে নিবে। যার ভিতরে এই চারটি গুণ পাওয়া যাবে সে আল্লাহওয়ালা হ'তে পারবে।

আর শয়তানের সাথে জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে : (১) ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান যে সমস্ত সন্দেহ এবং ওয়াসওয়াসা বান্দার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয় তা প্রতিহত করার সংগ্রাম করা এবং (২) শয়তান মানুষের অন্তরে পাপ কাজের প্রতি যে

---

৩. তাফসীরে ত্বাবারী ১৯/৭।
৪. তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৬/২৬৩।
৫. তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; দারেমী হা/২৮২৫; মিশকাত হা/১৫৬২ সনদ হাসান।
৬. মুসলিম হা/২৫৭২; ছহীহুল জামে' হা/১৬৬০।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৯,১১।

আগ্রহ ও আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করার সংগ্রামে সদা প্রচেষ্টা চালানো।[৮]

৮. প্রভূত নেকী অর্জন :

আল্লাহ্র পথে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে পাপ ক্ষমা হয় এবং প্রভূত নেকী অর্জিত হয়। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بالمَقَارِيضِ، 'ক্বিয়ামতের দিন বিপদে পতিত ব্যক্তিদের যখন প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন (পৃথিবীর) বিপদ মুক্ত মানুষেরা আক্ষেপ করে বলবে হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চমড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেওয়া হ'ত'![৯] ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কষ্ট ও দুর্দশার মাধ্যমে নেকী অর্জিত হয়। তাইতো নবীগণ সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত মানুষ ছিলেন।[১০] এজন্য সালাফগণ বলেন, لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، 'যদি আমাদের উপর দুনিয়ার বালা-মুছীবত না থাকত, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় উপস্থিত হ'তে হ'ত'।[১১]

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله، 'মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সুখ-দুঃখ, কষ্ট-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি তাদের পরীক্ষায় ফেলেন এই কারণে যে, (এর মাধ্যমে) তিনি তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তাদের প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। যেমনভাবে তিনি নবী-রাসূলগণকে এবং তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন'।[১২] অতঃপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত মানুষ হ'লেন নবীগণ। এরপর যারা নেককার তারা। অতঃপর যারা নেককার তারা।[১৩]

৯. আল্লাহ্র নৈকট্য ও জান্নাত লাভ :

জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কাঁটা বিছানো পথ মাড়িয়ে বান্দাকে জান্নাতে পৌঁছাতে হয়। মুমিনের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নে'মত স্বরূপ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য ও জান্নাত লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، 'বড় বড় বিপদ-মুছীবতের শুভ পরিণামে রয়েছে বড় বড় পুরস্কার। আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা এতে সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর যারা এই বিপদে নাখোশ হয়, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[১৪] সুতারাং দ্বীনের পথে বিপদের কষ্ট সহ্য না করা ব্যতীত জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয়।

খাব্বাব ইবনুল আরাত্ব (রাঃ) বলেন, একদিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হ'লাম। তখন তিনি তাঁর নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। আমরা মুশরিকদের পক্ষ হ'তে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য দো'আ করবেন না? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، 'তোমাদের পূর্বের ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত তামাম গোশত ও শিরা উপশিরাগুলি লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হ'ত। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দ্বীন হ'তে বিমুখ করতে পারত না। তাদের মধ্যে কারো মাথার মাঝখানে করাত রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হ'ত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারত না'।[১৫] সেকারণ আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে' *(তওবা ৯/১১১)*।

অর্থাৎ বান্দা যদি তার জান-মাল উৎসর্গ করে দিয়ে দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহ'লে এর বিনিময়ে সে জান্নাত পাবে। আল্লাহ আরো বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ، 'তোমরা কি ধারণা করেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপর এখনও

---

৮. যাদুল মা'আদ ৩/৯-১০।
৯. তিরমিযী হা/২৪০২; মিশকাত হা/১৫৭০ সনদ হাসান।
১০. ত্বীবী, আল-কাশেফ 'আন হাক্বায়িকুস সুনান (শারহুল মিশকাত) ৪/১৩৫১।
১১. আব্দুল আযীয সালমান, মাওয়ারিদুয যামআন ২/৩৭৪।
১২. ইবনু বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৪/৩৭০।
১৩. তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩ সনদ ছহীহ।
১৪. তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১৬৪; মিশকাত হা/১৫৬৬ সনদ হাসান।
১৫. বুখারী হা/৩৮৫২।

তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। অবশেষে রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*।

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটি খন্দকের দীর্ঘ প্রায় এক মাসব্যাপী যুদ্ধের শেষ দিকে নাযিল হয় এবং এরপরেই আল্লাহ্র হুকুমে ঝড়-ঝঞ্ঝা নাযিলের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ও শত্রু পক্ষ পালিয়ে যায়।[১৬] ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, যখন মুহাজিরগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রাসূলের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর মুশরিকদের কাছে রেখে মদীনায় চলে আসলেন এবং মদীনায় ইহুদীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হ'লেন, তখন আল্লাহ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে অত্র আয়াত নাযিল করেন।[১৭] অত্র আয়াতে সকল যুগের ত্যাগী বান্দাদের বিজয় ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

১০. আল্লাহ্র দীদার লাভ :

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'মত হ'ল আল্লাহকে দর্শন। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে যেমন কষ্ট হয় না; তদ্রূপ কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই মুমিন বান্দারা জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'সেদিন অনেক চেহারা হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। আল্লাহ্র পথের ত্যাগী বান্দারা বিশেষভাবে তাদের প্রভুর দীদার লাভে ধন্য হবে। যেহেতু তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন থেকে রেহাই পায় না, তাই এই অস্থায়ী কষ্ট ভোগের পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার কামনা করে (তার জানা উচিৎ যে,) আল্লাহ্র সেই নির্ধারিত সময়টি আসবেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র কালেমাকে উঁচু করার জন্য) সর্বাত্মক চেষ্টা করে সে ব্যক্তি তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই সেটা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে মুখাপেক্ষীহীন' *(আনকাবূত ২৯/৫-৬)*।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মুমিন বান্দার এই অস্থায়ী কষ্টের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার। বান্দা যেই স্বাদ উপভোগ করার জন্য কষ্ট ভোগ করেছে, সেদিন সে এই অফুরন্ত স্বাদ গ্রহণ করবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে স্বীয় সাক্ষাৎ প্রদানের ওয়াদা করেছেন। যাতে বান্দা তাঁর সাক্ষাতের আশায় ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট সহজেই ভোগ করতে পারে। বরং কখনও কোন কোন বান্দার অবস্থা এমন হয় যে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহে ডুব দিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায় এবং এক পর্যায়ে তা আর অনুভবও করে না। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) তাঁর প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য সবসময় দো'আ করতেন'।[১৮]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের তাওফীক্ব দান করুন এবং এর মাধ্যমে আলোচ্য উপকারিতা হাছিলের সুযোগ দানে ধন্য করুন- আমীন! *[চলবে]*

১৬. *শাওকানী, আল-ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২৪৭।*
১৭. *তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৪।*
১৮. *যাদুল মা'আদ ৩/১৪-১৫।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার স্বরূপ

-মুহাম্মাদ ওয়ারেছ মিয়াঁ*

সফলতা মানব জীবনে উত্তরণের একটি অন্যতম হাতিয়ার। ইহলৌকিক জীবনের নানা স্তরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার জন্য আমরা অবিরত সংগ্রাম করি। সংগ্রামী চেতনা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অতুলনীয় সাহায্য করে। দীর্ঘ অধ্যবসায় বা নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সফলতা লাভ করা যায় তার একটা সুমিষ্ট স্বাদ আমরা আস্বাদন করি। সফলকাম কৃতি ব্যক্তির প্রতি সামাজিক যে দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে বিফল ব্যক্তির আসমান যমীন তফাৎ। সফল ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। অপরদিকে ব্যর্থ ব্যক্তি সর্বত্র অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বস্তু। আমরা সাধারণত পার্থিব জগতের উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিরিখে একজনের সফলতা বিচার করি। অর্থ, জশ, বিত্ত, বৈভব-শৌর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও খ্যাতির মাপকাঠিতেই সফলতা যাচাই করি।

উন্নত চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি বিষয়গুলো আমাদের সফলতার গণ্ডির বাইরে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে যতটা অর্থ, খ্যাতি ও প্রভাবের অধিকারী সে ততই সফল। কেউ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে আমরা তাকে সফল ব্যবসায়ী বলি। অভিনয় জগতে যিনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি সফল অভিনেতা। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যার যত বেশী রোগী তিনি তত বেশী সফল চিকিৎসক। অতি সম্প্রতি যে বক্তার যত বেশী দাবী কিংবা যার ফেসবুক লাইকারের সংখ্যা সর্বাধিক এবং ইউটিউব এ ফলোয়ার ও সাবস্ক্রাইবার-এর সংখ্যা অধিক তিনি ততই সফল ব্যক্তিত্ব। এসবই প্রধানত আমাদের চোখে সফলতার নির্ণায়ক, যদিও শরী'আত বলে অন্য কথা।

ইসলামের দৃষ্টিতে পার্থিব জগতের সফলতা চূড়ান্ত সফলতা নয়, বরং পারলৌকিক জীবনের সার্থকতাই সর্বাপেক্ষা মহা সফলতা। দীর্ঘ পড়াশুনা ও বিরাট গবেষণার পর একজন ছাত্র জীবনে প্রতিষ্ঠা না পেলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, তার মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। নিজের নৈরাশ্যকে আপন করে পরিবার ও সমাজ থেকে আলাদা করে নেয়। তার বন্ধু-বান্ধবরা সরকারী চাকুরী পেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও সফল হয়েছে, অথচ চাকুরী না পেলেও আত্মসম্মানের সাথে জীবন-যাপন করতে কোন অসুবিধা নেই। দুর্নীতির যাঁতাকলে অনেক মেধাবী ছাত্রের জীবন পিষ্ট। জালিয়াতির করাল গ্রাসে অনেক প্রতিভাবান জীবন নির্মম পরিহাসের শিকার। তেজদীপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মুখে হাসি ফোঁটানোর তীব্র ইচ্ছা দিন দিন নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। এমন ব্যর্থতার গ্লানি আমাদের জীবনভর বয়ে বেড়াতে হয়। সদা মনে রাখা উচিত চরম ব্যর্থতা অপেক্ষা করছে পরলোকে। এ জীবনের ব্যর্থতা ক্ষণিকের মাত্র। তথাপি প্রতিভার সাথে অর্থ-সম্পদের বোঝার দায়িত্ব আরও অনেক বেশী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لاَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِى مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ-

'নিশ্চয়ই দুনিয়া চার শ্রেণীর মানুষের জন্য। ১ম শ্রেণীর ব্যক্তি হ'লেন তিনি, আল্লাহ যাকে অর্থ ও জ্ঞান উভয়ই দান করেছেন। সে বিষয়ে তিনি তার রবকে ভয় করেন, তার সম্পদ তিনি তার আত্মীয়-পরিজনদের কাছে পৌঁছে দেন। আর সে ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র হক সম্পর্কে অবগত। তিনি সর্বোচ্চ স্তরের অধিকারী। ২য় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু অর্থ দান করেননি, তিনি সঠিক সংকল্পকারী। তিনি মনে মনে বলেন, যদি আমার অর্থ থাকতো তবে আমিও অমুক ব্যক্তির মতো (সৎ) কাজ করতাম। সেটা তার নিয়তের উপর নির্ভর করছে। ফলে তাদের দু'জনের নেকী সমান। ৩য় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ অর্থ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে অজ্ঞতাবশত তার সম্পদ তছনছ করে। সম্পদের ক্ষেত্রে নিজ রবকে ভয় করে না। নিজ সম্পদ নিকটাত্মীয়দের পৌঁছে দেয় না এবং সম্পদে আল্লাহ্র হক জানে না। সে হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের অধিকারী। ৪র্থ শ্রেণীর ব্যক্তি, যাকে অর্থ ও জ্ঞান কিছুই দান করা হয়নি, অতঃপর সে বলে, যদি আমাকে অর্থ দান করা হ'ত, তবে আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করতাম। বস্তুত এটা নির্ভর করছে তার নিয়তের উপর। ফলে তাদের দু'জনের পাপ সমান'।[১]

অর্থাৎ এ জগতের সফলতা আখেরাতের জীবনের সফলতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এ জগতে যেটা সুখ-শান্তির উৎস ভাবছি পরলোকে তাই দুঃখ-দুর্দশার কারণ হ'তে পারে। ডেকে আনতে পারে স্থায়ী ব্যর্থতার চরম অন্ধকার।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সফলতার অসংখ্য বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। পার্থিব জগতের সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ-বিলাস, বিত্ত-বৈভবকে তুচ্ছ বস্তু হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 'তুমি তাদেরকে মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা কর। আর যাকে তুমি মন্দ কাজ সমূহ

* পিএইচ.ডি গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

১. তিরমিযী হা/২৩২৫; আহমাদ হা/১৮০৬০, সনদ হাসান।

থেকে রক্ষা করলে তাকে তো তুমি ক্বিয়ামতের দিন অনুগ্রহ করলে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা' *(গাফের ৪০/৯)*।

উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত 'মহাসাফল্য' বিষয়টির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 'ত্বাকওয়া' বা আল্লাহভীরুতা। কারণ 'ত্বাকওয়া' শব্দটির প্রকৃত অর্থ বেঁচে থাকা বা রক্ষা করা। 'ত্বাকওয়া' শব্দটি বিশেষত রক্ষাকবচ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত অমঙ্গল, অনিষ্টতা ও অশালীন কর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকাই হ'ল 'ত্বাকওয়ার' মূল লক্ষ্য। যে ব্যক্তি অন্যায়-অপকর্ম থেকে যতটা সুরক্ষিত তিনি ততটা আল্লাহভীরু। আর ত্বাকওয়াশীল ব্যক্তিই হবে বড় সফলকাম। এদের জন্যই তো আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে সফলতা' *(নাবা ৭৮/৩১)*।

ত্বাকওয়াই সফলতার অন্যতম উপায় এবং প্রধান নিয়ামক। বৈধ-অবৈধ পন্থার পরোয়া না করে অপরের হক গ্রাস ও যাবতীয় অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে সফলতা নেই, বরং তা নিহীত আছে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার মধ্যে। যদিও সমাজ তাকে ব্যর্থ বা বিফল ব্যক্তির দৃষ্টিতে দেখে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার ভয় করি না, বরং ভয় করছি যে দুনিয়াকে তোমাদের জন্য সম্প্রসারিত করে দেওয়া হবে, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল। ফলে তোমরা তার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে, যেমন তা পাওয়ার জন্য তারা করেছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[২]

প্রসঙ্গত নবী করীম (ছাঃ) বাহরাইনের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং তাদের জন্য আলা-ইবনুল হাজরামীকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে কর আদায়ের জন্য বাহরাইন পাঠিয়েছিলেন। তিনি করের মাল নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হ'লেন। ফজরের ছালাত শেষে আনছারগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হ'লে তিনি তাদের দেখে একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো, আশা রাখ যা তোমাদের খুশি করবে। এমন মুহূর্তে তিনি সম্পদ বণ্টন না করে আগে পূর্বোক্ত জাতির ধ্বংসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আনছারদের সামনে দুনিয়ার মোহ, মায়া ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সম্যকভাবে সতর্ক করে দেন। যে আশঙ্কার কথা তিনি আমাদের ব্যাপারে প্রকাশ করেছিলেন বর্তমানে তা পদে পদে প্রতিফলিত হচ্ছে, দুনিয়ার সফলতাই যেন আমাদের শেষ কথা। এজন্য আমরা কোন কিছুর তোয়াক্কা করি না। অর্থ সর্বস্ব দৃষ্টি দিয়েই আমরা সফলতার বিচার করি। একজন ব্যক্তির যাবতীয় ধর্মীয় গুণাবলী, উজ্জ্বল প্রতিভা, উন্নত চরিত্র সব ধরনের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার পরও আজকের সভ্য সমাজ তাকে মেয়ে দিতে ভয় পায়। শুধু চাকুরী পেয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে। সমাজের চোখে এমন ব্যর্থ বিফল হবার কারণে যারা দুনিয়ায় সাফল্য লাভের প্রতিযোগিতায় মগ্ন আখেরাত ভুলে আমরা তাদের হাতে সফলতার সার্টিফিকেট তুলে দেই। অথচ এমন কোন স্থান নেই, যেখানে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক করেননি।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ. 'নিশ্চয়ই এই দুনিয়া সুমিষ্ট সবুজ বস্তু। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এখানে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন, তোমরা কি কর্ম করছো তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। অতএব তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক ও নারী থেকে দূরে থাক। কারণ বাণী ইসরাঈলদের মাঝে সর্বপ্রথম ফিতনার উদ্ভব হয়েছিল নারীকে কেন্দ্র করেই'।[৩]

উক্ববা বিন আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّى وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّى أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِىْ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا–

'একদা নবী করীম (ছাঃ) বের হ'লেন এবং ওহোদের শহীদদের উপরে ছালাত আদায় করলেন। যেমন তিনি মৃতদের জন্য ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী, আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হব। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এখন আমার হাউজ (হাউজে কাওছার) দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য আমি শিরকের ভয় করি না; বরং আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমরা পৃথিবী নিয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে'।[৪]

দুর্ভাগ্য যে, স্থায়ী সফলতার পথে যা প্রধান প্রতিবন্ধক তা অর্জনের জন্য আমরা অতি তৎপর। কোনভাবেই যেন আমরা দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হ'তে পারছি না। ক্ষণিকের সুখ

২. *বুখারী হা/৩১৫৮; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩।*

৩. *মুসলিম হা/২৭৪২; তিরমিযী হা/২১৯১; মিশকাত হা/৩০৮৬।*

৪. *বুখারী হা/৬৪২৬; মুসলিম হা/২২৯৬।*

সমৃদ্ধির পেছনে ছুটতে গিয়ে আসল সফলতাকে নষ্ট করা কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، 'নিশ্চয়ই পরকাল তোমার জন্য ইহকালের চাইতে কল্যাণকর' *(যোহা ৯৩/৪)*।

পার্থিব জগতে সফলতার লক্ষ্যে সম্পদের প্রতিযোগিতা মানুষকে যে পরকালীন সফলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এ নিয়ে আমাদের মোটেও দ্বিধা নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، 'অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

যারা পার্থিব যশ-অর্থ-খ্যাতি অর্জন করে সাফল্য পায়নি কিংবা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি, তাদেরই দেখা যাবে ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়ার নামী সফল ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক আগেই জান্নাতের প্রবেশাধিকার অর্জন করেছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ. 'দরিদ্র মুসলিমগণ ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিবস আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তা হবে (দুনিয়ার দিন গণনা অনুযায়ী) পাঁচশত বছরের সমান'।[৫]

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، 'দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের তুলনায় পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৬]

সম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্য মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের হক সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। একদিকে উপার্জিত সম্পদের উৎস যেমন পরিশুদ্ধ হ'তে হবে, অন্যদিকে সম্পদ ব্যয়ের খাত সমূহ তেমনি বিশুদ্ধ হ'তে হবে। সম্পদের সাথে সংযুক্ত হকসমূহ সঠিকভাবে আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিনে তা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হ'তে পারে।

অর্থ সম্পদ ধোঁকা ও প্রতারণার বস্তু। মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করার অন্যতম হাতিয়ার। এজন্য ছহীহ মুসলিমের এই হাদীছটি আমাদের ইহলৌকিক জীবনে সুপথ দেখাতে পারে। আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ، وَلَا دَابَّةَ، وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا–

'তিনজনের একটি দল আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর কাছে আসে, তখন আমি তার কাছে ছিলাম। তারা বলল, হে আবু মুহাম্মাদ! (আমর ইবনুল আছের উপাধি) আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের ভরণ-পোষণ, বাহন ও পাথেয় বস্তু হিসাবে খরচ করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা কী চাও? যদি তোমরা চাও আমাদের কাছে ফেরত এসো আমরা এমন কিছু তোমাদের দিব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের জীবিকা নির্বাহের রাস্তা সহজ করে দিবেন। আর যদি তোমরা চাও তবে তোমাদের বিষয়টা শাসকের (সুলতান) নিকট উপস্থাপন করবো। আর তোমরা যদি চাও তো ধৈর্যধারণ করতেও পার। কেননা আমি আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, দরিদ্র মুহাজিরগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের ধনীদের পেছনে ফেলে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে তারা বলল, তবে আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা কোন কিছু চাই না'।[৭]

আজ যারা পার্থিব জগতে আমাদের চোখে ব্যর্থ, এ হাদীছে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আখেরাতে তাদের হিসাবের বোঝা অনেকটাই কম। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাটাও অনেকটা সহজ ও সুগম। যদি তারা অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করতে পারেন। যিনি জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবেন তিনিই তো পরকালের সবচেয়ে বড় সফল ব্যক্তি। এজন্যই আল্লাহ বলেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত (زحزح) যাহযাহা শব্দটি একটু আলাদাভাবে ব্যাখ্যার দাবী রাখে। মূল চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দটির অর্থ হ'ল- একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দেওয়া, স্থানচ্যুত করা। পাঠকগণ নিশ্চয়ই শব্দটির মধ্যে তরঙ্গ অনুভব করেছেন। যেহেতু শব্দটি নিষ্ক্রিয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তার অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে পারে না যদি না তাকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। আর সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা। সুতরাং জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাওয়াটাই হবে নিঃসন্দেহে বিরাট সফলতা। এই জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বিষয়টি উপরে বর্ণিত 'যাহযাহা' শব্দ থেকে উদ্ভূত। পবিত্র কুরআনে আরেকটি মাত্র স্থানে তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, সেখানেও দীর্ঘ জীবন লাভ করাটা যে মানুষকে আগুন

৫. *তিরমিযী হা/২৩৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৮০৭৬।*
৬. *তিরমিযী হা/২৩৫১; ছহীহুল জামে' হা/৪২২৮।*
৭. *মুসলিম হা/২৮৭৯।*

থেকে বাঁচাতে পারবে না তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ– ‘তুমি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে অন্যদের চাইতে অধিক আকাঙ্ক্ষী পাবে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আর তারা যা করে, আল্লাহ সবই দেখেন’ *(বাক্বারাহ ২/৯৬)*।

এমর্মে হাদীছে এসেছে, আদি ইবনু হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ–

‘তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন, যেখানে উভয়ের মাঝে কোন অনুবাদক থাকবে না। সে তার ডানে দৃষ্টিপাত করবে, তখন পূর্বে প্রেরিত কর্ম ছাড়া সে আর কিছু দেখতে পাবে না। বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখন তার প্রেরিত কর্ম ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাবে না। তারপর সে তার সামনে দৃষ্টিপাত করবে, অতঃপর সম্মুখে জাহান্নামের আগুন ছাড়া অন্য কিছু দেখবে না। অতঃপর তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ, যদিও তা খেজুরের একটা অংশ দিয়েও হয়’।[৮]

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়াটাই যে সবচেয়ে বড় সফলতা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভয়াবহ শাস্তির খেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দুনিয়াতে আমরা যে যতটুকু প্রস্তুতি নিতে পেরেছি তিনি ততটাই সফলকাম। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু মালিক আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

‘পবিত্রতা ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলহামদুলিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র) মীযানকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহ্র পবিত্রতা ও আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন) ভরপুর করে দেয়, অথবা আকাশ ও যমীনের মাঝে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে দেয়। ছালাত আলো, ছাদাক্বা (দান) প্রমাণ, ধৈর্য জ্যোতি, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা তোমার বিপক্ষে দলীল। প্রতিটি ব্যক্তি প্রভাত করছে মুক্তির বিনিময়ে (জাহান্নামের আগুন থেকে) নিজেকে বিক্রি করে অথবা নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করার বিনিময়ে’।[৯] আল্লাহ বলেন, لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، ‘জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী কখনো সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীগণই সফলকাম’ *(হাশর ৫৯/২০)*।

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে বিষয়টি স্পষ্ট যে, জাহান্নামের আগুন থেকে যিনি পরিত্রাণ পাবেন এবং জান্নাত লাভ করবেন তিনিই প্রকৃত সফলকাম ব্যক্তি। পৃথিবীর সফলতার পরিধিটা অনেকটা বিস্তৃত এবং পরিসরটাও অনেকটা বহুমুখী। দুনিয়ার সফলতার চাবি হাতে পেয়ে আত্মসুখে বিভোর হয়ে চূড়ান্ত ও মহা সফলতা থেকে যেন বিস্মৃত না হয়ে পড়ি। সেজন্য সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই ভয়ানক দিনের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দিন-আমীন!

৮. বুখারী হা/৭৫১২।

৯. মুসলিম হা/২২৩।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রতিবছর ১৪ই ফেব্রুয়ারী পালিত হয় বিশ্বভালবাসা দিবস। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষ এ দিনটি নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করে। 'ভালবাসা দিবস'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় বাহারী উপহারে। পার্ক ও হোটেল- রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির ঢেউ লেগেছে। হৈচৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী আদান-প্রদান এবং প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালবাসার এই দিনকে(?) উদযাপন করতে প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে।

'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র ইতিহাস সুপ্রাচীন। এর সূচনা প্রায় ১৭শ' বছর আগের পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত 'আধ্যাত্মিক ভালবাসা'র মধ্য দিয়ে। এর সাথে কিছু কল্পকাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তীতে রোমীয় খৃষ্টানদের মাঝেও প্রচলিত হয়। ভ্যালেনটাইন ডে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- ১. রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আমলের ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেনটাইন সম্রাটের খৃষ্টধর্ম ত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে ২৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এদিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল। ৩. ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন। ৪. রোম সম্রাট ক্লডিয়াস তার বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে যখন এতে বিবাহিত পুরুষদের অনাসক্ত দেখেন, তখন তিনি পুরুষদের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করে ফরমান জারী করেন। কিন্তু জনৈক রোমান বিশপ সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন ও গোপনে বিয়ে করেন। সম্রাটের কানে এ সংবাদ গেলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সেদিন থেকে দিনটি ভালবাসা দিবস হিসাবে কিংবা এ ধর্মযাজকের নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এ দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, বই, ছবি, 'Be my valentine' (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ'ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় এবং অনুষ্ঠান করে।

এ দিনে পালিত বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি হচ্ছে, দু'জন শক্তিশালী পেশীবহুল যুবক গায়ে কুকুর ও ভেড়ার রক্ত মাখত। অতঃপর দুধ দিয়ে তা ধুয়ে ফেলার পর এ দু'জনকে সামনে নিয়ে বের করা হ'ত দীর্ঘ পদযাত্রা। এ দু'যুবকের হাতে চাবুক থাকত, যা দিয়ে তারা পদযাত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে আঘাত করত। রোমক রমণীদের মাঝে কুসংস্কার ছিল যে, তারা যদি এ চাবুকের আঘাত গ্রহণ করে, তবে তারা বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ মিছিলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত।

১৮শ' শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এসব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ' শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যেসব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে'তে বিনিময় হ'ত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

ভালবাসা দিবসে ভালবাসায় মাতোয়ারা থাকে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলা, কলা ভবনের সম্মুখস্থ আমতলা, সাভারের আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের নামী-দামী হোটেলের বলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় বলরুমের অভ্যন্তর। অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং নাচ গানের আসর। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু'টার ঘরে, তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান।

ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী ও প্রেমিক-প্রেমিকা যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালবাসা বিলাতে, অথচ তাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালবাসা নেই! আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা যাদের অনুকরণে এ দিবস পালন করে, তাদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালবাসার

পরিণতি ‘ধর ছাড়’ আর ‘ছাড় ধর’ নতুন নতুন সঙ্গী। তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেল্লাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী।

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন।

ছাহাবী আবু অকেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল ‘জাতু আনওয়াত’। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ’ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি ‘জাতু আনওয়াত’ নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, ‘সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে’ *(মিশকাত হা/৫৪০৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬০১)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে’ *(আবূ দাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশী বেশী আরম্ভ করছে। যার অন্যতম হ’ল ১৪ই ফেব্রুয়ারী বা ভালবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব দিবস পালন জঘন্য অপরাধ।

অনেক লোক অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরীভাব পোষণ করা এবং তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাব্বত-ভালবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় এবং ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী ও পূতঃপবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামীর সাথে কখনো জড়িত হ’তে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানীকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হ’তে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’-র মত বেলেল্লাপনার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়; তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে নোংরামী করে অজস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।-আমীন!

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৫ম কিস্তি)

বিদ্বানদের নিকটে শায়খ আলবানীর গ্রহণযোগ্যতা :

ইলমে হাদীছের ময়দানে শায়খ আলবানী (রহঃ) যে অবদান রেখেছেন, সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ একবাক্যে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করেছেন। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

(১) সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৯১৩-১৯৯৯ খ্রি.) বলেন, لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر 'আসমানের নীচে এই যুগে শায়খ নাছের-এর চেয়ে ইলমে হাদীছে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন আর কাউকে আমি জানি না'।[১]

অন্যত্র তিনি বলেন, الشيخ معروف لدينا بحسن العقيدة، والسيرة، ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف، وبيان الصحيح من الضعيف من الموضوع، وما كتبه في ذلك من الكتابات الواسعة كلُه عمل مشكور، ونافع للمسلمين. نسأل الله أن يضاعف مثوبته، ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح 'শায়খ আলবানী আমাদের নিকটে সুন্দর আক্বীদা, উত্তম জীবনচরিত ও আল্লাহ্র পথে নিরবচ্ছিন্ন দাঈ হিসাবে পরিচিত। তিনি হাদীছ শরীফের প্রতি গুরুত্বারোপ, যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে ছহীহ হাদীছকে পৃথকভাবে উপস্থাপন এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক গ্রন্থরাজি রচনার ব্যাপারে যে পরিশ্রম করেছেন, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসনীয় এবং মুসলমানদের জন্য খুবই উপকারী। আমরা আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর ছওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে এপথে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ দান করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টাকে সৌভাগ্য ও সফলতার মুকুটে সুসজ্জিত করেন'।[২]

(২) ইয়ামানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক শায়খ মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদে'ঈ (১৯৩৭-২০০১ খ্রি.) বলেন, إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالي لا يوجد له نظير في علم الحديث... والذي أعتقده وأدين لله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها-

'ইলমে হাদীছের ময়দানে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করুন। ...আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি ঐসকল মুজাদ্দিদগণের অন্যতম, যাঁদের সম্পর্কে রাসূল (ছা.)-এর বাণী যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি দ্বীনের সংস্কার সাধন করেন'।

তিনি বলেন, 'শায়খ আলবানীর ব্যাপারে তিন প্রকারের মানুষ দেখা যায়। (ক) একদল মানুষ তাঁর অন্ধ অনুসরণ করে তাঁর পক্ষ থেকে আগত সবকিছুই গ্রহণ করে। (খ) একদল তাঁকে ও তাঁর জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে। (গ) মধ্যপন্থী একদল মানুষ তাঁকে মুসলিম ওলামায়ে কেরামের মধ্যে একজন আলেম হিসাবে গণ্য করে, যাকে আল্লাহ তা'আলা এই যুগে মানুষের মাঝে ছহীহ সুন্নাহ্র প্রচার ও বিদ'আতের অপনোদনের জন্য দান করেছেন। তারা বিশ্বাস করে যে, তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক হ'তে পারে, ভুলও হ'তে পারে। কোন বিষয় তিনি জানতে পারেন, নাও জানতে পারেন। তবে তারা এটা বিশ্বাস করে যে, বর্তমানে ইলমে হাদীছের ময়দানে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তারা তাঁর অন্ধ অনুসরণ না করে তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞানসম্ভার ও গ্রন্থরাজি থেকে ফায়দা হাছিল করে। আর ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীগণ এই নীতিই অনুসরণ করতেন'।[৩]

(৩) সঊদী আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও সুনান আবূদাঊদের ব্যাখ্যাতা শায়খ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ (জন্ম ১৯৩৪ খ্রি.) বলেন, لا أعلم له نظيرا في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه، 'বর্তমান যুগে হাদীছের খেদমতে এবং তাতে গভীর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য কেউ আছে বলে আমার জানা নেই'।[৪]

তিনি বলেন, الألباني في زماننا أستطيع أن أقول أنه مثل أحمد في زمانه... فكما قيل في أحمد أقول الآن: إذا رأيتم الرجل يتكلم في الألباني فإنه متهم في دينه... بل وأستطيع أن أقول أنه ليس من أهل السنة وليس من السلفية في شيء 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আলবানী আমাদের যুগে ঐরূপ, ইমাম আহমাদ (রহ.) স্বীয় যুগে যেরূপ ছিলেন। ...অতএব ইমাম আহমাদের ব্যাপারে যেমন বলা হ'ত, আলবানীর ব্যাপারে আমি একই কথা বলব, যখন তোমরা

১. ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক আসওয়াদ, আল-ইত্তিজাহাতুল মু'আছারাহ ফী দিরাসাতিস সুন্নাহ, পৃ. ৩৬০।
২. ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াকিফ ওয়া 'ইবার, পৃ. ২১৭।
৩. হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫৫৫-৫৬।
৪. কুতুবু ও রাসাইলু আব্দিল মুহসিন আল-'আব্বাদ, পৃ. ৩০৪।

কোন ব্যক্তিকে আলবানীর বিরুদ্ধে বলতে দেখবে, নিশ্চয়ই সে তার দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত। ...বরং আমি বলব যে, সে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার মধ্যে সালাফী মানহাজের কিছুই নেই'।[৫]

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আলবানী থেকে সতর্ক করে। তার অর্থ সে ব্যক্তি সঠিক জ্ঞান ও সুন্নাহ্র ময়দানে পৌঁছানো থেকে সতর্ক করে। কেননা শায়খ আলবানী সুন্নাহ ও হাদীছে অসাধারণ খেদমত পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল সুন্নাহ্র দিকে পৌঁছানোর পথকে সহজ করা এবং তা জ্ঞানান্বেষীদের নাগালের মাঝে পৌঁছে দেওয়া'।[৬]

তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'প্রখ্যাত বিদ্বান শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী সকলের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন! তাকে ক্ষমা করুন! সুন্নাহ্র খেদমতে তাঁর ব্যাপক পরিশ্রম রয়েছে। সালাফগণের আক্বীদা ও মানহাজকে তিনি প্রবলভাবে রক্ষা করেছেন। প্রত্যেক শারঈ জ্ঞান অন্বেষণকারীই তাঁর গ্রন্থরাজি ও রচনাবলীর মুখাপেক্ষী। সেখানে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে, রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞান। তাঁর ব্যাপক লেখনী খুবই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ লাইব্রেরীতে তাঁর গ্রন্থরাজি অল্প হ'লেও বিদ্যমান। গবেষণা ও লেখালেখিতে এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যের দিকে ফিরে যাওয়া ও তা থেকে ফায়দা হাছিলের ব্যাপারে তিনি মনোযোগী ছিলেন। বাস্তবে এধরনের একজন আলেমের মৃত্যু মুসলমানদের জন্য বড় ধরনের ঘাটতি, বিপদ ও দ্বীনের মধ্যে ফাটল সদৃশ'।[৭]

(৪) ইথিওপীয় বিদ্বান ও সুনান নাসাঈ ও তিরমিযীর ব্যাখ্যাতা শায়খ মুহাম্মাদ আলী আদম আছয়ূবী (১৩৬৬ হি.) বলেন, وله اليد الطولى في معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا 'হাদীছের ছহীহ-যঈফ নির্ণয়ে তাঁর গভীর মনীষা রয়েছে'।

(৫) সঊদী আরবের প্রখ্যাত ফক্বীহ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৭-২০০১ খ্রি.) বলেন,

فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل، أنه حريص جداً على العمل بالسنة، ومحاربة البدعة، سواء كانت في العقيدة أم في العمل- أما من خلال قراءاتي لمؤلفاته، ففد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس من حيث العلم، ومن حيث المنهاج، والاتجاه في علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد،

'শায়খের সাথে স্বল্প সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আমি যা বুঝেছি তা হ'ল, আক্বীদা-আমল উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাহ ভিত্তিক আমল ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে তিনি খুবই একাগ্রচিত্ত। আর তাঁর রচনাবলী অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমি তাঁর ব্যাপারে যা জেনেছি তা হ'ল, হাদীছের রেওয়ায়াত ও দেরায়াতে তিনি প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে জ্ঞানগত ও মূলনীতিগত দিক দিয়ে এবং ইলমে হাদীছের প্রতি অভিমুখী হওয়ার ব্যাপারে বহু মানুষকে উপকৃত করেছেন। এটা মুসলমানদের জন্য বড় ধরনের অর্জন। অতএব সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্র জন্য'।[৮]

(৬) সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আলে শায়খ (১৮৯৩-১৯৬৯ খ্রি.) বলেন, ناصر الدين الألباني هو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، 'নাছিরুদ্দীন আলবানী সুন্নাতের অনুসারী ও সহযোগী, হকের সহায়তাকারী এবং বাতিলপন্থীদের প্রতিহতকারী'।[৯]

(৭) প্রফেসর ড. লুৎফী ছাব্বাগ[১০] (১৯৩০-২০১৭ খ্রি.) বলেন, أعظم محدث في هذا العصر .. وقف حياته علي خدمة السنة المطهرة تعليما وتأليفا وتخريجا وتحقيقا.. 'তিনি এযুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ। ... যিনি শিক্ষকতা, লেখনী, তাখরীজ ও তাহকীকের মাধ্যমে নিজের জীবনকে পবিত্র সুন্নাতের খিদমতে বিলিয়ে দিয়েছেন'।[১১]

(৮) সঊদী আরবের প্রখ্যাত মুহাক্কিক শায়খ হাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪৩-১৪১৮ হি.) বলেন, وهو واسع الإطلاع في علم الحديث، 'ইলমুল হাদীছের ব্যাপারে আলবানী প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী'।[১২]

(৯) হিন্দুস্তানী মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুছ ছামাদ শারফুদ্দীন (১৯০১-১৯৯৬ খ্রি.) তাঁর ব্যাপারে লিখতে গিয়ে বলেন, بأنه أكبر عالم في الحديث في العصر الحاضر 'তিনি বর্তমান যুগে ইলমে হাদীছের সবচেয়ে বড় বিদ্বান'।[১৩]

(১০) সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, قوي واسع الاطلاع في الحديث،

---

৫. *শায়খ ফাল্লাহ ইসমাঈল মুনকাদার প্রদত্ত বক্তব্য থেকে গৃহীত। https://www.youtube.com/watch?v=_RQEYMrHK7k,*

৬. *আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, শারহু আবী দাঊদ, ২৩/৪৪০; অডিও ক্লিপ নং (২৯৭) ৬১। ইউটিউব লিংক- https:/www.youtube.com/watch?v=mZkEwVehjxM,*

৭. *নাছিরুদ্দীন আলবানী; মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৪-৩৫।*

৮. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫৪৩।*

৯. *ফাতাওয়া ওয়া রাসাঈলুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ (মক্কা : মাতবা'আতুল হুকূমাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.), ৪/৯২।*

১০. *রিয়াদস্থ মালিক স'উদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীছ বিভাগের সাবেক প্রফেসর।*

১১. *মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ, ২/১৭১৫, গৃহীত : ইমাম আলবানী হায়াতুহু, দা'ওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ, পৃ. ১৪৯।*

১২. *কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা, পৃ. ২২৯।*

১৩. *মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, বিদ'আতু তা'আছ্ছুবিল মাযহাবী (আম্মান : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তাবি), পৃ. ২৫৪।*

في نقدها، والحكم عليها بالصحة أو الضعف– ‘তিনি হাদীছের ময়দানে এবং হাদীছ সমালোচনা ও তার ব্যাপারে ছহীহ বা যঈফ-এর হুকুম পেশ করার ক্ষেত্রে প্রশস্ত ও শক্তিশালী জ্ঞানের অধিকারী’।[১৪]

(১১) মরক্কোর প্রখ্যাত মুহাক্কিক ও ফক্বীহ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনুল আমীন বূখাবযাহ (জন্ম ১৯৩২ খ্রি.) বলেন, ‘আমি পূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, (আমি যা বলব সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার যিম্মাদার) আমি বহু ওলামায়ে কেরামের সাথে মিলিত হয়েছি, যাদের নিকটে আমি জ্ঞানান্বেষণ করেছি। কিন্তু শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর মত ইলম ও ইখলাছ, ইলমুল হাদীছের উপর গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান, গবেষণা ও বিতর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, উপরন্তু সালাফে ছালেহীনের মত জীবনধারা আর কারো মাঝে দেখিনি’।[১৫]

(১২) শায়খ আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া আন-নাজমী (১৯২৮-২০০৮ খ্রি.) বলেন, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث الكبير والعالم الشهير، صاحب التآليف النافعة والتخريجات المفيدة، سوري الموطن سلفي العقيدة، بذل جهدا في التخريج لا يوازنه فيه أحد فجزاه الله خيراً– ‘নাছিরুদ্দীন আলবানী বড় মাপের একজন মুহাদ্দিছ, প্রসিদ্ধ আলেম, অনেক উপকারী গ্রন্থাবলী ও তাখরীজ সমূহের রচয়িতা, সিরিয়ার অধিবাসী এবং সালাফী আক্বীদায় বিশ্বাসী। তাখরীজের ক্ষেত্রে তিনি যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন, যা পরিমাপ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন’।[১৬]

(১৩) মিসরের বিশিষ্ট বিদ্বান ও বিখ্যাত গ্রন্থ ফিক্বহুস সুন্নাহ -এর রচয়িতা সাইয়েদ সাবিক্ব (১৯১৫-২০০০ খ্রি.) একবার ‘দা‘ওয়াতুল ইসলাম’ নামে তাঁর একটি গ্রন্থ আলবানীকে হাদিয়া প্রেরণ করেন এবং তার উপরে লেখেন, ‘আমার ভাই উস্তায মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর জন্য শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতাপূর্ণ উপহার; যিনি আমলদার আলেম ও মুহাদ্দিছ’।[১৭]

(১৪) শায়খ হুমূদ ইবনু আব্দিল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী (১৩৩৪-১৪১৩ হি.) বলেন, ‘সুন্নাহ্র ময়দানে আলবানী একজন মহান বিদ্বান। তাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করার অর্থ সুন্নাহর সমালোচনাকে সহায়তা করা’।

(১৫) শায়খ মুহাম্মাদ রবী‘ ইবনুল হাদী আল-মাদখালী (জন্ম : ১৯৩২ খ্রি.) বলেন, ‘শায়খ আলবানী এ যুগে ইলমে হাদীছের অন্যতম মহান বিদ্বান। বরং সেই প্রভুর কসম যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি ব্যতীত কোন রব নেই, বর্তমান যুগে এই মানুষটির তুলনায় সুন্নাতে রাসূলের এত বেশী খিদমত আর কেউ করেননি। এমনকি তাঁর নিকটবর্তীও কেউ নেই’।

(১৬) প্রখ্যাত ইরাক্বী ফক্বীহ ড. আব্দুল কারীম যায়দান (১৯১৭-২০১৪ খ্রি.) তাকে ‘যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ’ বলে সম্বোধন করেছেন।[১৮]

(১৭) মক্কাস্থ উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইবনু ওমর বাযমূল বলেন, ‘এ যুগে তিনি হাদীছের শায়খ। তাকে محدث الشام লক্বব দেওয়া হয়। যদি বলা হয় محدث الدنيا তবে তিনিই এর উপযুক্ত হকদার’।[১৯]

(১৮) ইরাকের প্রখ্যাত মুহাক্কিক প্রফেসর ড. বাশশার আ‘ওয়াদ (জন্ম ১৯৪০ খ্রি.) বলেন, ‘শায়খ আলবানী সুন্নাতে নববীর ব্যাপারে যে বিশাল অবদান রেখেছেন, সেজন্য তাকে অন্ত তপক্ষে ‘মুহাদ্দিছুল ‘আছর’ লক্বব সম্বোধন করা আবশ্যক’।[২০]

(১৯) ভারতের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আ‘যমী (১৯৩২-২০১৭ খ্রি.) ছহীহ ইবনু খুযায়মার তাহক্বীক্ব করার পর আলবানীর নিকটে তা পুনরায় নিরীক্ষণের অনুরোধ জানান। ফলে আলবানী কাজটি সম্পাদন করেন। মুছত্বফা আ‘যমী বলেন, ‘আমি বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ ব্যতীত ইবনু খুযায়মায় সংকলিত অন্য হাদীছসমূহের উপর ছহীহ, হাসান, যঈফ-এর হুকুম লাগানোর পর এ ব্যাপারে আরও আশ্বস্ত হওয়ার মনস্থ করি। তাই আমি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ উস্তায মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর নিকটে বইটি পুনর্নিরীক্ষণ করার জন্য বিশেষত আমার সংযুক্ত টীকাসমূহ দেখার জন্য অনুরোধ জানাই। আল্লাহ্র শুকরিয়া তিনি আমার চাওয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর উক্ত গ্রন্থে গৃহীত মানহাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, فإذا خالفني الأستاذ ناصر الدين في التصحيح والتضعيف، أثبت رأيه، ثقة مني به علما ودينا ‘যখন উস্তায নাছিরুদ্দীন ছহীহ বা যঈফ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে আমার বিপরীত করেছেন, তখন আমি তাঁর সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেছি। কারণ তাঁর ইলম ও দ্বীনদারীর ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে’।[২১]

(২০) পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ ইরশাদুল হক আছারী (জন্ম ১৯৪৮ খ্রি.) বলেন, নিকট অতীতে যেসকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা‘আলা স্থায়ী প্রসিদ্ধি দান করেছেন এবং স্বীয় বান্দাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন সৌভাগ্যবান

১৪. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ৪/৪৭৩।*
১৫. *মুহাম্মাদ ইবনুল আমীন বুখাবযাহ, মিন যিকরিইয়াতী মা‘আশ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, https://www.alukah.net/culture /0/923*
১৬. *কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা, পৃ. ২৫৭।*
১৭. *হুছূলুত তাহানী বিল কুতুবিল মুহদাতি ইলা মুহাদ্দিছিশ শাম মুহাম্মাদ আল-আলবানী, ১/২৭৮।*
১৮. *আব্দুল কারীম যায়দান, মাজমূ‘আতু আবহাছিল ফিক্বহিইয়াহ (কায়রো : আশ-শিরকাতুল মুত্তাহিদাহ, তাবি), পৃ. ২৯১।*
১৯. *আব্দুল করীম খুযায়ের, আল-হিম্মাহ ফী তলাবুল ইলম (অডিও ক্লিপ), http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index .php/t-38742.html,*
২০. *ভিডিও সাক্ষাৎকার লিংক- https://www.youtube.com /watch?v=f93dCHu03VE.*
২১. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা, তাহকীক : ড. মুছত্বফা আ‘যমী, ভূমিকা দ্র., পৃ. ৩২।*

হ'লেন ইমাম আল্লামা মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী। আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ার চাদরে তাঁকে আবৃত করুন। তার দ্বারা কত অসংখ্য মানুষ যে উপকৃত হয়েছেন, তাদের সংখ্যা স্রেফ আল্লাহ-ই জানেন।[২২]

(২১) প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (জন্ম : ১৯৪৮খ্রি.) বলেন, 'শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের নিকটে এমন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম, যে কোন হাদীছের শেষে صححه الألباني 'আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন' -এরূপ মন্তব্য থাকলেই সকলে হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যান। মুহাদ্দিছ আলবানীর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার এটাই বড় প্রমাণ'।[২৩]

এছাড়া সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ, শায়খ ছালেহ ফাওযান আল-ফাওযান, শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, শায়খ আলী তানতাভী, শায়খ মুছত্বফা যারক্বাসহ সমসাময়িক অনেক বিদ্বান একজন মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর প্রভূত ইলমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[২৪]

রচনাবলী :

নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁর কৃত তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও রচনাবলী বিশ্বময় ওলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সর্বসাধারণের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যা ২৩১টি।[২৫] তবে সিরীয় গবেষক ড. আব্দুর রাযযাক আসওয়াদের মতে ২৩৮টি।[২৬] এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা এবং ফৎওয়াসমুহের রেকর্ডকৃত ক্যাসেটের সংখ্যা সাত সহস্রাধিক, যেগুলোর সমন্বয়ে রিয়াদের দারুল মা'আরেফ থেকে প্রায় ৪০ খণ্ডের একটি সংকলন প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।[২৭]

শায়খ ইরশাদুল হক আছারী বলেন, নাছিরুদ্দীন আলবানী পাঁচ ডজনের কাছাকাছি গ্রন্থ ইলমী উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছেন, যেগুলো মুদ্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ' সাত খণ্ডে ও 'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ' চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত। কিছু ভলিউম দুই-তিন খণ্ডে বিভক্ত। এভাবে এই সিলসিলা বৃহদায়তন ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। 'ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল' আট খণ্ডে রচিত। এগুলো ব্যতীত আরো গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় চার ডজনের বেশী। তাঁর ফৎওয়াসমূহও ত্রিশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে, যা প্রকাশিতব্য। তাঁর ছাত্ররা তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার সমর্থনে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যেগুলো মুদ্রিত হয়েছে, তাঁর সংখ্যা ৭৪। মুসলিম বিশ্বের নামী-দামী ব্যক্তিগণ তাঁর সম্পর্কে যে প্রশংসা করেছেন, সেগুলো স্বয়ং এক বিশাল রেজিস্টার। ...এজন্য যদি বলা হয় যে, নিকট অতীতে দ্বীনে হানীফ-এর যতটুকু খিদমত শায়খ আলবানী (রহ.) আঞ্জাম দিয়েছেন এবং সেগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে তা অন্যের ভাগ্যে কমই জুটেছে, তাহ'লে তা অতিশয়োক্তি হবে না।[২৮]

মৌলিক হাদীছগ্রন্থসমূহের তাখরীজ :

হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণেই শায়খ আলবানীর অধিকাংশ লেখনী পরিচালিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান রচনা হ'ল 'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ' এবং 'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ'। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অনেক হাদীছ গ্রন্থের তাখরীজ ও তা'লীক্ব করেছেন। যেমন- সুনানুল আরবা'আহ তথা আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; মুনযিরীকৃত আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম বুখারী সংকলিত আল-আদাবুল মুফরাদ; ইমাম সুয়ূত্বী সংকলিত আল-জামে'উছ ছাগীর, ইবনু আবী আছেম সংকলিত কিতাবুস সুন্নাহ, ইমাম ত্বাবারাণী সংকলিত আল-মু'জামুছ ছাগীর ইত্যাদি।

বিভিন্ন গ্রন্থের তাখরীজ ও তা'লীক :

তিনি হাদীছ, ফিক্বহ, আক্বীদা ও আমলসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপরে রচিত বহু গ্রন্থের হাদীছসমূহ তাখরীজ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উপকারী, বিস্তারিত এবং ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলে পরিপূর্ণ গ্রন্থ হ'ল ইবনু যওবান হাম্বলী রচিত 'মানারুস সাবীল' নামক ফিক্বহ গ্রন্থের তাখরীজ 'ইরওয়াউল গালীল'। ৮ খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে তিনি মোট ২৭০৭টি হাদীছের তাখরীজ করেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর তাখরীজ ও তা'লীক্বকৃত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে খত্বীব তাবরীযী সংকলিত মিশকাতুল মাছাবীহ, সাইয়েদ সাবেক রচিত ফিক্বহুস সুন্নাহ, ইবনু কাছীর রচিত সীরাতুন নববিইয়াহ, ইমাম ত্বাহাবীর শারহুল 'আক্বীদাতিত ত্বাহাবিইয়াহ, মুহাম্মাদ গাযালী রচিত ফিক্বহুস সীরাহ, ইবনু তায়মিয়াহ রচিত আল-কালিমুত ত্বাইয়িব ও আল-ঈমান, ড. ইউসুফ কারযাবী রচিত আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম প্রভৃতি।

আক্বীদা ও ফিক্বহ বিষয়ক রচনা :

ছহীহ-যঈফ পৃথকীকরণের সাথে সাথে তাঁর লেখনীর মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও

---

২২. *আল্লামা আলবানী পার শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব কী নাওয়াযশাত পার এক নযর, প্রবন্ধ (সাপ্তাহিক ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩৯-৪৩, ২০১৪ খ্রি.)। লিংক- http://www.mediafire.com/file/xcf1leicktmkec3,*

২৩. *মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৩২।*

২৪. *ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াকিফ, পৃ. ২১৭-২৩০।*

২৫. *আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শামরানী, ছাবাতু মুআল্লাফাতিল মুহাদ্দিছিল কাবীর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.), পৃ. ৯২।*

২৬. *আল-ইত্তিজাহাতুল মু'আছারাহ ফী দিরাসাতিস সুন্নাহ, পৃ. ৩৮৩; নাছিরুদ্দীন আলবানী: মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৫-৯৫।*

২৭. *আব্দুল বাসিত আল-গারীব, আত-তাম্বীহাতুল মালীহাহ 'আলা মা তারাজা'আ 'আনহুল আল্লামা মুহাদ্দিছ আল-আলবানী মিনাল আহাদীছিয যঈফাহ আবিছ ছহীহাহ, (দাম্মাম : দারুদ দাবী, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৭।*

২৮. *আল্লামা আলবানী পার শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব কী নাওয়াযশাত পার এক নযর। http://www.mediafire.com/file/xcf1leicktmkec3*

জাল-যঈফ হাদীছের কবল থেকে রক্ষা করা এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারের গণ্ডি ছিন্ন করে সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করা। এ ব্যাপারে তিনি ছোট বড় অনেক বই রচনা করেছেন। যেমন- মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম, ফিতনাতুত তাকফীর, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন বি নাফসিহী ফিল 'আকাইদে ওয়াল আহকাম, আত-তাওয়াসসুল আনওয়া'উহূ ওয়া আহকামুহু, উজূবুল আখ্যি বি আহাদীছিল আহাদ ফিল 'আক্বীদাহ ইত্যাদি।

ফিক্বহী মাসায়েল বিষয়ক অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। সেখানে সংকলিত সকল হাদীছও তাখরীজ করেছেন। যেমন ছালাত সম্পর্কিত ছিফাতু ছালাতিন্নবী, হজ্জ সম্পর্কিত মানাসিকুল হাজ্জ, জানাযা সম্পর্কিত আহকামুল জানায়েয, বিবাহ সম্পর্কিত আদাবুয যিফাফ প্রভৃতি।

বিবিধ :

হাদীছ ও ইলমুর রিজাল সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত গ্রন্থসমূহের সূচীপত্র তৈরীতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি মুস্তাদরাক হাকেম, ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থের সূচীপত্র তৈরী করেছেন। এছাড়া মাকতাবা যাহিরিয়া, মাকতাবা ব্রিটানিয়া, মাকতাবাতুল আওক্বাফ প্রভৃতি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত গ্রন্থরাজি ও মূল পাণ্ডুলিপিসমূহের সূচীপত্র তৈরী করেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্তকরণেও তিনি অবদান রেখেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উপকারী এবং প্রভূত ফায়েদা ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকলনটি হ'ল- মুখতাছার ছহীহুল বুখারী। এছাড়া রয়েছে ছহীহ মুসলিম, শামায়েলে মুহাম্মাদী প্রভৃতি গ্রন্থের সংক্ষেপণ।

এছাড়া রয়েছে সমকালীন বিভিন্ন মতাদর্শের বিদ্বানগণের প্রদত্ত ফৎওয়া ও বইপত্রের জবাবে লিখিত রচনাবলী, বিভিন্ন মজলিসে প্রদত্ত ফৎওয়াসমূহের সংকলন, ধারাবাহিক দরস ও বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে সংকলিত বইসমূহ।

এক্ষণে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মৌলিক রচনাবলী, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজকৃত গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর রচনা ও বক্তব্য থেকে সংকলিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'ল।-

তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ বিষয়ক রচনাবলী

১. সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়া আছারুহুস সাইয়েআহ ফিল উম্মাহ : সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ এবং সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তন্মধ্যে 'যঈফাহ'-তে তিনি বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থে সংকলিত এবং সমাজে অধিক প্রসিদ্ধ যঈফ ও জাল হাদীছসমূহ সবিস্তারে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। আক্বীদা, আহকাম, আখলাক, আদব প্রভৃতি বিষয়ে ৭১৬২টি তাহক্বীক্বকৃত হাদীছ এখানে সংকলন করা হয়েছে।

মূলতঃ এটি সিরিয়ার দামেশক থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আত-তামাদ্দুনুল ইসলামী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন।[২৯] পত্রিকায় প্রকাশের সময়ই প্রবন্ধগুলো সমসাময়িক আলেম-ওলামা, হাদীছ গবেষক ও আম জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেকারণ পরবর্তীতে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। যঈফ ও মাওযূ' হাদীছ বিষয়ে আধুনিক যুগে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে এটাকে অন্যতম বিস্তারিত ও তথ্যবহুল আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়।[৩০]

উক্ত গ্রন্থে শায়খ আলবানী হাদীছের হুকুম পেশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট কোন মুহাদ্দিছের অন্ধ অনুসরণ করেননি। বরং হাদীছ বিশারদগণের অনুসৃত মূলনীতি সমূহের অনুসরণে সূক্ষ্ম গবেষণা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছহীহ-যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমে তিনি হাদীছের মতন উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনায় যে হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে, সেটা একক শব্দে উল্লেখ করেছেন। তারপর যে যে গ্রন্থে হাদীছটি সংকলিত হয়েছে তা সনদসহ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সেই হাদীছের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুহাক্কিকগণ কী হুকুম পেশ করেছেন, তা উল্লেখ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারীদের মধ্যে দোষযুক্ত রাবীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাদের ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য পেশ করেছেন এবং ইমামদের বক্তব্যসমূহ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রাবীদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

একই হাদীছ অন্য সনদে বর্ণিত হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার অবস্থা বর্ণনা করে সমালোচনা পেশ করেছেন। সাথে সাথে সেগুলো মুতাবা'আত[৩১] বা শাওয়াহেদ[৩২] হওয়ার যোগ্য কি-না তা আলোচনা করেছেন। বিশেষত এক্ষেত্রেই হাদীছ শাস্ত্রে আলবানীর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আলোচ্য হাদীছের আক্বীদা বা আমলগত দিকসমূহ তুলে ধরেছেন। কখনো তার পরিবর্তে কাছাকাছি মর্মের ছহীহ হাদীছ এনেছেন। যেমন অসীলা সংক্রান্ত মাওযূ' হাদীছের আলোচনা শেষে শরী'আতসম্মত অসীলার আলোচনা পেশ করেছেন।[৩৩]

তাহক্বীক্বের পাশাপাশি কখনো তিনি হাদীছ সংশ্লিষ্ট ফায়েদা ও ফিক্বহী আলোচনা তুলে ধরেছেন। যেমন ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ[৩৪], নারী স্পর্শে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে কি-না[৩৫],

---

২৯. ২৬ *শা'বান ১৩৭৪ হিজরীতে তিনি প্রথম প্রবন্ধটি রচনা করেন। এর ৫ বছর পর তিনি 'ছহীহাহ'-এর প্রবন্ধসমূহ রচনা শুরু করেন। দ্র. নূরুদ্দীন ত্বালিব, মাক্বালাতুল আলবানী (রিয়াদ : দারু আত্বলাস, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৯।*

৩০. *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ, ১/৪০, ৪৩।*

৩১. *শব্দগত বা অর্থগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একাধিক হাদীছের মূল রাবী তথা ছাহাবী যদি একজনই হন, তাহ'লে সেগুলিকে একে অপরের মুতাবা'আত বলা হয়।*

৩২. *কোন হাদীছ যদি একাধিক ছাহাবী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় এবং বর্ণনাগুলি যদি শব্দগত বা অর্থগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহ'লে সেগুলিকে একে অপরের শাওয়াহেদ বলা হয়। দ্র. ড. ছুবহী ছালেহ, 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছতালাহুহু, পৃ. ২৪২।*

৩৩. *পূর্বোক্ত, ১/৯৪, হা/ ২৫।*

৩৪. *পূর্বোক্ত, ২/৪২, ২/৪২০।*

জুম'আর পূর্বের সুন্নাত[৩৬] ইত্যাদির আলোচনা। কোন কোন স্থানে উছূলে হাদীছের বিভিন্ন আলোচনা উঠে এসেছে। যেমন- ইবনু হিব্বান কর্তৃক অপরিচিত রাবীদের বিশ্বস্ত করণ,[৩৭] দুর্বল হাদীছের উপর আমলের বিধান[৩৮], জারহ কখন তা'দীলের উপর অগ্রগামী হবে?,[৩৯] অধিকসংখ্যক তুরুকের ভিত্তিতে হাদীছ শক্তিশালী করণের বিধান[৪০] ইত্যাদি।

সনদের ত্রুটি বর্ণনার সাথে সাথে মতনের বিভিন্ন ত্রুটির কারণেও অনেক হাদীছকে তিনি দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কুরআনের বিরোধী হওয়া, শক্তিশালী হাদীছের বিরোধী হওয়া, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধী হওয়া এবং বাস্তবতা বিরোধী হওয়া ইত্যাদি।

পাঠক যেন খুব সহজে কাঙ্খিত বিষয়টি খুঁজে নিতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সমৃদ্ধ সূচীপত্র সংযোজন করেছেন, যা কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ফিক্বহী অধ্যায় অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক সূচী, আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় এবং ফিক্বহী অধ্যায়ের ভিত্তিতে যঈফ হাদীছসমূহের সূচী, আরবী হরফের ধারাবাহিকতায় ছহীহ হাদীছ ও আছারসমূহের সূচী এবং গ্রন্থে সংকলিত রাবীগণের সূচী।

কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন বাতিল মতবাদ যেমন শী'আ[৪১], ছূফী[৪২], ক্বাদিয়ানী[৪৩]-এর বিরুদ্ধে আলোচনা পেশ করেছেন। কখনো বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিদ্বানদের সাথে তাঁর মতদ্বৈততার ইলমী জবাব দিয়েছেন। যেমন শায়খ আব্দুল্লাহ ছিদ্দীক্ব আল-গুমারী[৪৪], শায়খ হাবীবুর রহমান আ'যমী[৪৫], শায়খ আহমাদ শাকির[৪৬], শায়খ হাম্মাদ আনছারী[৪৭] ও শায়খ মুহাম্মাদ নাসীব রিফা'ঈ[৪৮] প্রমুখ।

সিলসিলা যঈফাহ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী মূলত হাদীছ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন। এছাড়া মুছত্বলাহুল হাদীছ, তাফসীর, তাখরীজ, ফিক্বহ, তারীখ প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকেও সহযোগিতা নিয়েছেন।

১৯৭৮ সালে 'মাকতাবুল ইসলামী' থেকে এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে রিয়াদের মাকতাবাতুল মা'আরেফ থেকে শায়খ সা'দ রাশীদের তত্ত্বাবধানে এর প্রকাশনা কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০০৪ সালে এর সর্বশেষ তথা ১৪তম খণ্ডটি প্রকাশ পায়। আলবানী স্বীয় জীবদ্দশায় ৭ম খণ্ড তথা ৩৪০০ হাদীছ পর্যন্ত পুনঃনিরীক্ষণ করতে সক্ষম হন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর বাকী খণ্ডসমূহ তাঁর কিছু ছাত্রের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ১৪ খণ্ডে মোট তাহক্বীক্বকৃত হাদীছের সংখ্যা ৭১৬২টি।

২. সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ ওয়া শাইয়ুম মিন ফিক্বহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা : এই গ্রন্থটিও মূলতঃ মাসিক 'আত-তামাদ্দুনুল ইসলামী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন। এখানে তিনি কেবল ছহীহ হাদীছসমূহ সংকলন করেছেন এবং ছহীহ সাব্যস্তের কারণ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেছেন। এভাবে তিনি বর্জনযোগ্য হাদীছের পাশাপাশি অনুসরণযোগ্য হাদীছ পেশ করে প্রকারান্তরে যেন রোগসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি তার চিকিৎসাও তুলে ধরেছেন। সিলসিলা যঈফাহ-এর মত প্রথমে তিনি মুহাদ্দিছগণের নীতির অনুসরণে ও মুছত্বলাহুল হাদীছের মানদণ্ডে হাদীছের সনদ, তুরুক, শাওয়াহেদ, মুতাবা'আত ও রাবীদের ব্যাপারে প্রয়োজনমত কখনো সংক্ষেপে, কখনো বিস্তারিতভাবে আলোচনা পেশ করেছেন। কখনো আলোচনা এক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। কখনো তা ২৫ পৃষ্ঠাও অতিক্রম করেছে। এক্ষণে গ্রন্থটির কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল। যেমন-

(ক) আলবানী এখানে মূলতঃ ঐসকল হাদীছ সংকলন করেছেন, যেগুলোর বিশুদ্ধতা নিরূপণে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। সেকারণে সংকলিত অধিকাংশ হাদীছ কুতুবে সিত্তাহ (বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ) ব্যতীত অন্যান্য হাদীছগ্রন্থ থেকে চয়নকৃত। বুখারী ও মুসলিম থেকে অল্প যে হাদীছসমূহ সংকলন করেছেন, তাও ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতের অতিরিক্ত অংশের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য আনা হয়েছে।

(খ) কোন হাদীছের সনদ ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বা যেকোন একজনের শর্ত মোতাবেক হ'লে তিনি তা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। (গ) বহু দুর্বল হাদীছকে তিনি শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতের সহযোগিতায় ছহীহ সাব্যস্তের প্রয়াস পেয়েছেন। (ঘ) প্রয়োজনীয় স্থানে তিনি শাব্দিক বিশ্লেষণ, হাদীছ সংশ্লিষ্ট ফায়েদা ও ফিক্বহী আলোচনা তুলে ধরেছেন।

(ঙ) হাদীছের মধ্যে কোন শায, মুনকার বা ভিত্তিহীন শব্দ বা বাক্য থাকলে অথবা কোন রাবীর পক্ষ থেকে ভুলবশত যুক্ত হয়ে থাকলে, তিনি তা তুলে ধরেছেন এবং খণ্ডনের প্রয়াস পেয়েছেন। (চ) কোন হাদীছ ছহীহ সাব্যস্তের পর যেসব বিদ্বান ঐ হাদীছকে যঈফ বলেছেন, তাদের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করেছেন এবং দলীল-প্রমাণের আলোকে তা খণ্ডন করেছেন।

(ছ) কোন হাদীছের ক্ষেত্রে যদি নিজের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, তবে পূর্বে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের স্থান পৃষ্ঠা নম্বর সহ উল্লেখ করে তা থেকে ফিরে আসার কারণ উল্লেখ করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নিকটে স্বীয় ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। (জ) কখনো মানহাজগত বিষয় যেমন আহলেহাদীছগণের মর্যাদা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা, সালাফী দাওয়াতের সমালোচকদের বিরুদ্ধে

---

৩৫. পূর্বোক্ত, ২/৪২৮।
৩৬. পূর্বোক্ত, ৩/৪৫, ৩/৮২।
৩৭. সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ, ২/৩২৮।
৩৮. পূর্বোক্ত, ৩/২২।
৩৯. পূর্বোক্ত, ৭/১৪।
৪০. পূর্বোক্ত, ৫/১৩৩।
৪১. পূর্বোক্ত, ১/৫২৫।
৪২. পূর্বোক্ত, ১/৬৭, ৩৬৪০।
৪৩. পূর্বোক্ত, ২/৭২, ৬/৫২।
৪৪. সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ, ৩/৮, ৬/৪৯।
৪৫. পূর্বোক্ত, ৭/৭৬, ৭/৪৩৫।
৪৬. পূর্বোক্ত, ৪/২৩২, ৫/১৬।
৪৭. পূর্বোক্ত, ৩/৩১৯।
৪৮. পূর্বোক্ত, ৫/৯৪।

প্রতিবাদ[৪৯] ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন।

প্রতি খণ্ডে ৫০০টি হাদীছ হিসাবে ৯ খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থে মোট তাহক্বীক্বকৃত হাদীছের সংখ্যা ৪০৩৫টি। জীবদ্দশায় ৬টি খণ্ড অর্থাৎ ৩০০০টি হাদীছ পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পর ৭ম ও ৮ম খণ্ড পর্যন্ত রিয়াদের মাকতাবাতুল মা'আরেফ থেকে প্রকাশিত হয়।[৫০] এছাড়া পরবর্তীতে আলবানীর ঘনিষ্ট ছাত্র শায়খ মাশহূর ইবনু হাসান ছহীহাহ-এর হাদীছসমূহকে সংক্ষিপ্তভাবে ফিক্বহী বাব ভিত্তিক মোট ২৮টি অধ্যায়ে সাজিয়ে ৮৮৪ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এখানে তিনি কেবল মূল হাদীছ ও বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম এবং প্রত্যেক হাদীছের শেষে ছহীহাহ-এর হাদীছ নম্বর উল্লেখ করেছেন। ২০০৪ সালে মাকতাবাতুল মা'আরেফ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

৩. ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল : আল্লামা ইবরাহীম ইবনু যাওবান হাম্বলী (১৮৫৮-১৯৩৫ খ্রি) লিখিত 'মানারুস সাবীল ফী শারহিদ দালীল'-গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীছসমূহের সনদের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রচিত এই গ্রন্থটি তাখরীজুল হাদীছের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসাবে গণ্য করা হয়। সূচীপত্রসহ গ্রন্থটি মোট ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাখরীজের সাথে সাথে ফিক্বহী গবেষণায় আলবানী যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, অত্র গ্রন্থটি তার জীবন্ত দলীল।

গ্রন্থটির শুরুতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেশ করেছেন। সেখানে তিনি গ্রন্থটি রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলিম সমাজে যঈফ হাদীছের কুপ্রভাব তুলে ধরেছেন এবং মাযহাবী গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে সমাজকে বের করতে আনতে যঈফ হাদীছসমূহ যাচাই-বাছাই করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অতঃপর মোট ২৭০৭টি হাদীছের তাখরীজ পেশ করেছেন। প্রত্যেকটি হাদীছ উল্লেখ করে প্রথমে তিনি তার হুকুম (তথা ছহীহ, হাসান বা যঈফ) বর্ণনা করেছেন। তারপর কোন কোন গ্রন্থে হাদীছটি সংকলিত হয়েছে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করেছেন। ভিন্ন তুরুকে হাদীছটির শাওয়াহেদ-মুতাবা'আত থাকলে তা তাখরীজসহ পেশ করেছেন। কোন ইমাম ও হাফেয অন্য তুরুক না পাওয়ার কারণে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত পেশ করলে তা দলীল-প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। এছাড়া রাবীগণের অবস্থা ও তাদের সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মন্তব্য তাদের গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে হাদীছটি সম্পর্কে অন্যান্য মুহাদ্দিছদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা নিরূপণে অক্ষম হলে, কোন সিদ্ধান্ত পেশ না করে কেবল বিশেষজ্ঞদের তাহক্বীক্ব তুলে ধরেছেন।[৫১]

তবে তিনি মানারুস সাবীল-এর কিছু হাদীছ ও আছার তাখরীজ করেননি। পরবর্তীতে সেগুলো একত্রিত করে তাখরীজসহ শায়খ ছালেহ ইবনু আব্দিল আযীয আলুশ শায়খ[৫২] পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৫৩]

৪. ছহীহ ওয়া যঈফুত তারগীব ওয়াত-তারহীব : মিসরীয় বিদ্বান হাফেয আব্দুল আযীম মুনযিরী (রহঃ)[৫৪] রচিত 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' নামক ফিক্বহী অধ্যায় ভিত্তিক সাজানো হাদীছ সংকলনটি অত্যন্ত উপকারী একটি গ্রন্থ। কেবল নেকআমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও পরকালীন শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত হাদীছসমূহ নিয়ে এটি সংকলিত হয়েছে। আলবানী উক্ত গ্রন্থের উপর স্বীয় ছাত্রদের নিয়মিতভাবে দরস দিতেন। এসময় সেখানে তিনি বহু যঈফ ও জাল হাদীছ লক্ষ্য করেন। ফলে গ্রন্থটি তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ করার জন্য মনস্থ করেন।

মূল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির উপর তিনি তাহক্বীক্ব করেন এবং মাকতাবা মুনীরিইয়াহ থেকে প্রকাশিত এর সুপরিচিত সংকলনটির সাথে তা সংযুক্ত করেন। কারণ উক্ত সংকলনটিতে বহু ইলমী ভুল ও বিকৃতি এবং কোন কোন স্থানে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অংশবিশেষ বাদ পড়ে যাওয়ার বিষয়টি তাঁর নিকটে ধরা পড়ে। তাই তিনি এর মধ্যকার ভুল-ত্রুটিসমূহ গভীরভাবে অনুসন্ধান করে মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পুরো গ্রন্থটিই সংস্কার করেন এবং ছহীহ ও যঈফ হাদীছসমূহ পৃথক করেন। অতঃপর পৃথকভাবে ছহীহ হাদীছসমূহ নিয়ে ৩ খণ্ডের 'ছহীহুত তারগীব' ও যঈফ হাদীছসমূহ নিয়ে ২ খণ্ডে 'যঈফুত তারগীব' নামে বইটি প্রকাশ করেন। যেখানে তাহক্বীক্বকৃত হাদীছের সংখ্যা মোট ৬০২৩টি। যার মধ্যে ছহীহ ৩৭৭৫টি এবং যঈফ ২২৪৮টি।

বইটির ভূমিকায় তিনি যঈফ হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এবং মুনযিরীর তাছহীহের উপর তিনি কেন নির্ভর করেননি, তার কারণসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে রিয়াদের মাকতাবাতুল মা'আরেফ কর্তৃক এটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া একই প্রকাশনা থেকে তাহক্বীক্বসহ ছহীহ ও যঈফ সকল হাদীছ একত্রিত করে এক খণ্ডে একটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে আলবানীর ঘনিষ্ট ছাত্র শায়খ আবূ ওবায়দা মাশহূর ইবনু হাসান কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন। ১৮৬৯ পৃষ্ঠার এই সংস্করণটি ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়।

[ক্রমশঃ]

---

৪৯. সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ, ১/১২৪, হা/৪৭।

৫০. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ, (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), ৭-৯/৩, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫১. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, পৃ. ৮-১১।

৫২. সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও সাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী (১৪২০-১৪৩৯ হি.)।

৫৩. আত-তাকমীল লিমা ফাতা তাখরীজুহূ মিন ইরওয়াইল গালীল (রিয়াদ : দারুল 'আছিমাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.।

৫৪. সিরীয় বংশোদ্ভূত যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম আল-মুনযিরী ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোর দারুল হাদীছ কামেলিয়ায় পড়াশুনা করেন। তিনি 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব'সহ 'মুখতাছার ছহীহ মুসলিম', 'আত-তাকমিলাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. আল-আ'লাম, পৃ. ৪/৩০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, পৃ. ২৩/৩১৯।

www.at-tahreek.com

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, جمع النبي بَين تقوى الله وَحسن الْخلق لِأَن تقوى الله يصلح مَا بَين العَبْد وَبَين ربه وَحسن الْخلق يصلح مَا بَينه وَبَين خلقه فتقوى الله توجب لَهُ محبَّة الله وَحسن الْخلق يَدْعُو إِلَى محبته, 'নবী (ছাঃ) আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্রের মাঝে সমন্বয় করেছেন। কেননা তাক্বওয়া বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে সম্পর্ক দৃঢ় করে। আর উত্তম চরিত্র বান্দা ও সৃষ্টিকুলের মাঝে সম্পর্কের বন্ধন মযবূত করে। ফলে তাক্বওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জিত হয়। আর উত্তম চরিত্র তাকে সৃষ্টির ভালবাসার দিকে টেনে নিয়ে যায়'।[১]

২. আলী (রাঃ) বলেন, من سعادة المرء خمسة أشياء: أن تكون زوجته موافقة، وأولاده أبرارًا، وإخوانه أتقياء، وجيرانه صالحين، ورزقه في بلده, 'মানুষের সৌভাগ্যের বিষয় পাঁচটি : (১) তার মনের মত স্ত্রী (২) নেককার সন্তান-সন্ততি (৩) আল্লাহভীরু সঙ্গী-সাথী (৪) সৎ প্রতিবেশী এবং (৫) নিজ শহরে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা'।[২]

৩. ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ) বলেন, اِصْبِرْ نفسك عَلَى السنة، وقِفْ حيث وقف القومُ، وقُلْ بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك مَا وسعهم, 'সুন্নাতের উপরে অটল থাকো। ছাহাবায়ে কেরাম যেখানে থেমেছেন, তুমিও সেখানে থামো। তারা যা বলেছেন, তুমিও তা বল। তারা যা থেকে বিরত থেকেছেন, তোমরাও তা থেকে বিরত থাক। সর্বদা সালাফে ছালেহীনের পথ অনুসরণ কর। তাহ'লে তারা যা পেয়েছিল, তুমিও তা-ই পাবে'।[৩]

৪. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا فَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ, 'আমল খাঁটি হ'লেও যদি তা সঠিক না হয়, তাহ'লে তা কবুল করা হবে না। আবার যদি সঠিকভাবে আমল সম্পাদন করা হয়, কিন্তু সেটা যদি একনিষ্ঠভাবে না করা হয়, সে আমলও কবুল করা হবে না। যতক্ষণ সেই আমল একই সাথে খালেছ ও সঠিক না হবে। আমল খালেছ হওয়ার অর্থ হ'ল তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই সম্পাদিত হওয়া। আর সঠিক হওয়ার অর্থ হ'ল সেই আমল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া'।[৪]

৫. হাতেম আল-আ'ছম (রহঃ) বলেন, مَنْ مَرَّ بِفنَاء الْقُبُور وَلم يتفكر فِي نَفسه وَلم يَدْعُ لَهُم فقد خَان نَفسه وخانهم, 'যে ব্যক্তি কবরস্থানের পাশ দিয়ে গেল, কিন্তু চিন্তিত হ'ল না এবং কবরবাসীর জন্য দো'আ করল না; সে নিজের সাথে এবং কবরবাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল'।[৫]

৬. ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ شَرًّا فَتَحَ عَلَيْهِمُ الْجِدَالَ، وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ, 'মহান আল্লাহ যখন কোন জাতির অকল্যাণ চান, তখন তাদের মাঝে তর্ক-বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং তাদেরকে আমল থেকে বঞ্চিত করেন'।[৬]

৭. আব্দুল্লাহ বিন আবূ যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ أَمَاتَ اللهُ قَلْبَهُ, 'যে বেশী কথা বলে তার ভুল বেশী হয়। যার ভুল বেশী হয়, তার তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা হ্রাস পায়। আর যার পরহেযগারিতা হ্রাস পায়, আল্লাহ তার অন্তরের মৃত্যু ঘটান (অর্থাৎ তার অন্তর মরে যায়)'।[৭]

৮. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, يجب على من لا يدري من يبغته الموت أن يكون مستعدًّا، ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر, 'যে ব্যক্তি জানে না হঠাৎ কখন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসবে, তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল যৌবন ও সুস্থতার ধোঁকায় না পড়ে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। কেননা বৃদ্ধরা কম মারা যায় আর যুবকরা বেশী মারা যায়। সেজন্য খুব অল্প মানুষকেই বৃদ্ধ হ'তে দেখা যায়'।[৮]

৯. আলী (রাঃ) বলেন, أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشَّهادة، وكلمة الحقِّ في الرِّضا والغضب، والقصد في الغِنَى والفقر، والعدل في الصَّديق والعدو، والعمل في النَّشَاط والكسل، 'আমি তোমাদেরকে (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করার (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলার (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করার (৪) শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার করার এবং (৫) উদ্যম ও অলসতা উভয় অবস্থায় কর্মনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি'।[৯]

** এম.এ (অধ্যয়নরত) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ৫৪।
২. আব্দুল ওয়াহ্হাব আশ-শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতারীন, পৃ. ৭৭।
৩. ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ১০।
৪. ইবনু তাইমিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম, ২/৩৭৩।
৫. ইবনুল খাররাত, আল-'আকিবাহ ফী যিকরিল মাওত, পৃ. ১৯৫।
৬. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়াহ ১/২০২।
৭. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/১৪৯।
৮. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ২০৬।
৯. ছা'আলাবী, আল-ই'জায ওয়াল ঈ'জায, পৃ. ৪৩।

আমীনুলের কিছু স্মৃতি...

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীনুল ইসলাম ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ছাত্র। তার আগে থেকেও আমরা তাকে চিনতাম 'যুবসংঘ'-এর সদস্য হওয়ার কারণে। সে ছিল অত্যন্ত আনুগত্যশীল, বিনয়ী ও দূরদর্শী। পরামর্শ সভায় তার কাছ থেকে আমরা সর্বদা উত্তম পরামর্শ পেতাম। নম্রভাষী হওয়ায় সে ছিল সবার প্রিয়। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে রাজশাহীতে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে যে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়, সেখানে সে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে বক্তব্য রাখে। যার ছবি এখনো এ্যালবামে রক্ষিত আছে। একই বছরে 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সফরে সে চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানাধীন চাতরা আলিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত 'যুবসংঘে'র কর্মী প্রশিক্ষণে যায়। সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'যুবসংঘে'র বিরুদ্ধে 'জমঈয়ত' মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাতে যেসব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং তাদের লোকেরা যেসব অপবাদ রটাচ্ছে, এসবের জবাব কি? উত্তরে সে এককথায় বলেছিল, সংগঠনের দায়িত্ব পালন শেষ করতে পারিনা, ঐসব অপপ্রচারের জবাব দেব কখন? কথাটি তার মুখেই সরাসরি শোনা।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমরা কারাগারে যাওয়ার পর সুকৌশলে সংগঠনকে লক্ষ্যচ্যুত করার ও সংগঠনকে মিটিয়ে দেওয়ার যে আত্মঘাতি ষড়যন্ত্র হয়েছিল, সে সময় সে ইমারতের প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রেখেছিল এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আরও পরে মারকাযের সংকটকালে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। ইমারত ও বায়'আতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সে সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিল।

সংগঠনের ও মারকাযের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট কমিটিতে তার নামটা যেন আপনাতেই এসে যেত। মৃত্যুর আগেও সে তার সাংগঠনিক আনুগত্যের প্রমাণ রেখে গেছে। ঢাকা মেডিকেল থেকে সে তার ভাগিনার কাছে ফোন করে জানতে চেয়েছে আমীরে জামা'আতের নির্দেশ কি? নির্দেশ পেয়ে সে ঐ রাতেই এ্যাম্বুলেন্সে রাজশাহী রওয়ানা করেছে। মারকাযে আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, সে গ্রামের বাড়ীতে যাবে, নাকি মারকাযে থাকবে? সে বলল, আমি মারকাযে থাকব। যেদিন সে আসল তার পরদিন বৃহস্পতিবার মারকাযে 'যুবসংঘে'র দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ ছিল। একইদিনে 'আন্দোলন'-এর আমেলা ও তার পরদিন শুক্রবার যেলা সভাপতিদের বৈঠক ছিল। সবাই তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেল এবং তাকে প্রাণ ভরে দো'আ করল। ৮ তারিখ বুধবার সকালে সে ঢাকা থেকে মারকাযে এল। পরের বুধবার ১৫ তারিখ দুপুর ১২-টায় মারকাযে তার জানাযা হ'ল। অগণিত আলেম, ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে সে চির বিদায় নিল।...

স্মৃতির দর্পণে আমীনুল ভাই

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

১৯৯৭ সাল। সবেমাত্র মাষ্টার্স পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তখন আমি 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি। থাকি নগরীর কাজলাস্থ 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন ভবনে'। একাডেমিক পাঠ চুকিয়ে এবার কর্মস্থলে পা রাখার পালা। সে লক্ষ্যে রাজশাহী ছেড়ে চলে যাব ঢাকা। ব্যাগ-ব্যাগেজও প্রস্তুত। কিন্তু না। আর যাওয়া হ'ল না। সাংগঠনিক দায়িত্বের এক বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হ'ল এই অধমের স্কন্ধে। যে মানুষটির কারণে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হ'ল বা যার প্রেরণায় কাজলা থেকে নওদাপাড়া যোগদান করতে হ'ল তিনি আর কেউ নন, আমাদের প্রিয় দ্বীনী ভাই আমীনুল ইসলাম। তিনি তখন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি। দেখা করার জন্য সংবাদ পাঠালেন। সাক্ষাতে বললেন, আপাতত রাজশাহী ছাড়ার চিন্তা না করে কেন্দ্রীয় সংগঠনের কিছু দায়িত্ব পালন করুন এবং পাশাপাশি চাকুরীর প্রস্তুতি নিন। কোথাও চাকুরী হ'লে তখন যাবেন। ওনার অনুরোধ ফেলতে না পেরে গোছানো ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে নওদাপাড়া চলে আসলাম। 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দের থাকার জন্য মারকাযের নিকটবর্তী ভাড়া বাসায় উঠলাম। আমীনুল ভাই সহ আমরা বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল সেখানে থাকতাম। মূলতঃ এখান থেকেই আমীনুল ভাইয়ের সাথে আমার চলাফেরা শুরু। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল আমাকে। অতঃপর এক মাস বাদে ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৭ সালে মাসিক আত-তাহরীকের খেদমতে যোগদান করি।

দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের সাথী আমীনুল ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বছর ভোগান্তির পর গত ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় ৫২ বছর বয়সে তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। রেখে গেছেন একরাশ স্মৃতি। বিশেষ করে ১৯৯৭ থেকে ২০২১ এই ২৪ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমার সাথেই রয়েছে তাঁর অজস্র স্মৃতি। যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা কষ্টসাধ্য। তারপরও পাঠকদের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য দু'একটি স্মৃতি তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

আমীনুল ভাই ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তাঁর সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ছিল অনন্য। রাজশাহী যেলার মোহনপুর থানার প্রত্যন্ত গ্রাম মেলান্দী থেকে নওদাপাড়া এসে তিনি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন ফী সাবীলিল্লাহ। দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো ক্লান্তিবোধ করতেন না। নিরলসভাবে কাজ করতেন। ২০০৫ সালে যখন সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় যুলুম-নির্যাতন নেমে আসে, ২২শে ফেব্রুয়ারী-২০০৫ আমীরে জামা'আতসহ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলা দিয়ে তৎকালীন জোট সরকার কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়, তখন তিনি সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন। সেই কালো রাতগুলির কথা সবমসময় মনে পড়ে, যে রাতগুলোতে আমরা নিশ্চিন্তে কোথাও ঘুমাতে পারতাম না। প্রতি রাতেই গ্রেফতার আতঙ্কে জায়গা বদল করতে হতো। সে সময় রাজশাহী শহরের নিকট ও দূরবর্তী আমীনুল ভাইয়ের আত্মীয়-স্বজনের বাসাতেই রাতগুলো কাটাতাম। আজ একজন তো কাল অন্য একজনের বাসা। কখনো এমন হয়েছে যে, সারাদিন এক বাড়ীতে থেকে রাতে অন্য বাড়ীতে গিয়ে ঘুমাতে হয়েছে। একদিন রাতে আমীনুল ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে রাতের খাবার খেয়ে সরিষা ক্ষেতের মাঠ পেরিয়ে পাশের গ্রামে গিয়ে রাত্রি যাপন করেছি। যালেম

সরকারের মিথ্যাচার ও হিংস্র থাবা থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার স্বার্থে এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা নওদাপাড়া ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা তখন গোয়েন্দাজালে আচ্ছন্ন ছিল। সে দিনগুলিতে আমীনুল ভাইয়ের সহযোগিতা কখনো ভুলবার নয়। তিনি ছায়ার মত আমাদের পাশে ছিলেন। কখন কোন বাড়ীতে যেতে হবে, কোথায় ঘুমাতে হবে, কোথায় খাওয়া-দাওয়া হবে এসবই তিনি ঠিক করতেন। আজ তার অবর্তমানে স্মৃতির আয়নায় সে দিনগুলির কথা ভেবে বারবার অশ্রুসিক্ত হচ্ছি।

সংগঠনকে আদর্শচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায়ও তিনি ছিলেন দৃঢ়। আদর্শের পক্ষে আত-তাহরীকের অটল অবস্থানের পশ্চাতে নৈতিক সমর্থক ও সহযোগী হিসাবে সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। রাজনৈতিক দল গঠনের ধোঁয়া তুলে সংগঠনকে দ্বিধা-বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে যারা মেতেছিল, তাদের প্রধান টার্গেট ছিল সংগঠনের একমাত্র প্রচার মাধ্যম আত-তাহরীককে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। সে সময় যাদের সুচিন্তিত বুদ্ধি-পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের কারণে এটি সম্ভব হয়নি, তাদের মধ্যে আমীনুল ভাই ছিলেন অন্যতম। ফলে একাধিকবার শোকজ করা হলেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল আদর্শ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আত-তাহরীককে আমরা কখনো হাতছাড়া করিনি।

অতঃপর ২০০৯ সালে মাদ্রাসা দখলের ষড়যন্ত্র শুরু হ'লে এমনকি ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী দিয়ে মাদ্রাসার কক্ষসমূহ তালাবদ্ধ ও সীলগালা করার কারণে যে চরম অস্থিরতা বিরাজ করেছিল সে সময়েও তিনি বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২০১৫ সালে মারকাযে তথাকথিত ছাত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। আমাদের সার্বক্ষণিক পরামর্শের সাথী ছিলেন তিনি।

'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তক্রমে তাঁকে মারকাযের সেক্রেটারী মনোনীত করা হ'লে তিনি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনে তিনি নীতির উপরে অটল থাকতেন। এটাকে অনেকে তার কঠোরতা মনে করত। বাস্তবে তিনি নিয়ম-শৃংখলার ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে যা হওয়া অত্যাবশ্যক। মারকায পরিচালনা কমিটির একজন সদস্য হওয়ায় তাঁর প্রায় সকল কাজের সাথেই আমার সংশ্লিষ্টতা ছিল। বছরের শুরু ও শেষে প্রতিষ্ঠানের কাজে অনেক বেশী ব্যস্ত থাকতে হ'ত আমাদের। নতুন ভর্তি পরিকল্পনা, আসন সংখ্যা নির্ধারণ, ফী ধার্যকরণ, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি কাজগুলো দিনরাত দু'জনে একসঙ্গে বসে করতাম। আমি ল্যাপটপে কাজ করতাম, আর তিনি পাশে বসে নির্দেশনা দিতেন। এই স্মৃতি প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের। ভর্তি পরীক্ষার দিনের দৃশ্য ছিল খুবই করুণ। আসন সংখ্যার ৪/৫ গুণ বেশী পরীক্ষার্থীর চাপ, অভিভাবকদের অনুরোধ শুনতে শুনতে রীতিমত নাজেহাল অবস্থা। সে সময় মারকাযের সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।

তাছাড়া মারকাযের যেকোন নিয়োগ, অব্যাহতি, ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী-দাওয়া পূরণ, অভিযোগ-অনুযোগ যেকোন বিষয় তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে পরামর্শ করে করতেন। পরিবারের চাইতে প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নিয়ে বেশী চিন্তিত থাকতেন তিনি। যেকোন দুঃসংবাদে তাঁর রাতে ঘুম হ'ত না। তিনি বলতেন, কোন খারাপ খবর পেলে দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না। দুশ্চিন্তা তাঁর চেহারাতেও ফুটে উঠত।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের সর্ববৃহৎ জমায়েত হচ্ছে বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা। দু'দিন ব্যাপী এই ইজতেমায় প্রায় লাখো জনতার সমাবেশ ঘটে। এই বিশাল আয়োজনের একটি বড় অংশ হচ্ছে 'খাদ্য বিভাগ'। বছরের পর বছর তিনি এই বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ও দক্ষতাপূর্ণ পরিচালনায় খাদ্য বিভাগে এ যাবত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে এসেছে। একইভাবে বার্ষিক কর্মী সম্মেলন সহ যেকোন অনুষ্ঠান-আয়োজনে তাঁর সরব পদচারণা ও দায়িত্ব পালন এখন কেবলই স্মৃতি।

আমীনুল ভাইয়ের সাথে আমার স্মৃতিময় দিনগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২০১৯ সালের হজ্জের সফর। দীর্ঘ দেড় মাসের হজ্জ সফরে দু'জনের একসঙ্গে থাকা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, ইবাদত-বন্দেগী, তাওয়াফ-যিয়ারত সবই স্মৃতির পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বিমানে আসন, হোটেলে আবাসন, সর্বত্র বিচরণ ছিল এক সাথে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, তাহাজ্জুদ, তাওয়াফ-সাঈ, সবকিছুই হ'ত একসঙ্গে। মিনা, আরাফা, মুযদালিফার কষ্টকর সফরেও ছিলাম একত্রে একসঙ্গে। মক্কা থেকে জেদ্দায় দুই বারে ৬দিন অবস্থান ও দাওয়াতী কাজে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান, বক্তব্য প্রদান ছিল এক সাথে। তাঁর এই বিদায় মেনে নেয়া তাই আমার জন্য ভীষণ কষ্টের।

উল্লেখ্য, আমীনুল ভাইয়ের ঐবছর হজ্জ করার কোন ইচ্ছা বা প্রস্তুতি ছিল না। আমার যাওয়ার কথা শুনে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে একজনের রিপ্লেসমেন্টে তাঁর হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। কাযী হজ্জ কাফেলার স্বত্ত্বাধিকারী কাযী হারূণ ভাই এই ব্যবস্থা করে দেন। সে বছর হজ্জ না করলে হয়তো তাঁর আর হজ্জ করার সৌভাগ্য হ'ত না। কেননা পরের বছর থেকে করোনা মহামারীর কারণে হজ্জ বন্ধ আছে। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ অনুগ্রহ। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

আমীনুল ভাই একাধারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর সেক্রেটারী, ইসলামিক কমপ্লেক্স-এর কোষাধ্যক্ষ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির সদস্য ও 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক ও তিন তিন বারের সভাপতি এবং রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বিদায়ে সংগঠন একজন যোগ্য সংগঠক ও দায়িত্বশীলকে হারালো। আমরা হারালাম একজন উত্তম সাথী এবং পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে।

২০২১ সালের শুরু থেকে তিনি অসুস্থতাবোধ করেন। প্রথমে

কয়েক মাস রাজশাহীতে চিকিৎসা নেন। ডাক্তার পরিবর্তন করা হয় দু'এক দফা। শারীরিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যেতে থাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 'লিভার সিরোসিস' ধরা পড়ে। উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় ঢাকার ল্যাব এইড হাসপাতালে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে 'কোলন ক্যান্সার'। ব্যয়বহুল হ'লেও এক বুক আশা নিয়ে অপারেশন করা হয়। স্বল্প মাত্রার দু'টি কেমো থেরাপীও দেওয়া হয়। কিন্তু শরীর দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে থাকে। ওযন হ্রাস পেয়ে এতটা নীচে নেমে আসে যে কেমো গ্রহণের শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে ঢাকা মেডিকেল থেকে ফেরত দেওয়া হয়। নিয়ে আসা হয় রাজশাহী মারকাযে। গ্রামের বাড়ী যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি নিষেধ করেন। বলেন, মারকাযেই থাকবেন। তিনি মারকায চত্বরে থেকেই চির বিদায় নেওয়ার একটা মানসিক প্রস্তুতি যেন নিয়েছিলেন। সেকারণ নিজ জন্মস্থানেও যেতে চাননি। এমনকি ঢাকা থেকে রাজশাহী আসার জন্যও আমীরে জামা'আতের পরামর্শ ও নির্দেশনা চান। নেতৃত্বের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন জীবনের শেষ মুহূর্তেও।

তাঁর সাথে আমার বর্ণাঢ্য স্মৃতিময় ইতিহাসের শেষ পর্বটি ছিল মৃত্যুর পর তাঁর গোসল দেওয়া। জীবনের প্রথম মাইয়েতের গোসল দিয়েছিলাম আমার আব্বাকে ২০০৬ সালে। অতঃপর দ্বিতীয় মাইয়েত-এর গোসল ছিল আমীনুল ভাইয়ের। মারকাযের স্টাফ মুয্যাম্মিল হক সহ সকাল সাড়ে ৯-টায় আমীনুল ভাইকে সুন্নাতী পদ্ধতিতে গোসল দেই। গোসল দিতে গিয়ে তাঁর হাসিমাখা চেহারাটা ফুটে উঠে। যেন আমাদের দিকে মুখ ফিরে হাসছেন। আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করলাম এই ভেবে যে, নেককার বান্দার শেষ বিদায়টাও হাসি মুখেই হয়। অতঃপর গোসল সম্পন্ন হ'ল, কাফন পরানো হ'ল। মারকাযে বেলা ১২-টায় প্রথম ও তাঁর নিজ বাড়ীতে বেলা ২-টায় দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে মায়ের পাশে তাকে দাফন করা হ'ল। এভাবেই আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের অন্যতম সাথী বন্ধুবর আমীনুল ভাই। মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে স্থান দান করেন। সেই সাথে তাঁর পরিবার ও সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। -আমীন!!

দায়িত্বশীলতা ও আদর্শিকতার এক মূর্ত প্রতীক

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

১৪ই ডিসেম্বর ২০২১। দীর্ঘ কয়েক মাস রোগভোগের পর অবশেষে অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম শেষ বিদায়ের অন্তে পৌঁছে গেলেন। ২০১৫ সালে ঠিক একদিন আগে-পিছে গত হয়েছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম। কর্মমুখর জীবনের ছেদ ঘটিয়ে হঠাৎ যবনিকাপাত। মনে হয়, এই তো সাথেই রয়েছেন। ফোন করলেই বুঝি ওদিক থেকে ভেসে আসবে চিরচেনা কণ্ঠ- 'ভালো আছ?' তিনি আর নেই, আর কখনও তাঁর চেহারা মারকাযে দেখা যাবে না- এ কথা ভাবতে বড়ই অস্বাভাবিক লাগে। 'যুবসংঘে'র ছেলেদের প্রতি ভালোবাসার টানটা বোধ হয় একটু বেশীই বোধ করতেন। ২০০৯ সালে কেন্দ্রে প্রথমবার যখন আসি, মনে পড়ে সবাইকে পাঞ্জাবী দিয়েছিলেন নিজের পক্ষ থেকে। মাঝে-মধ্যে ছোটখাটো হাদিয়া-তোহফাও দিতেন। আন্দোলন-এর যুববিষয়ক সম্পাদক হিসাবে তো বটেই, এমনিতেই স্বীয় আন্তরিকতার জায়গা থেকে 'যুবসংঘে'র প্রায় সব ধরনের কর্মতৎপরতার সাথেই তিনি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। 'যুবসংঘে'র অভিভাবক হিসাবে আমরা দায়িত্বশীলরা তাঁকে দ্বিধাহীনচিত্তে পূর্ণ আস্থার সাথে ধারণ করে রেখেছিলাম। সাংগঠনিক বিষয়ে যেকোন পরামর্শ চাইতে গেলে সবার আগে আসত তাঁর নাম। সাংগঠনিক প্রশিক্ষণগুলোতে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। সূক্ষ্ম চিন্তা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, সুদূরপ্রসারী ধ্যান-ধারণা, কাজে লেগে থাকার ধৈর্য এবং সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠতার আবরণে তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ অভিভাবক। স্বার্থপরতার এই দুনিয়ায় এমন একজন নির্ভরযোগ্য মানুষের অভাব কি সহজে পূরণ হওয়ার মত?

ইস্তিকামাত যে কত কঠিন জিনিস, তা সময়ে সময়ে টের পাই। এই কঠিন কাজে সফল মানুষগুলোকে তাই আলাদা চোখেই দেখতে হয়। বার বার প্রয়োজনের মুহূর্তে, বিপদের ঘনঘটায়, যে কোন সমস্যার সমাধানে এই মানুষগুলো থাকেন ইস্পাতকঠিন ভূমিকায়...অনড়, অবিচল আস্থার প্রতীক হয়ে। ঠুনকো দুনিয়াবী স্বার্থের বলি হয়ে তারা কখনও আত্মবিসর্জন দেন না। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান না। নিজেকে কখনও মূল্যহীন হ'তে দেন না। ক্ষতি স্বীকার করে হ'লেও সবকিছুর ঊর্ধ্বে তারা নৈতিকতাকে স্থান দেন। ফলে তারা সামান্যের মধ্যেও হয়ে ওঠেন অসামান্য। সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ। অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ছিলেন তেমনই এক প্রগাঢ় দায়িত্বশীলতা ও আদর্শিকতার মূর্ত প্রতীক।

তিনি চলে গেলেন অনন্তের পথে। চাপিয়ে গেলেন উত্তরসূরীদের উপর দায়িত্বের বোঝা। নিভৃতচারী ছিলেন, মঞ্চের আড়ালে অনুঘটক হয়ে। ঢাল হয়ে অবিরাম ভরসার যোগান দিয়ে গেছেন। সবাই পেছনের মানুষ হয় না, হ'তে পারে না। তাঁর অভাব আমরা অনুভব করব অনুক্ষণ, যখন পেছনের মানুষটার ডাক পড়বে।

মৃত্যুটা সুন্দর ছিল। ক'দিন আগে মাসিক মিটিং ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের দিন সবার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য-করণীয় জানিয়ে দিয়েছেন। রাত্রির শেষ প্রহরে মৃত্যুক্ষণে পরিবার-পরিজনের সাথে সজ্ঞানে কালেমা পড়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কর্মময় জীবনকে ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। আমীন!

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

বিচ্ছেদ আবেদনের মধুর সমাপ্তি...

*মুতীউর রহমান**

মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছে বাদীনী মুনীরা বেগম।

যবানবন্দী দিতে আদালতের কর্মচারীর সহায়তায় হলফ পড়ছে 'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না'।

স্যার আমি মামলাটি প্রত্যাহার চাই।

-মামলা চালাবেন না কেন? প্রশ্ন করি আমি।

উনার সাথে আমার মিটমাট হয়ে গেছে, উত্তর দেয় বাদিনী।

-কিভাবে মিটমাট হ'ল, সংসার করছেন?

-না স্যার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

কতদিন হ'ল ছাড়াছাড়ি হওয়ার?

-প্রায় এক মাস।

বাদিনীর সাথে কথা বলার সাথে সাথে আরজির পাতায় পাতায় চোখ চলছে নির্নিমেষ গতিতে। তৃতীয় পাতায় মুনীরার তিন বছরের শিশু সন্তানের জায়গায় এসে চোখ আটকে যায় আমার।

-বাচ্চাটি কোথায়?

-ওরা নিয়ে নিয়েছে।

-আপনি নিলেন না কেন?

-আমাকে দেয়নি।

মুহূর্তেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মুনীরার সদ্য সাবেক স্বামীর দিকে চোখ তুলে দেখি তার কোলেও বাচ্চা নেই।

স্বামীকে জিজ্ঞেস করি আলভী কোথায়?

-বাইরে আমার মায়ের কোলে; আসামীর সাহসিকতাপূর্ণ উত্তর।

'আদালত বাচ্চাটিকে দেখতে চায় ভিতরে আনা হোক' খুব আদেশ দিতে ইচ্ছে করে আমার।

কিছুক্ষণ পরে আলভী তার দাদীর কোলে চড়ে আদালতে প্রবেশ করে।

কনকনে শীতে আলভীর মুখ কালো হয়ে গেছে।

একবার আলভীর দিকে আর একবার তার পিতা-মাতার দিকে পুনঃ পুনঃ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি।

কাউকে কিছু বলতে পারি না।

আলভীর মাকে জিজ্ঞেস করি- সংসারটা হ'ল না কেন?

-স্যার ওরা খালি যৌতুক চায় আর মারে।

একই কথা বলি আলভীর পিতাকে। সে বলে আমি যৌতুক চাইনি স্যার। সে খালি কারণে-অকারণে বাপের বাড়ি চলে যায়, কথা শুনতে চায় না।

এবার উভয়কেই জিজ্ঞেস করি- আলভীর কি দোষ?

কেউ কোন জবাব দিতে পারে না। আদালতে তখন পিনপতন নীরবতা। আলভীর দাদীকে বলি আলভীকে তার মায়ের কোলে দিতে।

মাকে দেখতে পেয়ে দুই হাত প্রসারিত করে আলভী। কোলে চড়ে মায়ের গাল নাড়তে থাকে, বুকে মাথা রাখে আর একটু করে হাসে। তৃপ্তির হাসি। মনে হয় পানি থেকে ডাঙ্গায় তুলে আনা মাছ আবার লাফিয়ে পানিতে চলে গেল। আমার চোখ আর কিছুতেই বাধা মানে না। লোকভর্তি আদালতে বেশ কয়েকবার কেঁদেছি আমি। কিন্তু সেটা নীরবে। চোখের পানি অনেকবার আড়াল করার চেষ্টা করেও আর পারা গেল না। আদালতের মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকলাম কিছুক্ষণ।

আলভী তার মায়ের কোলে খেলা করছে। ওর বাবা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

মিনিট পাঁচেক পর আলভীর পিতা-মাতাকে বিনয়ের সুরে বলি- সংসারে ছোটখাটো ঝগড়ার কারণে আলভী খুব কষ্ট পাচ্ছে। আপনারা আলভীকে কষ্ট দেবেন না।

...কান্না সংক্রামক। আলভীর পিতা-মাতাও কাঁদতে থাকে।

মুখ তুলে আকাশের পানে চেয়ে বলি হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর। আর সাহায্য কর এই ছোট্ট আলভীকে।

অবশেষে তারা আবার সংসার করতে রাযী হয়।

কয়েকজন আইনজীবী এগিয়ে আসে। আমাকে সহায়তা করে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তালাক দেয়া আলভীর পিতা এসে হাত ধরে মুনীরার। আমার সাথে সাথে বলে- 'আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম'।

খুশিতে আলভী বাবা-মা দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরে।

-মামলা নয়, তালাক প্রত্যাহার হ'ল।

অন্যান্য মামলার শুনানি শেষে প্রায় দুই ঘন্টা পরে আদালত থেকে নেমে কোর্টের নাজিরকে সাথে নিয়ে সোজা চলে যাই বাজারে।

আলভীর জন্য একটা সোয়েটার কিনি।

ফিরে এসে দেখি আলভী নেই। ওর মা-বাবার সাথে চলে গেছে...

আলভীকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ খারাপ লাগে আমার।

আলভী মনে হয় এখন খেলা করছে ওর বাবা-মার সাথে। আলভীকে দেখতে পেতে আমাকে আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে, মামলার পরবর্তী তারিখ না আসা পর্যন্ত....।

সত্যি বলতে কি, আমরা যারা বিচারকের দায়িত্ব পালন করি, তাঁরাও কারো না কারো পিতা। আমাদেরও সন্তান আছে, পরিবার আছে। দিন শেষে আমরাও ফিরে যাই আমাদের আলভীদের কাছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেকের আদরের ধন মায়াময় আলভীদের ভালো রাখুন! সবসময় সেই দো'আ করি।

[ধন্যবাদ দরদী বিচারককে! আল্লাহ তার বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিন-আমীন! (স.স.)]

* *অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ), পঞ্চগড়।*

চুই ঝালের চাষ পদ্ধতি

কৃষির নতুন সম্ভাবনা চুইঝাল লতাজাতীয় এক অমূল্য সম্পদ। প্রাকৃতিকভাবে এটি ভেষজগুণ সম্পন্ন গাছ। এটি গ্রীষ্ম অঞ্চলের লতাজাতীয় বনজ ফসল হ'লেও দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশে খুব ভালোভাবে জন্মে। বিশেষ করে ভারত, নেপাল, ভুটান, বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড চুইচাষের জন্য উপযোগী। প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চুইঝালের আবাদ হয়ে আসছে। আমাদের দেশের কিছু আগ্রহী চাষী নিজ উদ্যোগে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক দিন আগ থেকেই চুইঝাল চাষ করে আসছেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরায় চুইঝাল বেশ জনপ্রিয় এবং দেশের সিংহভাগ চুইঝাল সেখানেই আবাদ হয়।

চুইয়ের ব্যবহার : চুইলতার শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল সব অংশই ভেষজগুণ সম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পুরো গাছ উপকারী। চুইঝালের কাণ্ড, শিকড় ও পাতার বোঁটা রান্নার সাথে ব্যঞ্জন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় মাছ বা যেকোন গোশতের সাথে খাওয়া যায়। আঁশযুক্ত নরম কাণ্ডের স্বাদ ঝালযুক্ত। কাঁচা কাণ্ডও অনেকে লবণ দিয়ে খান। ছোলা, ভাজি, আচার, হালিম, চটপটি, ঝালমুড়ি, চপ ও ভর্তা তৈরীতে চুইঝাল ব্যবহৃত হয়। মোটকথা মরিচ, গোলমরিচ ঝালের বিকল্প হিসাবে যেকোন কাজে চুইঝাল ব্যবহার করা যায়। ব্যবহারকারীরা বলেন, এটি তরকারীতে ব্যবহার করলে তরকারীর স্বাদ বেড়ে যায়। কাঁচা অবস্থায় চিবিয়েও চুই খাওয়া যায়। চুইয়ের লতাকে শুকিয়ে গুঁড়া করেও দীর্ঘদিন রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যায়।

ঔষধি গুণ : চুইঝালে আছে অসাধারণ ঔষধিগুণ। চুইঝাল (১) গ্যাস্ট্রিক সমস্যার সমাধান করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে (২) খাবারের রুচি বাড়াতে এবং ক্ষুধামন্দা দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে (৩) পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহে উপকার করে (৪) স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও মানসিক অস্থিরতা প্রশমন করে (৫) ঘুমের ওষুধ হিসাবে, শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে এবং শরীরের ব্যথা নিরাময় করে (৬) সদ্য প্রসূতি মায়েদের শরীরের ব্যথা দ্রুত কমাতে ম্যাজিকের মতো সাহায্য করে (৭) কাশি, কফ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া ও রক্তস্বল্পতা দূর করে। এছাড়া আরও বহুবিদ ভেষজগুণ সম্পন্ন ফসল চুইঝাল।

চাষপদ্ধতি :

জমি ও মাটি : চুইঝালের জন্য আলাদা কোন জমির প্রয়োজন নেই। সাধারণ ফলবাগান বা বৃক্ষ বাগানের জমির উপযুক্ততাই চুইয়ের জন্য উপযুক্ত। শুধু খেয়াল রাখতে হবে বর্ষায় বা বন্যায় যেন চুইঝাল গাছের গোড়ায় পানি না জমে।

রোপণের সময় : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) এবং আশ্বিন-কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) মাস এ দু'বার হ'ল চুইঝালের লতা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বংশবিস্তার : বীজ ও লতার কাটিং দিয়ে বংশবিস্তার করা যায়। তবে লতার কাটিংয়ে বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় এবং ফলন দ্রুত পাওয়া যায়। বীজ থেকে বংশবিস্তার জটিল, সময়সাপেক্ষ বলে আমাদের দেশে শুধু লতা থেকে বংশবিস্তার করা হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সবক'টি নার্সারিতে চুইঝালের চারা পাওয়া যায়।

কাটিং শোধন : ভালো বালাইমুক্ত আবাদের জন্য চুইঝালের কাটিং তৈরি চারা রোপণের আগে অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। ১ লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স/নোইন/ব্যাভিস্টিন বা অন্যকোন উপযুক্ত রাসায়নিক মিশিয়ে কাটিং ৩০ মিনিট চুবিয়ে রাখার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে কাটিং রোপণ করতে হবে। এতে পরবর্তীতে রোগ পোকার আক্রমণ হয় না বা অনেক কম হয়। লতা ভালোভাবে বেড়ে উঠে।

সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা : চুই চাষে চাষীরা সাধারণত কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন না। পোড় বা শাখা রোপণের আগে গর্তে পচা আবর্জনা, ছাই বা গোবর ব্যবহার করেন। তবে কেউ কেউ কোথাও কোথাও কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী সাধারণ হারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি বর্ষার আগে ও পরে গাছের গোড়া থেকে ১ হাত দূরে প্রয়োগ করেন। শুকনো মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্তত সপ্তাহে ১ বার গাছের গোড়ায় সেচ দিলে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে। আর বর্ষাকালে চুইঝালের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়।

বাউনি দেয়া : চুইঝাল যেহেতু লতা জাতীয়, তাই এর জন্য আরোহণের সাপোর্ট লাগে। সেক্ষেত্রে আম, কাঁঠাল, জাম, সুপারি, নারিকেল, মেহগনি ও কাফলা (জিয়ল) গাছ বাউনি হিসাবে চুই চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাউনি না দিলেও মাটিতে বাড়তে পারে। বিশেষ করে অন্যান্য দেশে মাটিতে কোন বাউনি ছাড়া চুইঝালের চাষ হয়। তবে এক্ষেত্রে বর্ষা মৌসুমে গাছের লতার বেশ ক্ষতি হয়। কৃষকের মতে আম, কাঁঠাল ও কাফলা গাছে চাষকৃত চুই খুব সুস্বাদু হয়। আরোহী গাছের গোড়ায় সামান্য গোবর মাটি মিশিয়ে লতার ১টি গিট মাটির নীচে রোপণ করলে ক'দিন পরেই বাড়তে শুরু করে। ১০ থেকে ১২ মাসের মধ্যেই লতা কাটা যায়। সাধারণ যত্নেই চুই বেড়ে ওঠে। খুব বেশী ব্যবস্থাপনা ও যত্নের প্রয়োজন হয় না।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : চুই লাগানোর বা রোপণের ১ বছরের মাথায় খাওয়ার উপযোগী হয়। তবে ভালো ফলনের জন্য ৫-৬ বছর বয়সের গাছই উত্তম। সে মতে ৪-৫ বছর অপেক্ষা করা ভালো। হেক্টরপ্রতি ২.০ থেকে ২.৫ মেট্রিক টন ফলন পাওয়া যায়। ৫-৬ বছরের একটি গাছ থেকে বছরে প্রায় ১৫ থেকে ২৫ কেজি পর্যন্ত চুইঝাল লতার ফলন পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : নার্সারী শিল্পে চুইঝাল একটি মূল্যবান উপাদান হিসাবে বিশেষ বিবেচনা করা যায়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এরই মধ্যে চুই লতার চারা উৎপাদন বাণিজ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় চুই প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে। বর্তমানে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে চুইয়ের আবাদ এবং বাযার রমরমা। শুকনো এবং কাঁচা উভয় অবস্থায় চুই বিক্রি হয়। বর্তমানে প্রতি কেজি কাঁচা চুইঝাল লতা অঞ্চল ভেদে ৭০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। তবে শাখা ডাল থেকে শিকড়ের ডালে ঝাল বেশী হয় বলে এর দামও একটু বেশী। শুকনো চুইয়ের দাম কাঁচার চেয়ে আরও ২-৩ গুণ বেশী। ১৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত।

একজন সাধারণ কৃষক মাত্র ২-৪টি চুই গাছের চাষ করে নিজের পরিবারের চাহিদা মিটাতে পারেন। বেশী ফলনের মাধ্যমে নিজের চাহিদাও মিটিয়ে বাড়তি আয় করতে পারেন। বাংলাদেশে মরিচের বদলে চুইঝালের চাষের বিস্তার ঘটিয়ে হাযার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। অবাক করা বিষয় হ'ল যে খুলনার চুই দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও রফতানী হচ্ছে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ভাবছ কিরে মনা

এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বাঁচবে কত ষাট-পঁয়ষট্টি
নয়তো সত্তর আশি!
একশ' বছর বাঁচ যদি
বলবে না আর বাঁচি।
অতি ছোট আয়ুষ্কাল
ভাবছ কিরে মনা!
মায়ার পৃথিবী ছাড়তেই হবে
হিসাব ঠিকই গণা।
দম্ভ যত অহংকারের
দাপট যত টাকার,
মরণ তোমার হবেই একদিন
দুনিয়া চিরদিন নয় থাকার।
ভাবছ ছালাত করবে আদায়
আজ অথবা কাল
এই ভাবনায় বয়স তোমার
করলে কত পার!
ছালাত বিনে ভোগ বিলাসে
কাটাও যত তুমি,
কাল হাশরে খাতা তোমার
হবে মরুভূমি।
থাকতে সময় মরার আগে
সাজাও মাটির ঘর
আমল দিয়ে আলোকিত কর
অন্ধকার কবর।

হে মুসলমান!

আব্দুল হাসীব
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হে মুসলমান!
তুমি জেগে ওঠ তোমার সেই অদম্য সাহস নিয়ে
যে সাহসের তরে সকলে কুর্ণিশ করে
করে হাযারো সালাম।
হে মুসলমান!
তুমি দুর্গম-বন্ধুর পথ পেরিয়ে
জীবনের বিলাসিতা কাটিয়ে
নির্ভয়ে সামনে চল এগিয়ে
হৃদয় জাগানিয়া বাঁশি বাজিয়ে
জ্ঞানদীপ্ত কর পৃথিবীর এই বুক।
হে মুসলমান!
তুমি লোক-লশকর সবকিছুকে পেরিয়ে
সামনে এগিয়ে চল নির্ভয়ে
তুমি লোকপাল সেঝে আর বসে না থেকে
দুর্জয় হয়ে ফিরে এসো স্বাধীন বেশে।
হে মুসলমান!
তুমি থেমো না আর কিঞ্চিৎ পরিমাণ
তুলে নেও হাতে ইসলামের নিশান
সাইমুম হয়ে সম্মুখে হও আগুয়ান।
হে মুসলমান!
মেনে নেও এ নিরন্তর আহ্বান
কেননা তুমিই জাগরণের নওজোয়ান
তোমার হাতেই আসবে বিজয়
উড়বে সর্বত্র দ্বীনের নিশান।

মিছে দুনিয়া

আবু সুফিয়ান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মিছে দুনিয়ার অলিক ভাবনা
ভাবছো তুমি যতনে
সকল ভাবনা শেষ হবে তোমার
হঠাৎ আসা মরণে।
এই দুনিয়ায় আছি মোরা
সবাই নিজ স্বাধীন
একবারও ভাবনি দুনিয়ার সবাই
আমরা আল্লাহ্‌র অধীন।
ডুবে থেকো না আর দুনিয়ার মোহে
ফিরে এসো কুরআনের পথে!
কুরআন-হাদীছ না মানলে
মুক্তি মিলবে না আখেরাতে।
সবাইকে একদিন এই পৃথিবী
ছাড়তে হবে প্রভুর হুকুমে
সকল বিধান ছেড়ে দিয়ে
জীবন গড় অহি-র বিধানে।

তাক্বওয়া

আব্দুল ক্বাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

তাক্বওয়া মুমিন জীবনের মূলধন
পরকালে মুক্তির একমাত্র উপকরণ।
তাক্বওয়া বৃদ্ধিতে কর কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসরণ
পাপ কাজ ছেড়ে দিয়ে নেকীর কাজকে কর বরণ।
ছালাত-ছিয়াম হজ্জ ও যাকাত
সাধ্যমত করবে আদায়।
এগুলির মাধ্যমে তাক্বওয়া বৃদ্ধি কর
পাপরাশি যেন ধুয়ে-মুছে যায়।
সূদ-ঘুষ আর যেনা-ব্যভিচার
মদ জুয়া হিরোইন ফেন্সিডিল আর মিথ্যাচার,
লুডু, কেরাম, ফ্রি ফায়ার আর পাবজি গেমে
এসবে মত্ত থাকলে তাক্বওয়া যায় কমে।
তাইতো বলি তাক্বওয়া হ'ল মুমিন জীবনের ভূষণ
পাপের কারণে এটা হয় না যেন দূষণ।
শত কষ্টের মাঝেও মোরা শারঈ বিধান করব পালন
ইবাদতের সাথে সাথে মোরা মৃত্যুকে করব স্মরণ।
তবেই মোরা হ'তে পারব প্রকৃত পরহেযগার
কঠোরভাবে দমন করব ইবলীসী ওয়াসওয়াসার।
যে সর্বদা ওয়াসওয়াসা দেয় মানুষের অন্তরে
হে আল্লাহ! মোরা তাক্বওয়াশীল হ'তে চাই
তুমি তাওফীক দাও তোমার সকল বান্দারে।

স্বদেশ

ধানের নাম 'ফাতেমা', ফলন বিঘায় ৫০ মণ!

ধানের নাম 'ফাতেমা'। ফলন বিঘা প্রতি ৫০ মণ। নওগাঁ অঞ্চলে সাড়া ফেলেছে ব্যাপক। যেলার মান্দা উপযেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক কৃষকের চাষ করা 'ফাতেমা' জাতের ধান ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর প্রতিটি শীষে পাওয়া গেছে প্রায় এক হাযারটি ধান। দেশে উৎপাদিত প্রচলিত জাতের ধানের চেয়ে এই ধানের ফলন প্রায় তিনগুণ।

মান্দা উপযেলার গণেশপুর ইউনিয়নের দোশতীনা গ্রামের সৌখিন কৃষক আশরাফুল ইসলাম বশীর পেশায় নওগাঁ জজ কোর্টের আইনজীবী। একই সঙ্গে আধুনিক চাষাবাদে রয়েছে তার ব্যাপক আগ্রহ। গতানুগতিক কৃষির পরিবর্তে নতুন জাতের এ ধান উৎপাদনে তিনি সাফল্য পেয়েছেন। লাভজনক হওয়ায় তার মতো এলাকার অনেকেই এখন এই নতুন জাতের ধান চাষের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

দেখতে ব্রি-২৮ ধানের মতো এই জাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বশীর জানান, অন্য ধানের মতোই তিন মৌসুমে এ ধানের চাষ করা যায়। তবে বোরো মৌসুমে এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। গাছের উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট, যা অন্য ধানের তুলনায় বেশী। গাছগুলো শক্ত হওয়ায় হেলে পড়ে না। আর এক একটি ধানের শীষে ৭৫০-১০০০টি করে ধান হয়। সাধারণ ধানের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশী। ফলে এর উৎপাদনও অনেক বেশী। চলতি মৌসুমে তিনি দেড় বিঘা জমিতে প্রায় ৭৫ মণ ধান পেয়েছেন। এধানে রোগ ও পোকামাকড়ের হার তুলনামূলক কম এবং ধানটি ঝড়, খরা এবং লবণাক্ততা সহনীয়। এছাড়া এর চাল খুব চিকন ও ভাতও খেতে সুস্বাদু।

জানা গেছে, বাগেরহাট যেলার লেবুয়াত শেখ (৪০) নিজেদের জমিতে ২০১৬ সালে প্রথম ঐ ধান চাষ করেন। ঐ বছর বোরো মৌসুমে তার বাড়ির পাশে জমিতে হাইব্রিড আফতাব-৫ জাতের ধান কাটার সময় তিনটি ভিন্ন জাতের ধানের শীষ তিনি দেখতে পান। ঐ তিনটি শীষ অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বড় এবং শীষে ধানের দানার পরিমাণও অনেক বেশী ছিল। এরপর ঐ ধানের শীষ তিনটি বাড়িতে এনে শুকিয়ে বীজ হিসাবে ব্যবহার করে এ ধান চাষ শুরু করেন। তিনি তার মায়ের নামানুসারে নাম না জানা এই ধানের নাম রাখেন 'ফাতেমা ধান'।

যেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপপরিচালক কৃষিবিদ শামসুল ওয়াদূদ বলেন, 'ঐ ধানের ফলন শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্বকে তাক লাগাতে পারে। এত বেশী ফলন পাওয়া যায়, এমন কোন জাতের ধান দেশে আছে বলে আমার জানা নেই'। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে সারা দেশে এই ধান চাষ করা যাবে। এটা সম্ভব হ'লে বার্ষিক উৎপাদন পাঁচ কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশে তৈরী হ'ল ধান কাটার যন্ত্র

দেশেই ধান কাটার যন্ত্র তৈরী করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রি হোলফিড কম্বাইন হারভেস্টার'। ব্রির জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আশরাফুল আলমের নেতৃত্বে সাত-আটজনের দল গবেষণা করে যন্ত্রটি ছয় মাসের চেষ্টায় তৈরী করেন। আশরাফুল আলম বলেন, এই যন্ত্রের ধান কাটার ক্ষমতা একই ধরনের বিদেশী যন্ত্রের তুলনায় বেশী। এটি দেশের ছোট ছোট জমিতে ব্যবহারের উপযোগী। ফসল কাটার সক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশী।

গবেষক দলের সদস্যরা জানান, ব্রি হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের ইঞ্জিনটি বিদেশ থেকে আনা। অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে তৈরী। এর ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৮৭ হর্স পাওয়ার। ঘণ্টায় যন্ত্রটি তিন-চার বিঘা জমির ধান কাটতে পারে। জ্বালানী খরচ হয় ঘণ্টায় সাড়ে তিন থেকে চার লিটার। ধান কাটার পর ফসল নষ্ট হওয়ার পরিমাণ শতকরা এক ভাগের কম। বিদেশী ইয়ানমারসহ বিভিন্ন কম্বাইন হারভেস্টারের দাম ২৫-৩০ লাখ টাকা, সেখানে এ যন্ত্রের দাম ১২ থেকে ১৩ লাখ টাকা।

সিগারেট ছেড়ে ৭ বছরে সঞ্চয় প্রায় আড়াই লাখ টাকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপযেলার একটি দোকানের মালিক মুহাম্মাদ শাহীন। ৩৫ বছর বয়সী এ যুবক একসময় নিয়মিত ধূমপান করত। এর পেছনে প্রতিদিন তার ব্যয় হ'ত ৫০ টাকা বা তার বেশী। এতে তার নিজের দোকান থেকে করা আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ চলে যেত। ধূমপানের এ অভ্যাস কোনভাবেই মানতে পারছিল না তার স্ত্রী। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে কাজ না হ'লেও ৭ বছর পূর্বে একদিন রাতে এ নিয়ে কান্নাকাটির এক পর্যায়ে মন গলে যুবকের। ঐ রাতেই সে প্রতিজ্ঞা করে ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ধূমপান করেনি সে। সিগারেট ছাড়ার পরদিন থেকে স্ত্রী ধূমপানের পিছনে প্রতিদিন যে ব্যয় হ'ত তা পাঁচটি মাটির ব্যাংকে জমা করতে থাকে। অতঃপর গত ৬ই জানুয়ারী তা ভেঙ্গে ২ লাখ ৪৫ হাযার ৯৫ টাকা পাওয়া যায়। দুই সন্তানের জনক শাহীন জানান, সাত বছর আগেও তিনি দৈনিক কমপক্ষে ৫০ টাকার সিগারেট সেবন করতেন। এতে দোকানের আয়ের টাকা নষ্ট হ'ত। আমি ভাবতেই পারিনি, এত টাকা জমবে।

[পুণ্যশীলা স্ত্রীকে ধন্যবাদ! এরূপ স্ত্রী ঘরে ঘরে থাকলে দেশের গৃহগুলি শান্তির গৃহে পরিণত হ'ত। তবে আল্লাহ্র ভয়ে শাহীন কাজটি করলে তিনি প্রভূত নেকীর অধিকারী হ'তেন। যেকোন অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহ্র নামে তওবা করা উচিৎ (স.স.)]

গোখাদ্য থেকে সুস্বাদু গুড়!

গোখাদ্য চুইন্না থেকে মাদারীপুরের শিবচরের চরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তৈরী হচ্ছে সুস্বাদু গুড়। ব্যতিক্রমী স্বাদের এই গুড় কিনতে আশপাশের বিভিন্ন উপযেলা থেকে মানুষ পদ্মার চরাঞ্চলের বাড়িগুলিতে প্রতিদিনই আসছে। আর এই গুড় তৈরী করে অনেকেই বাড়তি আয় করে পরিবারের চাহিদা মেটাচ্ছে।

জানা যায়, উপযেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মানুষ মাঠ থেকে গোখাদ্য চুইন্না কেটে বাড়ি আনছে। তারপর সেই চুইন্না থেকে পাতা কেটে গরুকে খাওয়াচ্ছে। আর চুইন্না গাছটি ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে চরজানাজাত ইউনিয়নের হাওলাদারকান্দি গ্রামের ইব্রাহীমের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। ইব্রাহীম স্যালো মেশিনের তৈরী এক ধরনের মেশিনে চুইন্না ভেঙ্গে তা থেকে রস বের করে দিচ্ছে। স্থানীয়রা বাড়িতে বসে সেই রস চুলায় জ্বালিয়ে তা থেকে তৈরী করছে সুস্বাদু গুড়। যা কিনতে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ভাঙ্গাসহ আশপাশের বিভিন্ন উপযেলা থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছেন। ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। গোখাদ্য চুইন্না থেকে তৈরী এই সুস্বাদু গুড় বিক্রি করে স্থানীয়রা বাড়তি আয় করছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, আমরা প্রথমে শখের বসে চুইন্না ধুয়ে শিল পাটায় বেটে রস তৈরী করে তারপর গুড় তৈরী করতাম। দেখতাম গুড় খুবই সুস্বাদু হচ্ছে। পরে ইব্রাহীমের কাছে চুইন্না ভাঙ্গিয়ে গুড় তৈরী করে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা কেজি দরে বিক্রি করি। কারণ অন্যান্য গুড়ের চেয়ে এই গুড় খেতে অনেক সুস্বাদু।

বিদেশ

৬ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটিই বন্ধ করে দিল জার্মানী

জার্মানী তাদের শেষ ছয়টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে তিনটিই বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর দিকে ঝুঁকতে থাকা দেশটি অবশেষে পারমাণবিক শক্তি থেকে পুরোপুরি সরে আসারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক প্রকল্পে দুর্ঘটনার পর তাদের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গতি বেড়ে যায়। ভূমিকম্প ও এরপর হওয়া সুনামিতে জাপানের উপকূলীয় ঐ প্রকল্পটি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিলের পর জাপানের ফুকুশিমার দুর্ঘটনা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক পারমাণবিক বিপর্যয়।

জানা গেছে ৩৫ বছর যাবৎ চলমান থাকার পর গত ৩১শে ডিসেম্বর রাতে ব্রোকডর্ফ, গোনডা ও গুনথ্রামিংএন সি এর পারমাণবিক চুল্লিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেষ তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, ইজা ২, এমসলাণ্ড ও নেখাভেস্টটাইম ২- ২০২২ সালের শেষে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

[অথচ বাংলাদেশ সরকার বিশেষজ্ঞদের শত আপত্তি সত্ত্বেও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অবকাঠামোগত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যে রাশিয়া নিজের দেশের চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা এড়াতে পারেনি, তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব। ভবিষ্যতে যদি এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহ'লে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতির এই ছোট্ট দেশটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তাই এটি অনতিবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য পুনরায় আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)।]

করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে ৮ লাখের বেশী মানুষের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির নাম যুক্তরাষ্ট্র। এখন পর্যন্ত সংক্রমণ ও মৃত্যুতে বৈশ্বিক তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে দেশটি। এ পর্যন্ত সেখানে সাড়ে ৮ লাখেরও বেশী মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তছাড়িয়েছে ৬ কোটি। এরই মধ্যে গত মাস থেকে নতুন করে করোনায় মৃত্যু হার বাড়তে শুরু করেছে।

এ পর্যন্ত দেশটিতে যত লোক মারা গেছেন তাদের অধিকাংশই বয়স্ক এবং তাদের করোনার ভ্যাকসিন নেওয়া ছিল না। তাছাড়া ২য় বিশ্বযুদ্ধে যে পরিমাণ মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল, করোনায় এরই মধ্যে তার দ্বিগুণ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় পশ্চিমাদের বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী করা কাঠামো 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' অনেকটাই যেন ম্লান হয়ে গেছে। দুনিয়াব্যাপী এখন শুধু বেঁচে থাকার যুদ্ধ। সমগ্র দুনিয়ার মত তারাও এখন ব্যস্ত করোনাভাইরাস মোকাবিলায়। নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরীর পরিবর্তে তারাও এখন ব্যস্ত করোনাভাইরাস মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী ভ্যাকসিন উৎপাদনে। যুদ্ধ আর নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরী এখন যেন আর জাতীয় বীরত্বের প্রতীক নয়। বীরত্বের প্রতীক যেন টেকসই ও কার্যকর কোভিড ভ্যাকসিন।

[যালেমদের জন্য এরূপ শাস্তি পাওনা ছিল। আল্লাহ সেটাই দিচ্ছেন (স.স.)।]

কানাডায় বহমান পানি হঠাৎ জমে গেল!

পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। বরফের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পানির ধারা। হঠাৎ চোখের সামনেই বহমান সেই পানি হয়ে গেল বরফ! কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের স্কোয়ামিশ শহরের শ্যানন জলপ্রপাতের কাছে ঘটনাটি ঘটে। এটি একটি বিরল ঘটনা। ২০২১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিরল এই ঘটনাটি ঘটে। এই দিন শহরের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইতিপূর্বে ১৯৬৮ সালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

[দূর অতীতে মূসা ও খিযিরের ঘটনায় আমরা এর প্রমাণ পাই। যেখানে মূসার সাথী যুবকের থলে থেকে মাছ বেরিয়ে সমুদ্রে চলে যায় এবং তার যাত্রা পথ জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যায় (কাহফ ১৮/৬১, ৬৩ আয়াত; কুরতুবী) (স.স.)]।

মুসলিম জাহান

প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান-এর মৃত্যু

সঊদী আরবের সাবেক প্রধান বিচারপতি, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের আজীবন সদস্য এবং রাবেতা 'আলামে ইসলামীর সদস্য শায়খ ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-লুহাইদান গত ৫ই জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

শায়খ লুহাইদান ছিলেন সঊদী বিচারব্যবস্থার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিচারকার্যের সাথে সাথে তিনি ৫০ বছর যাবৎ ফৎওয়া প্রদান, দাওয়াহ কার্যক্রম ও দারস প্রদানের সাথে জড়িত ছিলেন। এছাড়া তিনি মাসিক 'রায়াতুল ইসলাম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

তাঁর রচিত বেশ কিছু গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল কুতুবু তারাজুমির রিজাল বায়নাল জারহি ওয়াত তা'দীল, আল-জিহাদু ফিল ইসলাম বায়নাত তলাবি ওয়াদ দিফা', নাক্বদু উছূলিশ শূয়ূ'ইয়াহ প্রভৃতি। বেশ কিছু গ্রন্থের উপর শায়খের দারস সিরিজও আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল শারহু কিতাবিত তাওহীদ, শারহু ক্বাওয়াইদে আরবা'আহ, শারহু আরবাঈন লিন-নববী, শারহু 'উমদাতিল আহকাম, শারহু 'উমদাতিল ফিক্বহ প্রভৃতি।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি (স.স.)।]

আফগান নারীদের জন্য যেসব নির্দেশনা দিয়েছে তালেবান

নারীদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা জারী করেছে তালেবান সরকারের সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত ২৬শে ডিসেম্বরে প্রকাশিত নির্দেশনা অনুযায়ী, আফগানিস্তানের নারীরা ৭২ কিলোমিটারের (৪৫ মাইল) বেশী দূরে একা যেতে পারবেন না। যেতে হ'লে সঙ্গে কোন মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে। এছাড়া কোন গাড়ি চালকও একাকী দূরে যেতে আগ্রহী কোন নারীকে তুলতে পারবে না।

এছাড়া টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রে নারীদের চেহারা প্রদর্শনও সীমিত করেছে তালেবান। ফলে এখন থেকে কোন নারী আর টিভি শো, নাটক বা চলচ্চিত্রে অংশ নিতে পারবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে অংশ নিলেও নারীকে অবশ্যই হিজাব পরতে হবে।

আরেক আদেশে নারীদের বিবাহ এবং তাদের সম্পত্তির অধিকারের নিয়ম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নারীদের জোর করে বিবাহ দেওয়া যাবে না এবং স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে বিধবা নারীদের অংশ থাকবে। তালেবানের মুখপাত্র যবীহুল্লাহ মুজাহিদ এই ফরমানের বিস্তারিত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামী অনুশাসন মেনেই চলব, আর্থিক নীতি বদলাব না : এরদোগান

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেছেন, ইসলামী নির্দেশনা মানতেই সূদের হার বাড়াচ্ছেন না। ডলারের বিপরীতে তুরস্কের মুদ্রা লিরার দাম পড়ে যাওয়ার মধ্যে এরদোগান জানান, তিনি আর্থিক নীতি বদলাবেন না। এরদোগানের এ বক্তব্যের পর লিরার দাম সামান্য বাড়ে। তুরস্কে এখন জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। মুদ্রাস্ফীতির হার ২০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও এরদোগান সেন্ট্রাল ব্যাংককে সূদের হার কমাতে বলছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই নীতির ফলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হ'লে সূদের হার বাড়াতে হবে। কিন্তু এরদোগান জানান, তিনি ইসলামকে অনুসরণ করেই চলবেন। সেজন্যই তিনি সূদের হার কম করতে বলেছেন। তবে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবেন এবং পেনশন তহবিলে আরও অর্থ দেবেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, একজন মুসলিম হিসাবে আমি সেটাই করব, যেটা আমার ধর্ম আমাকে করতে বলে। আর সেটাই আমার কাছে একমাত্র নীতিনির্দেশিকা।

[ধন্যবাদ প্রেসিডেন্টকে! আল্লাহ তাকে সফলতা দান করুন (স.স.)।]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম?

মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম? যুগ যুগ ধরে এই নিয়ে বিতর্ক চলেছে। গবেষকদের একটি অংশের দাবী মুরগী আগে এসেছে। আবার অপর একটি অংশ বলেন, মুরগী নয়, ডিমই আগে। কোনটি আগে তা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে গবেষণা চলেছে। সম্প্রতি সেই রহস্যের সমাধান করেছেন ব্রিটেনের শেফিল্ড এবং ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক। তাদের দাবী, ডিম নয়, মুরগীই আগে। আর সেটা প্রমাণসহ প্রকাশ্যে এনেছেন তারা।

গবেষকদের দাবী, ডিমের মধ্যে যে সাদা অংশটি থাকে তাতে ওভোক্লিডিন (ওসি-১৭) নামে প্রোটিন থাকে। আর ডিমের সৃষ্টিতে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই ওভোক্লিডিন প্রোটিন মুরগীর গর্ভাশয়ে পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত যে, প্রথমে মুরগী এসেছে। তারপর তার গর্ভাশয়ে ওভোক্লিডিন প্রোটিন তৈরী হয়েছে। সেই প্রোটিন থেকেই ডিমের সৃষ্টি। এখন মুরগী আগে আসা প্রমাণিত হ'লেও সেই মুরগী পৃথিবীতে প্রথম কিভাবে এল তা নিয়ে কোনও জবাব দিতে পারেননি গবেষকরা।

[এর জবাব আছে পবিত্র কুরআনে। যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক ও পরাক্রান্ত' (রা'দ ১৩/১৬)। মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ সকল প্রাণী ও বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতএব নিঃসন্দেহে মুরগী আগে জন্মেছে। যেমন মানুষ আগে সৃষ্টি হয়েছে, পরে তাদের সন্তানাদি হয়েছে (স.স.)।]

অ্যান্টার্কটিকার ছয় কোটি মাছের আবাসস্থলের সন্ধান লাভ

জীববৈচিত্রে ঘেরা সাগরতলের বহু কিছু আমাদের অজানা। সাগরতলের সেই রহস্যময় জগৎকে জানার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষকেরা। সম্প্রতি সেই চেষ্টায় মিলেছে দারুণ এক সাফল্য। গবেষকেরা সাগরতলে মাছের বিশাল এক আবাসস্থলের সন্ধান পেয়েছেন। তারা একে ইউরোপের দেশ মাল্টার (৩১৬ বর্গকিলোমিটার) প্রায় সমান বলছেন। মাছের এই বিশাল আবাসের সন্ধান পাওয়া গেছে অ্যান্টার্কটিকার বরফে ঢাকা ওয়েডেল সাগরে। ওই আবাসে প্রায় ছয় কোটি মাছের বাস। খবরে বলা হয়, আইসফিশ বা বরফ অঞ্চলের মাছের অনন্য এই আবাসকে বিশ্বের বৃহত্তম বলে মনে করা হচ্ছে। স্বচ্ছ খুলির আইসফিশ একমাত্র মেরুদণ্ডী প্রাণী, যেগুলোর লোহিত রক্তকণিকা নেই। এত কম তাপমাত্রায় বেঁচে থাকার জন্য এ মাছের স্বচ্ছ রক্তে একটি জমাট প্রতিরোধী প্রোটিন তৈরি হয়।

জার্মান মেরু গবেষণা জাহায পোলারস্টার্নে থাকা গবেষকেরা মাছের এই প্রজননক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। জাহায থেকে গাড়ির সমান আকৃতির ক্যামেরা ব্যবহার করে সমুদ্রের নিচের ছবি ধারণ করেছিলেন গবেষকেরা। তারা এ সময় কর্দমাক্ত সমুদ্রতলে পাথরের বৃত্তের মধ্যে মাছের প্রজননক্ষেত্র দেখে বিস্মিত হন। গবেষক দলের সদস্য পার্সার বলেন, 'সমুদ্রবিজ্ঞানী হিসেবে আমার দেড় দশকের কাজের অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনা আগে কখনো দেখিনি। আমরা এই ছবি মৎস্য গবেষকদের কাছে পাঠিয়েছি। তারা বলেছেন, এ ঘটনা অনন্য। গবেষকেরা বলছেন, মাছের এই আবাসস্থলে প্রতি তিন বর্গমিটারের মধ্যে একটি বাসা আছে। প্রতিটি বাসায় গড়ে ১ হাযার ৭৩৫টি ডিম আছে।

শস্য খামার তৈরীতে কাজ করবে রোবট

বিশ্বে জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাদের খাবার জোগাতে রয়েছে কৃষক ঘাটতি। সেই ঘাটতি পূরণ, আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যেই উদ্ভাবন করা হয়েছে রোবটটি। মার্কিন খামার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক জন ডিরি এবং ফরাসী কৃষি রোবট স্টার্ট-আপ নাইও এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কথা জানান। জন ডিরি তার জনপ্রিয় ৮আর ট্রাক্টর, একটি লাঙ্গল, জিএসপি এবং ৩৬০-ডিগ্রি ৬ জোড়া ক্যামেরাকে একত্রিত করে এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন- যা একজন কৃষক তার স্মার্ট থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। মূল্য নির্ধারিত না হ'লেও এ বছরই যুক্তরাষ্ট্রে এটির বাজারজাত হবে বলে জানিয়েছেন উদ্ভাবক।

রাস্তায় বাস, রেলপথে ট্রেন!

একটিই যান রাস্তায় চলবে বাসের মতো। কিন্তু রেললাইনে উঠেই হয়ে যাবে ট্রেন। সম্প্রতি এ রকমই একটি যান তৈরী করেছে জাপান। আর যানটির নাম 'ডুয়েল মোড ভেহিকেল' (ডিএমভি)। সম্প্রতি এটি জনসমক্ষে এসেছে। এই ধরনের যান প্রথম চলবে জাপানের কাইয়ো শহরে। ডিএমভি দেখতে অনেকটা মিনিবাসের মতো। যখন রাস্তায় চলবে তখন সাধারণ গাড়ির চাকা ব্যবহার করে ছুটবে। রেললাইনে চলার জন্য রয়েছে স্টিলের চাকা। জাপানের 'আশা' কোস্ট রেল কোম্পানী তৈরী করেছে এই ডুয়েল যান। ডিএমভি নিয়ে ঐ সংস্থার সিইও জানিয়েছেন, 'রাস্তা ও রেললাইনে চলা এই ডুয়েল যান বাড়ি গিয়ে মানুষকে বাসের মতো তুলে আনতে পারবে। তারপর রেললাইন ধরে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। তাই ছোট শহর যেখানে জনসংখ্যা কম, সেখানে এই যান খুব কাজে লাগবে। ডিভিএমে সর্বোচ্চ ২১জন যাত্রী বসতে পারেন। রেললাইনে প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে। তবে রাস্তায় প্রতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে যেতে সক্ষম বলে জানিয়েছেন ঐ সংস্থার কর্ণধার।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : রংপুর-পশ্চিম

আসুন! সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রংপুর ১৮ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত রংপুর যেলা শহরের শালবন মিস্ত্রিপাড়া কৈলাশ রঞ্জন উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের দাসত্ব বাদ দিয়ে আসুন! আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করি।

তিনি বলেন, ইসলামের সাথে জঙ্গীবাদের কোন সম্পর্ক নেই। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের পাতানো ফাঁদ মাত্র। তিনি সমাজে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের এবং বিধবাদের দ্রুত বিবাহ দানের জন্য সমাজনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিবাহে যৌতুক না নেওয়ার জন্য এবং তামাকজাত ও সকল প্রকার মাদক হ'তে দূরে থাকার জন্য উপস্থিত যুবকদের নিকট থেকে হাত তুলে শপথ নেন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার জীবন, যৌবন, আয়, ব্যয় ও ইলম অনুযায়ী আমল- পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিষয়টি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান।

সুধী সমাবেশ : একই দিন বাদ মাগরিব যেলা শহরের খামারবাড়ী রোডস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

যেলা সম্মেলন : সাতক্ষীরা

অহি-র বিধানই চূড়ান্ত

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ১০ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত যেলা শহরের সাতক্ষীরা সরকারী উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলগণ নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছেন। সবচেয়ে বেশী নির্যাতন ভোগ করেছেন ইব্রাহীম (আঃ)। এরপরও নবী-রাসূলগণ অহি-র পথ ত্যাগ করেননি। কারণ আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলছে। এক- মানুষ নিজের মনগড়া বিধান মতে চলবে। দুই- মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বিধান মতে চলবে। মানুষের জ্ঞান কখনই নির্ভেজাল সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। তাই আমাদেরকে সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান মেনে চলতে হবে। আর সেটি মানতে হ'লে ৪টি বাধা অতিক্রম করার দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিবার, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র। জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাই জান্নাত পেতে হ'লে সব বাধা ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিশাল সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. মনোয়ার হোসাইন, ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুয্যামান ফারূক ও কাকডাঙ্গা এলাকার সভাপতি মাওলানা আনোয়ার এলাহী।

মাসিক ইজতেমা

শিবপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন শিবপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহমখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র

মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

সোনামণি

প্রশিক্ষণ

আমতলী বাজার, ইসলামপুর, জামালপুর ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ইসলামপুর উপযেলাধীন আমতলী বাজার হাফেযিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয যুবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান।

গোয়ালগ্রাম, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ২৩শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন গোয়ালগ্রাম খানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

তেঁতুলবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর ৩০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গাংনী থানাধীন তেঁতুলবাড়িয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মাহফূযুর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ : নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩-১৪ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারী 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্বপার্শ্বস্থ হলরুমে 'সোনামণি যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ১০-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আ পর্যন্ত চলে। সোনামণি মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক লাইছ আহমাদের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জাগরণী পরিবেশন করেন সাতক্ষীরা যেলার পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় পরিচালক ও প্রশিক্ষণের সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

অতঃপর বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (সোনামণি সংগঠন : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা), কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (সংগঠন বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও মযবূতীকরণ), প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ও আমীরের আনুগত্য), দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (বিষয় : সোনামণিদের চরিত্র গঠনে দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈর গুণাবলী), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর পৃষ্ঠপোষক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (সোনামণিরাই দেশ ও জাতি তথা 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর ভবিষ্যৎ কর্ণধার), কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ (অর্থ ব্যবস্থাপনা ও অডিটের গুরুত্ব), সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায়), 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (সোনামণি সংগঠন বনাম অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠন : তুলনামূলক পর্যালোচনা), 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও প্রথম পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (শিশু অধিকার সংরক্ষণে করণীয়), 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সাবেক পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ (শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশের কারণ ও প্রতিকার), 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম (দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (সোনামণিদের বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা) ও মারকাযের হিফয বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমান (সোনামণিদের ছহীহ কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি ও কৌশল) প্রশিক্ষণে উপস্থিত দায়িত্বশীলদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হৃদয়গ্রাহী হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

গত ২৭শে ডিসেম্বর'২১ থেকে ৬ই জানুয়ারী'২২ পর্যন্ত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে ৯দিন ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর সচিব শামসুল আলম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, মারকাযের শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রহীম, মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ফায়ছাল মাহমূদ, শাহীন রেযা, ফায়ছাল আহমাদ, হিফয বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমান, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, সহকারী শিক্ষক আব্দুর রহীম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর হিসাব রক্ষক মুশতাক আহমাদ ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর জুনিয়র সহকারী গবেষক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করা হয়। সর্বশেষে প্রশিক্ষণে মাননীয় প্রধান অতিথি

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর হেদায়াতী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়।

মাদ্রাসা উদ্বোধন

ইউসুফপুর-সিপাইপাড়া, চারঘাট, রাজশাহী ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার চারঘাট উপযেলাধীন ইউসুফপুর-সিপাইপাড়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ডা. ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার সিনিয়র শিক্ষক শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম।

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২রা জানুয়ারী রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া বাজারে হাটগাঙ্গোপাড়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার এস.এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবু সাঈদ আহমাদ আলী, হাটমচমইল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (অব.) মুহাম্মাদ আহসান আলী, হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (অব.) মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও অত্র মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য হাফেয মাওলানা বেলালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান।

আরামনগর, জয়পুরহাট ৮ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার পরিচালক ডা. মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাজমুল হক।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষা ২০২১-এর ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় সাধারণ বিভাগ থেকে ৪২ জন ছাত্র ও ১৬ জন ছাত্রী সহ সর্বমোট ৫৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২৫ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ৩৩ জন A গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৪২ জন ছাত্রের মধ্যে ১৮ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ২৪ জন A গ্রেড পেয়েছে। তন্মধ্যে গোল্ডেন A+ প্রাপ্ত ৫ জন হ'ল : ১. মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন (দিনাজপুর) ২. মুহাম্মাদ মাহদী (কুমিল্লা) ৩. মুহাম্মাদ ছাদরুল হাসান (চট্টগ্রাম) ৪. আহমাদ (কুমিল্লা) ৫. মুহাম্মাদ আব্দুর রব (নওগাঁ)। ১৬ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ৯ জন A গ্রেড পেয়েছে। তন্মধ্যে তামান্না তাসনীম এবং হালীমা খাতুন (রাজশাহী) গোল্ডেন A+ পেয়েছে।

এ বছর মারকায থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ৪ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী সহ সর্বমোট ৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ৩ জন A গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৩ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ১ জন A গ্রেড পেয়েছে। আর ৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ২ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ২ জন A গ্রেড পেয়েছে। এদের মধ্যে হাফীযা খাতুন (পাবনা) গোল্ডেন A+ পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী কাযী নাফীস (সাতক্ষীরা) রসায়ন বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর পেয়েছে।

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর দাখিল পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮ জন ছাত্র এবং ৫ জন ছাত্রীসহ মোট ২৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৬ জন জিপিএ ৫ (A+), ১১ জন A, ৩ জন A- এবং ৩ জন অন্যান্য গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক-এর পরপর ৩ বারের শ্রেষ্ঠ এজেন্ট মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান (৭০) হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত ৭ই জানুয়ারী শুক্রবার দিবাগত রাত ১-টা ২০মিনিটে বগুড়ার যিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন দুপুর ৩-টায় তার নিজ গ্রাম বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর উপযেলাধীন খোর্দ্দ কুষ্টিয়াস্থ বাড়ীর পাশের ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। জানাযায় 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম শরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, সহ-সভাপতি আব্দুর রায্যাক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রঊফসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা মাইয়েতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কোন কারণে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন?

-সৈয়দ আল-জাবের, টঙ্গী, গাযীপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক আত্মহত্যার ইচ্ছা পোষণের বিষয়টি সঠিক নয়। যিনি বিশ্বমানবতার জন্য আদর্শ, তার পক্ষ থেকে এমন ইচ্ছা পোষণ করা অসম্ভব। তাছাড়া নবী-রাসূলগণ জন্মগতভাবে মা'ছূম বা গুনাহ মুক্ত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/৩২০)*। অহী বন্ধ থাকার কারণে মানুষ হিসাবে অস্থিরতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য আত্মহত্যার বিষয়ে বর্ণিত সকল বর্ণনা যঈফ ও জাল *(আলবানী, যঈফাহ হা/৪৮৫৮; দিফা' 'আনিল হাদীছিন নববী ৪০-৪১)*। ছহীহ বুখারীতে *(হা/৬৯৮২)* রাসূল (ছাঃ)-এর আত্মহত্যার ইচ্ছার বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটিও কোন মারফূ' বা মাওছূল সনদে বর্ণিত হয়নি। বরং ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেছেন যে, فِيمَا بَلَغَنَا 'আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে...। যা প্রমাণ করে যে, উক্তিটি ইমাম যুহরীর নিজস্ব। এটি আয়েশা (রাঃ) বা অন্য কোন ছাহাবীর বক্তব্য নয়। আর ইমাম যুহরী সেটি কারো দিকে সম্বন্ধও করেননি। যা স্পষ্ট করে দেয় যে বর্ণনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং তাঁর শানের খেলাফ *(ফাৎহুল বারী ১২/৩৫৯-৬০; ক্বাস্তালানী, ইরশাদুস সারী ৭/৪২৭; আলবানী, যঈফাহ হা/১০৫২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : কেউ যদি পাথরের খনিজ সম্পদ লাভ করে তাহ'লে তখনই কি এর যাকাতের অংশ বের করে আদায় করতে হবে?

-ইবাদুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কেউ যদি তার অধিকৃত জায়গায় মূল্যবান পাথর বা অন্য কিছু লাভ করে এবং তা উত্তোলন করে নিজের জন্য ব্যবহার করে, তাহ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে না। আর যদি উত্তোলন করে বিক্রি করে এবং এর মূল্য নিছাব পরিমাণ হয় ও এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/৫৩)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : মসজিদের জায়গায় সরকার কর্তৃক বসানো মটর থেকে গ্রামবাসী পানি পান করতে পারবে কি?

-যহীরুল ইসলাম, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তর : জনস্বার্থে মসজিদের জায়গায় বসানো মটর থেকে সাধারণ মানুষের পানি গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। তবে মসজিদের পবিত্রতা ও আদব যেন নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে *(যাকারিয়া আনছারী, আসনাল মাতালিব ১/১৮৬; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৬/০২)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : ছেলের স্ত্রীকে যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে কি?

-মশীউর রহমান, চন্দ্রা, গাযীপুর।

উত্তর : ছেলের অসুস্থতা কিংবা দরিদ্রতাহেতু প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে অক্ষম হয়ে পড়লে বা ঋণগ্রস্ত হ'লে সামর্থ্যবান পিতা তার ছেলে বা ছেলের স্ত্রীকে যাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১০/০২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/৩২৬)*।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : ওকালতি পেশা গ্রহণ করা শরী'আতসম্মত কি? এ পেশায় থাকতে হ'লে কোন কোন বিষয় থেকে সতর্ক থাকা যরূরী?

-মাসউদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে আইনী সহায়তা কোন নাজায়েয পেশা নয়। তবে সেখানে সর্বদা সত্যকে বিজয়ী করা, যুলুমের প্রতিরোধ করা এবং মানুষকে তার হক ফেরত দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হয় এবং অপরাধী ছাড়া না পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/০২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালেম হোক অথবা মাযলূম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মাযলূমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালেমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে *(বুখারী হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/৪৯৫৭; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/২৩১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১১/৬০৯-৬১০)*।

স্মর্তব্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মূলতঃ বৃটিশদের রচিত। এই আইন অনুসরণের দায়ভার বর্তাবে সরকারের উপর। যতদিন উক্ত আইনের শরী'আত বিরোধী ধারাসমূহ চালু থাকবে, ততদিন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ পাপী হ'তে থাকবে। কেননা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় *(ইউসুফ ১২/৪০, মায়েদাহ ৫/৫০ প্রভৃতি)*। সুতরাং যিনি আইনজীবী হিসাবে কাজ করবেন তার আবশ্যিক দায়িত্ব হবে সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার পাশাপাশি নিজ অবস্থানে থেকে ইসলামী আইন প্রবর্তন এবং তার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এটা তার ঈমানী দায়িত্ব *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : জনৈক ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণে প্রতিদিন ৩ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। সে কি কাফের হিসাবে গণ্য হবে?

-রবীউল ইসলাম, বনানী, ঢাকা।

উত্তর : নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই ছালাত ফরয হয়। তবে তখন ছালাত ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু' দু' রাক'আত করে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ– 'তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন কর আছরে ও ফজরে' *(মুমিন ৪০/৫৫; মির'আত ২/২৬৯)*। মি'রাজের রাত্রিতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয় *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫)*। উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হ'ল- ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা *(আবুদাঊদ হা/৩৯১, ৩৯৩)*। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত প্রমাণিত *(বাক্বারাহ ২/২৩৮; ইসরা ১৭/৭৮; নূর ২৪/৫৮; ক্বাফ ৫০/৩৯-৪০)*।

দ্বিতীয়তঃ একাধিক ছহীহ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নির্ধারিত সময় প্রমাণিত *(মুসলিম হা/৬১২; আবুদাউদ হা/৪২৫; মিশকাত হা/৫৭০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৭০)*। এক্ষণে কেউ যদি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত ফরয বিধান অস্বীকার করে তিন ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে এবং দুই ওয়াক্ত ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে *(তিরমিযী হা/২৬২২; মিশকাত হা/৫৭৯; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১২৪/৫২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : আমার দাদীর বয়স ৯০ বছর। নানা রোগে দারুণভাবে ভুগছেন। তার বেঁচে থাকাই কষ্টকর। এক্ষণে তার জন্য মৃত্যু কামনা করে দো'আ করা যাবে কি?

-মাসঊদুর রহমান

ইসলামবাগ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : কারো জন্য মৃত্যু কামনা করে দো'আ করা যাবে না। তবে তার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর মনে হ'লে তার জন্য কল্যাণের দো'আ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার নিকটে বিপদ পৌঁছার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে সে যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায় তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখো যতদিন আমার জীবন কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০০)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুর জন্য দো'আ না করে। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের বয়স তার কল্যাণই বাড়িয়ে থাকে *(মুসলিম হা/২৬৮২; মিশকাত হা/১৫৯৯)*।

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে নেককার হ'লে আরো বেশী নেক কাজ করার সুযোগ পাবে। আর বদকার হ'লে, (সে তওবা করে) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি হাছিল করার সুযোগ পাবে *(বুখারী হা/৫৬৭৩; মিশকাত হা/১৫৯৮)*। অতএব কারো জন্য মৃত্যু কামনা নয়, বরং কল্যাণ কামনা করে দো'আ করতে হবে।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : মুসলিম মাইয়েতের লাশ নিয়ে একাধিক স্থানে জানাযা করা যাবে কি-না?

-আব্দুল্লাহ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রয়োজনে একাধিক স্থানে জানাযায় বাধা নেই *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৫/২৬৬-৬৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৭১)*। তবে বর্তমানে জনপ্রিয় মানুষদের লাশ জানাযার উদ্দেশ্যে বহু স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যা ঠিক নয়। কেননা তা রাসূল (ছাঃ)-এর দ্রুত দাফন-কাফনের নির্দেশনা বিরোধী। আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ) হাবশায় মৃত্যুবরণ করলে তার লাশ মক্কায় আনা হয়। সেটা দেখে তার বোন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সেখানে থাকতাম, তাহ'লে আমি তোমাকে সেখানেই দাফন করতাম' *(আল-বিদায়াহ ৮/৮৯)*। তবে প্রয়োজনে লাশ স্থানান্তর করায় বাধা নেই। যেমন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ ও সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ)-এর লাশ (মক্কা প্রদেশের সীমান্তবর্তী) আক্বীক্ব থেকে মদীনায় আনা হয়। ইবনু উয়ায়না বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) আক্বীক্বে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অছিয়ত করেন, যেন তাকে (মক্কা থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে তান'ঈম-এর নিকটবর্তী) 'সারিফে' দাফন করা হয় *(ইবনু কুদামাহ ২/৩৮০ পৃ., মাসআলা ক্রমিক : ১৫৯৮)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : মূসা (আঃ) সপরিবারে মিসরের পথে যাত্রাকালে যে আগুন দেখেছিলেন তা কি আসল আগুন ছিল?

-মুজাহিদুল ইসলাম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : মূসা (আঃ) মাদায়েন থেকে মিসরের পথে যাত্রাকালে যে আগুন দেখেছিলেন তা মূলতঃ আল্লাহ্র নূর ছিল। আল্লাহ বলেন, '(স্মরণ কর) যখন মূসা তার পরিবারকে বলল, আমি একটা আগুন দেখেছি। সত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য (পথের) সন্ধান নিয়ে আসতে পারব। অথবা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার'। 'অতঃপর যখন মূসা তার নিকটে উপস্থিত হ'ল, তখন গায়েবী আওয়ায হ'ল, বরকত মণ্ডিত হ'ল সে, যে আগুনের নিকট এসেছে এবং যারা তার আশ-পাশে আছে। বস্তুতঃ বিশ্বপালক আল্লাহ মহা পবিত্র' *(নামল ২৭/৭-৮)*। আয়াতে 'আগুন' বলা হয়েছে মূসার বক্তব্য হিসাবে যা তিনি দূর থেকে প্রথমে ধারণা করেছিলেন। এখানে 'আগুন' অর্থ আলোক বা জ্যোতি। যাকে দূর থেকে মূসা (আঃ) আগুন ভেবেছিলেন। মূলতঃ এটি ছিল আল্লাহ্র নূর *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর ঐ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৬/৩৮৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : কেউ কারো মাধ্যমে উপকৃত হ'লে তার প্রশংসায় বলে, 'আকাশে আল্লাহ আছেন আর তুমি যমীনে'- এমন ভাষায় কারো উপকারের প্রশংসায় বলা যাবে কি?

-আরয আলী

বোর্ড বাজার, গাযীপুর।

উত্তর : কারো প্রশংসায় এমন বাক্য বলা যাবে না। কারণ

আকাশ ও যমীন উভয়ের মালিক আল্লাহ *(যুখরুফ ৪৩/৮৪)*। আল্লাহ বলেন, 'বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*। এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, 'আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহ্র সঙ্গে আমাকে শরীক করে ফেললে! না; বরং (বলো) আল্লাহ এককভাবে যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ...বরং তোমরা বল আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর মুহাম্মাদ যা চেয়েছেন *(আহমাদ, দারেমী হা/২৬৯৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হ'লে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' (আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন) তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল *(তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৬৮)*। ওমর (রাঃ) বলেন, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' বলাতে কি কল্যাণ রয়েছে লোকেরা যদি তা জানত, তাহ'লে পরস্পরকে বেশী বেশী বলত *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৭০৫০)*।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : কুরআনের অনুবাদ, তাফসীর, শব্দ ইত্যাদি পাঠের শুরুতে আ'ঊযুবিল্লাহ পাঠ করতে হবে কি?

-তানযীল

কালিহাতী, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল।

উত্তর : শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা পেতে যেকোন কাজ শুরুর পূর্বে *'আ'ঊযুবিল্লাহ'* পাঠ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ বলেন, 'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহ'লে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ *(আ'রাফ ৭/২০০)*। আর কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে *'আ'ঊযুবিল্লাহ'* পাঠ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৬/৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩৮৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১১০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : বিদেশে কেউ মারা গেলে দেশে নিজ গ্রামের বাড়িতে লাশ এনে দাফন করা যাবে কি?

-খলীলুর রহমান

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল যেখানে মারা যাবে সেখানেই লাশ দাফন করা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে এমন সুন্নাতই চালু রয়েছে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৩৮০; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/৩১)*। এক্ষণে যদি কেউ কোন অমুসলিম দেশে মারা যায় এবং সেখানে মুসলমানদের পৃথক গোরস্থান না থাকে বা লাশ অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে নিরাপদ স্থানে লাশ স্থানান্তরে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া দারুল ইফতা মিছরিয়া ৮/২৯৬)*। অতএব বিশেষ প্রয়োজনে লাশ স্থানান্তর করা সম্ভব হ'লে তা স্থানান্তরে বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জামা'আত চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেব তেলাওয়াতে কোন ভুল করলে বা কোন আয়াতাংশ ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে কি? এছাড়া মুছল্লীদেরকেও কি এই সিজদা দিতে হবে?

-রাশেদুল হক

তালন্দ, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : তেলাওয়াতে কোন ভুল হ'লে সহো সিজদা যেমন ইমামকে দিতে হবে না, তেমনি মুছল্লীকেও দিতে হবে না। বরং ছালাতের রাক'আতে কম-বেশী হ'লে বা কোন ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত ছুটে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে। তবে সূরা ফাতিহার বিষয়টি স্বতন্ত্র। কেননা এটি ফরয। কেউ যদি ভুল করে পাঠ না করে বা কোন আয়াত ছেড়ে দেয়, তবে সূরাটি পুনরায় পাঠ করবে। আর পরে মনে হ'লে এক রাক'আত মিলিয়ে নিয়ে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৯৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৮/২৫৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : ফরয গোসল আবশ্যক হওয়া অবস্থায় দো'আ-দরূদ পাঠ করা যাবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : পাঠ করা যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র যিকর করতেন *(বুখারী ২/৩১; মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬)*।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : আমার পিতা ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করেছেন। এখন তিনি সন্তানদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে ফ্লাট ভাগ করে দিতে চান। এভাবে লটারী করা জায়েয হবে কি?

-হাসীবুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : লটারীর মাধ্যমে বণ্টন করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) সফরে বের হ'লে লটারীর মাধ্যমে সফরসঙ্গী হিসাবে একজন স্ত্রীকে নির্বাচন করতেন *(বুখারী হা/২৫৯৩; মুসলিম হা/২৪৪৫; মিশকাত হা/৩২৩২)*। তবে মৃত্যুর পরই মীরাছ বণ্টন করা শারঈ বিধান *(নিসা ৪/১১)*। এক্ষণে কেউ যদি জীবিত অবস্থায় মীরাছ বণ্টন করতে চায়, তবে কুরআনে বর্ণিত ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৬/২১৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১১/৮১-৮২)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : ছালাতে বা ছালাতের বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের সময় সাধারণত আলিফ-এর টানগুলো সেভাবে অনুসরণ করা হয় না। জনৈক ক্বারী বলেন, এতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। একথা সঠিক কি?

-আব্দুল বাতেন, রংপুর।

উত্তর : সঠিক নয়। আলিফ না টেনে পড়লে ছালাতের কোন ক্ষতি বা গুনাহ হবে না *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১০/১৭৯)*। তবে তাজবীদ, মাখরাজ ও ছিফাতসহ সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম ক্বারী সেই, যার তেলাওয়াত শুনে তোমার মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে

ভয় করছে' *(দারেমী হা/৩৪৮৯; মিশকাত হা/২২০৯)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : আমাদের মসজিদে কয়েকজন মুরব্বী চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করেন। তারা ইচ্ছামত বিভিন্ন কাতারে বিভিন্ন স্থানে বসার কারণে কয়েকটি কাতারে মুছল্লীদের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। পিছনের মুছল্লীরও সিজদা দিতে সমস্যা হয়। এভাবে কাতার বিনষ্ট করে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ রাসেল

চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাতের কাতার ঠিক রেখেই অসুস্থ ব্যক্তিকে চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করতে হবে। চেয়ারে ছালাত আদায়কারীর তিনটি অবস্থা রয়েছে। প্রথমতঃ মসজিদের প্রথম কাতার মুছল্লী দ্বারা পূর্ণ হ'লে চেয়ারে ছালাত আদায়কারীরা কাতারের যেকোন এক পার্শ্বে ছালাত আদায় করবে। কারণ চেয়ারে বসে কাতারের মাঝে ছালাত আদায় করলে কাতারের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ চেয়ারে বসে ছালাত আদায়কারী যদি পুরো ছালাত বসে আদায় করে, তাহ'লে মুছল্লীর পা বরাবর কাতারে চেয়ার রেখে বসে ছালাত আদায় করবে। কারণ মুছল্লীর দাঁড়ানো অবস্থা কাতারের মৌলিক অবস্থা।

তৃতীয়তঃ মুছল্লী যদি ক্বিয়াম দাঁড়িয়ে করে ও রুকূ-সিজদা চেয়ারে বসে করে, তাহ'লে এমন চেয়ার ব্যবহার করবে যা পিছনের মুছল্লীর কোন ক্ষতি করবে না, আবার কাতারের সমতাও বিনষ্ট হবে না। যদি এমন চেয়ার না থাকে তাহ'লে মুছল্লী কাতারে দাঁড়িয়ে চেয়ার হালকা পিছনে রাখবে এবং নিজে কাতার বরাবর দাঁড়াবে। পিছনের মুছল্লীর সিজদার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে রুকূ এবং সিজদা করার সময় চেয়ার কাতারে টেনে বসে রুকূ ও সিজদা করবে। এভাবেই পুরো ছালাত সম্পাদন করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/২১; উছায়মীন ও আব্দুর রহমান বাররাক, মাওক্বা'উল ইসলাম, সওয়াল ওয়া জওয়াব ৫/৭৬২, ১৭৯৫)*।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : কোন নিঃসন্তান দম্পতি কোন শিশুকে দত্তক নেওয়ার পর তাকে কৃত্রিম উপায়ে দুধ পান করালে উক্ত সন্তান কি তাদের দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুল কাবীর, দোহা, কাতার।

উত্তর : যেকোন উপায়েই হৌক কোন নারীর নিজের বুকের দুধ কোন শিশুকে খাওয়ানো হ'লে এবং দু'টি শর্ত পূরণ হ'লে শিশুটি তার দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। (১) দু'বছরের মধ্যে দুধ পান করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৩; দারাকুৎনী হা/৪৪১৩, ৪৩৬৫)*। (২) বিশুদ্ধ মতে, অন্ততঃ পাঁচবারে দুধ পান করতে হবে *(মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৯৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/১১৪-১৫)*।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : গরু-ছাগল ফসলের ক্ষতি করলে উক্ত পশুকে খোয়াড়ে দেওয়া বা তার মালিককে জরিমানা করা হয়। এটি শরী'আতসম্মত কি?

-আমীনুর রহমান

দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হ'লে তা করা যাবে। দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) বকরী কর্তৃক ফসলের ক্ষতি সাধিত হ'লে জরিমানা করে সমাধান করেন *(আম্বিয়া ২১/৭৮; বুখারী ২৩/৩৯৩)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : হাফ মোজার উপর মাসাহ করা যাবে কি?

-মেহেদী হাসান রেযা

হালসা, নাটোর।

উত্তর : গোঁড়ালী ঢাকে এমন যে কোন মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। হাফ মোজার মাধ্যমে গোঁড়ালী ঢেকে গেলে তার উপর মাসাহ করা যাবে। আর গোঁড়ালী খোলা থাকলে মাসাহ করা যাবে না *(তিরমিযী হা/৯৯; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১১১,২৯/৬৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৬৩)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : এক কন্যা সন্তানের জননীর ডিভোর্স হওয়ার পর যার সাথে বিবাহ হয়েছে তার প্রথম পক্ষের একজন ছেলে সন্তান ছিল। পরবর্তীতে উক্ত ছেলের সাথে উক্ত মেয়ের বিবাহ হয়েছে। অর্থাৎ মেয়েটির নিজের মা-ই শাশুড়ী এবং ছেলেটির নিজের পিতাই শশুর হয়েছেন। বিবাহটি জায়েয হয়েছে কি?

-শেখ জাহাঙ্গীর, ভারত।

উত্তর : দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রথম স্বামীর মেয়ের সাথে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলের বিবাহে কোন সমস্যা নেই। কারণ তারা পরস্পর মাহরাম নয়। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১২৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/২৭৩, ২৯০; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫৫৯)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : কুরআন পাঠরত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিরতি নেওয়ার পর পুনরায় কোন আয়াত থেকে পাঠ শুরু করলে 'আ'ঊযুবিল্লাহ' না 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে শুরু করতে হবে? এছাড়া বক্তব্যের মাঝে বা কোন কুরআনী দো'আ পাঠের শুরুতে কিছু পাঠ করতে হবে কি?

-আব্দুর রহমান

মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে এক বার *'আ'ঊযুবিল্লাহ'* এবং *'বিসমিল্লাহ'* পাঠ করবে। অতঃপর তেলাওয়াতরত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিরতি নিলে কেবল *'আ'ঊযুবিল্লাহ'* পাঠ করা মুস্তাহাব। আর সূরার প্রথম থেকে শুরু করলে *'বিসমিল্লাহ'* পাঠ করবে *(নাহল ১৫/৯৮; নববী, আত-তিবইয়ান ১০০ পৃ.; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪/৬; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১/১৭৭)*। বক্তব্যের মাঝে বা কুরআনী দো'আ পাঠের শুরুতে কোন কিছু পাঠ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানের দিন তাদের শুভেচ্ছা জানানো যাবে কি?

-মকবূল হোসাইন
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় ও তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করা হয়, যা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তিনি বলেন, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের রীতি-নীতির অনুসরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(তিরমিযী হা/২৬৯৫, মিশকাত হা/৪৬৪৯)*। তিনি আরো বলেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২, আবূদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কুফরযুক্ত শে'আর বা নিদর্শন যা তাদের জন্য খাছ তা দ্বারা শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন তাদের ঈদ ও ছওমের দিনে শুভেচ্ছা জানানো *(আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/১৪১)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : গরু হিন্দুদের নিকটে মা হওয়ায় গোশতকে মাংস বলা হ'লে তা হিন্দুদের অনুসরণ সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে মাংস বললে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-রিপন পারভেয*
বাসাইল, টাঙ্গাইল।
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : মাংস শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত (মন+স) থেকে। এর অর্থ, 'জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ হাড় এবং চামড়ার মধ্যবর্তী নরম ও কোমল অংশ, গোশত' *(আধুনিক বাংলা অভিধান পৃ. ১০৯৫ পৃ., ব্যবহারিক বাংলা অভিধান পৃ. ৯৬৮)*। সুতরাং মাংসকে মাংশ তথা হিন্দুদের মায়ের (গরুর) অংশ মনে করা সঠিক নয়। অতএব গরু ও অন্য হালাল পশুর গোশতকে মাংস বলায় দোষ নেই। এক্ষণে কেউ গরুকে মা বলে বিশ্বাস করতঃ মায়ের অংশ মনে করেই গরুর গোশতকে মাংস বললে শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয় হবে।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : ইতিপূর্বে জনৈক নারীর সাথে আমার হারাম সম্পর্ক ছিল। দ্বীনের পথে ফেরার পর কোন সম্পর্ক নেই। তবে মাঝে মাঝে তার কথা খুব মনে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুসাফির
রূপপুর, পাবনা।

উত্তর : যখনই উক্ত নারীর কথা স্মরণ করিয়ে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে তখনই বাম দিকে তিনবার থুক মারবে ও *'আ'ঊযুবিল্লাহ'* পাঠ করে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*। আল্লাহ বলেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহ'লে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ *(আ'রাফ ৭/২০০)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : ফরয গোসল করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গোসলের বিষয়ে সন্দেহ হ'লে অর্থাৎ শরীরের কিছু জায়গায় পানি পৌঁছেছে কি-না এই বিষয়ে সন্দেহ হ'লে কি শুধু ঐ অংশটি ধুতে হবে নাকি পুনরায় গোসল করতে হবে?

-মুহাম্মাদ নাবীল, ঢাকা।

উত্তর : শরীর ভেজা অবস্থায় স্মরণ হ'লে শুকনো স্থান ভেজা হাত দ্বারা মাসাহ করবে। আর পরে মনে হ'লে কিছুই করতে হবে না। কারণ এটি শয়তানের ওয়াসওয়াসা হ'তে পারে *(ইবনু রজব, আল-কাওয়ায়েদ ৩৪০ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/৫০)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : আমরা চার ভাই। মা মারা যাওয়ার পর পিতা ২য় বিবাহ করেছেন। ২য় মায়ের আগের পক্ষের ১ ছেলে ১ মেয়ে আছে। এক্ষণে পিতার সম্পদ ভাগ হবে কিভাবে?

-মুনীরুল ইসলাম, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : দ্বিতীয় মা মৃতের স্ত্রী হিসাবে এবং সন্তান না থাকায় এক-চতুর্থাংশ পাওয়ার পর বাকী সম্পত্তি চার ভাই সমানভাবে পেয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় মায়ের পূর্বের পক্ষের সন্তানরা এই পিতার ওয়ারিছ না হওয়ায় তারা কোন সম্পত্তি পাবে না *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : পিতা আমাকে নটরডেম কলেজে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মিশনারী স্কুল হওয়ায় সেখানে ক্রুশ চিহ্ন সম্বলিত ইউনিফর্ম পরিধান করা অপরিহার্য। এরূপ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-দেওয়ান কাওছার আহমাদ, তেজগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : ক্রুশ প্রতীক খৃষ্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন। এটি ব্যবহার করা মুসলিমদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা লোকদের থেকে কুরআনের আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। নইলে তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন *(নিসা ৪/১৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত *(আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯)*। অতএব একজন মুসলিম হিসাবে এমন প্রতিষ্ঠান পরিহার করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : খৃষ্টান মিশনারীরা সূরা আলে ইমরানের ৩-৪ আয়াত দ্বারা তাদের ধর্মগ্রন্থের সার্বজনীনতা প্রমাণ করতে

চায়। এক্ষণে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ কি সমগ্র মানবজাতির জন্য এসেছিল? এগুলো কি এখনো মূল রূপে বর্তমান আছে?

-খায়রুল বাশার

দেওয়ানপাড়া, জামালপুর।

উত্তর : মিশনারীদের উক্ত দাবী ভিত্তিহীন। কেননা সূরা আলে ইমরানের উক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, কুরআন তার পূর্ববর্তী ইলাহী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী। যা স্ব স্ব যুগের জন্য হেদায়াত গ্রন্থ ছিল। কুরআন আসার পরে পূর্বের গ্রন্থ সমূহের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। আর কুরআন এসেছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য *(সাবা ৩৪/২৮)*। এ যুগে ইসলামই একমাত্র বিশ্ব ধর্ম। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট মনোনীত ধর্ম হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। তিনি বলেন, যারা এর বাইরে অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে, তা কবুল করা হবে না। আর সে ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। সুতরাং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল না। তাছাড়া বর্তমানে যে তাওরাত ও ইঞ্জীল রয়েছে, তার মূল রূপও অক্ষুণ্ন নেই; বরং সেগুলি বিকৃত। অতএব তাদের উক্ত দাবী সর্বৈব অচল।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে সমাজের মানুষকে খাওয়াতে পারবে কি? এছাড়া মৃত্যুর পর মানুষকে খাওয়ানোর জন্য অছিয়ত করতে পারবে কি? এছাড়া অছিয়ত করে গেলে উত্তরাধিকারীদের জন্য করণীয় কি?

-মোতাহার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ধর্মীয় রেওয়াজ বানিয়ে যদি কেউ এরূপ খাওয়ায়, তবে সেটি নিষিদ্ধ। যেমন বর্তমানে এটিকে বলা হয় অগ্রিম 'ফয়তা'। আর মৃত্যুর পর যে কোন অছিয়ত শরী'আতসম্মত হ'লে পালন করা ওয়াজিব। এক্ষণে যদি কেউ বিশেষ কোন দিন নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে লোকজন বা অসহায়দেরকে খাদ্য দানের অছিয়ত করেন তাহ'লে উত্তরাধিকারীরা সক্ষম হ'লে উক্ত অছিয়ত পালন করবে। কিন্তু যদি মৃত্যুর দিনকে কেন্দ্র করে বা তিন দিনে, দশ দিনে কুলখানী বা চল্লিশ দিনে চেহলাম বা চল্লিশা ইত্যাদির অছিয়ত করে গেলে তা পালন করা যাবে না। এরূপ অছিয়ত বাতিল হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় এবং ব্যক্তির অক্ষমতায় কোন অছিয়ত পূরণীয় নয়' *(মুসলিম হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৩৪২৮; হায়তামী, আল-ফাতাওয়াল ফিক্বহিয়াল কুবরা ২/৩২)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : কয়েক দফা শালিশী বৈঠকের পর উকিলের মাধ্যমে মেয়ের নামে ও এলাকা চেয়ারম্যানের নামে তালাকনামা পাঠাই। মেয়ে তা গ্রহণ করেনি। কিন্তু চেয়ারম্যান গ্রহণ করেন। ১ মাস পর আমি চেয়ারম্যানের নিকট তালাক প্রত্যাহারের নোটিশ পাঠাই। এক্ষণে আমি পুনরায় সংসার করতে পারব কি?

-আব্দুস সালাম, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ মোতাবেক এক তালাক হয়েছে এবং রাজ'আতও হয়েছে। এজন্য বর্তমানে তার সাথে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সংসার করা যাবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৫২৪)*। তবে রাজ'আতের সময় দু'জন সাক্ষী রাখা ভালো *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২২/৩১০)*। উল্লেখ্য যে, কেউ এক তালাক দিলে পরবর্তীতে সে দুই তালাকের অধিকারী থাকবে।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : জুম'আর ছালাতের পূর্বের সুন্নাত কোন কারণে বাদ গেলে ছালাতের পর তার ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

-রুহুল আযম

কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাতে রাতেবা নেই। বরং সময় সাপেক্ষে দুই দুই রাক'আত করে নফল ছালাত আদায় করতে থাকবে। যেহেতু পূর্বে কোন সুন্নাত নেই, সেজন্য কোন ক্বাযা আদায় করতে হবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তির সাথে শেয়ারে ব্যবসা করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ হোসাইন, নওগাঁ।

উত্তর : নাজায়েয নয়। কেননা হারাম উপার্জনের জন্য উক্ত ব্যক্তি নিজে দায়ী হবে। এতে ব্যবসা হারাম হবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২০১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৫/৭৮)*। শর্ত হ'ল, ব্যবসাটি যেন হারাম না হয়।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে কুরআন মাজীদ খতমের নেকী পাওয়া যায় কি?

-আমানুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সূরা যিলযালের ফযীলত সংক্রান্ত তিরমিযীর উক্ত হাদীছাংশটি মুনকার ও যঈফ। যেখানে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সূরা যিলযাল পাঠ করবে, সে অর্ধেক কুরআন পাঠের সমপরিমাণ নেকী পাবে' *(তিরমিযী হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/২১৫৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৪২)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : আমাদের এখানকার মসজিদে প্রত্যেক দিন ফজরের ছালাতের দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূ থেকে ওঠার পর হাত তুলে দো'আ করা হয়। এটা কি শরী'আতসম্মত?

-মাসউদ করীম, মালয়েশিয়া।

উত্তর : 'কুনূতে নাযেলাহ' ফজর ছালাতে অথবা সব ওয়াক্তে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পরে দাঁড়িয়ে 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলার পরে দু'হাত উঠিয়ে সরবে পড়তে হয়। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম আরবীতে দো'আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৮৮-৯০; আলবানী, ছিফাতুছ ছালাত ১৫৯ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮-৪৯)*। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি এক

মাস যাবৎ একটানা বিভিন্নভাবে দো'আ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; নাসাঈ হা/১০৭৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৯ পৃ.)*। তবে রাসূল (ছাঃ) জীবনের শেষাবধি ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠের বিষয়ে যে হাদীছটি এসেছে সেটি যঈফ *(যঈফাহ হা/৫৫৭৪)*। অতএব সারা বছর ধরে ফজর ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে না। বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে যেকোন ছালাতে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা সুন্নাত।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : অভাব-অনটনের কারণে আমি মানসিক ভাবে খুব বিপর্যস্ত থাকি। এথেকে মুক্তির উপায় কি?

-যুলফিকার রহমান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : অভাব-অনটন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একদিকে যেমন পরীক্ষা অন্যদিকে অভাবীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হ'ল গরীব-মিসকীন' *(বুখারী হা/৩২৪১; মিশকাত হা/৫২৩৪)*। তিনি বলেন, 'দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/৫২৪৩)*। অতএব অভাবকে কেন্দ্র করে কোন দুশ্চিন্তা করা যাবে না। বরং অভাব দূর করার জন্য বৈধ উপায়ে উপার্জন করতে হবে এবং অভাব মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করতে হবে। (১) *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারামিক, অআগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াক।* অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬)*। (২) আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল ফাকরি, ওয়াল কিল্লাতি ওয়ায যিল্লাতি ওয়া মিন আন আযলিমা আও উযলামা। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অস্বচ্ছলতা, স্বল্পতা, অপমান-অপদস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আমি অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি *(আবুদাঊদ হা/১৫৪৪; মিশকাত হা/২৪৬৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া অধিকহারে তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে (*নূহ ৭১/১০-১২*)।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : বিবাহের পর মেয়ের পিতা জামাই বাড়ির জন্য বেশ কিছু আসবাবপত্র কিনে দেয় এবং জামাইকে কিছু টাকা দেয়। জামাইয়ের জন্য এটা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? নিয়ে ফেললে করণীয় কি?

-হারূণুর রশীদ

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যৌতুক মনে না করে যদি শ্বশুর স্বেচ্ছায় তার জামাইকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করেন, সেটি গ্রহণ করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর বিয়ের সময় তাঁর সংসারের জন্য দিয়েছিলেন- একটি চাদর, খেজুর গাছের ছালে ভরা একটি বালিশ, একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির খাট, একটি চামড়ার তৈরী পানির মশক এবং একটি আটা পেষার চাক্কি *(ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৮/২৩; মানাবী, ইত্তিহাফুল সায়েল ১/৬)*। তবে হাদিয়া পাওয়ার জন্য মনে মনে আকাংখা করা যাবে না এবং এ ব্যাপারে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সামনে ইঙ্গিতবহ কোন কথা বলা যাবে না। উল্লেখ্য, যৌতুক গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বিবাহের জন্য স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান ফরয করেছেন *(নিসা ৪/২৩)*। অথচ উল্টা স্ত্রী বা তার পরিবারের নিকট থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা কৌশলে কিছু গ্রহণ করা আল্লাহ্র হুকুমের প্রকাশ্য বিরোধিতার শামিল।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হ'লে সেখানে যে উন্নতমানের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তার পুরো খরচ মাহফিলে আম জনতার অনুদান থেকে ব্যয় করা হয়। যেখানে মসজিদ বা মাদ্রাসা কমিটির সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য সামর্থ্যবান ব্যক্তিরাই মূলতঃ অংশগ্রহণ করেন। এক্ষণে দানের অর্থে এসব সামর্থ্যবান মানুষদের খাওয়ানো যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : ওয়ায মাহফিলের জন্য দান ধনী-গরীব সবাই গ্রহণ করতে বা খেতে পারে। সেখানে মসজিদ কমিটির সদস্যসহ আম জনতা উক্ত খাবার গ্রহণ করলে তাতে বাধা নেই। কেননা সেটি হাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২৩৬; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৭৬; আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ ৫/৩১)*। তবে নির্দিষ্টভাবে যাকাত বা ওশর থেকে কোন ধনী ব্যক্তি খেতে পারবে না। কারণ যাকাতের জন্য নির্দিষ্ট আটটি খাত রয়েছে *(তওবা ৯/৬০)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : সন্তান প্রসবের সময় মাহরাম মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা সেখানে যেতে পারে কি?

-আবুল বাশার, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : সন্তান প্রসবের সময় ডাক্তার বা ধাত্রী এবং উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ সহযোগী মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার সেখানে থাকা আদৌ ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন পুরুষ কোন পুরুষের এবং কোন মহিলা কোন মহিলার সতরের দিকে যেন দৃষ্টিপাত না করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০)*। তবে বাধ্যগত প্রয়োজনে বাধা নেই *(বুখারী হা/৩৯৮৩)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : ছালাতরত অবস্থায় পেশাব বা বায়ুর চাপ আসলে তা চেপে রাখায় কোন দোষ আছে কি?

-মুনতাছির মামূন, কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : পেশাব বা পায়খানার চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম হা/৫৬০; মিশকাত হা/১০৫৭)*। এছাড়া এর ফলে ছালাতে খুশূ-খুযূ থাকে না। অতএব এমতাবস্থায় ছালাত ছেড়ে প্রয়োজন পূর্ণ করে পুনরায় ছালাত আদায় করবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১২/৪৩৫)*।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩, ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ফেব্রুয়ারী	২৮ জুমাঃ আখেরাহ	১৮ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০২
০৩ ফেব্রুয়ারী	০১ রজব	২০ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৩
০৫ ফেব্রুয়ারী	০৩ রজব	২২ মাঘ	শনিবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৭	০৭:০৫
০৭ ফেব্রুয়ারী	০৫ রজব	২৪ মাঘ	সোমবার	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১২	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৯ ফেব্রুয়ারী	০৭ রজব	২৬ মাঘ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫০	০৭:০৭
১১ ফেব্রুয়ারী	০৯ রজব	২৮ মাঘ	শুক্রবার	০৫:১৭	০৬:৩৩	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫১	০৭:০৮
১৩ ফেব্রুয়ারী	১১ রজব	৩০ মাঘ	রবিবার	০৫:১৬	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	১৩ রজব	০২ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০
১৭ ফেব্রুয়ারী	১৫ রজব	০৪ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:১৪	০৬:২৯	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৫	০৭:১১
১৯ ফেব্রুয়ারী	১৭ রজব	০৬ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:১৩	০৬:২৮	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৬	০৭:১২
২১ ফেব্রুয়ারী	১৯ রজব	০৮ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:১১	০৬:২৬	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৭	০৭:১৩
২৩ ফেব্রুয়ারী	২১ রজব	১০ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:১০	০৬:২৫	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:১৪
২৫ ফেব্রুয়ারী	২৩ রজব	১২ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০৮	০৬:২৩	১২:১১	০৩:৩১	০৫:৫৯	০৭:১৫
২৭ ফেব্রুয়ারী	২৫ রজব	১৪ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০৭	০৬:২২	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:১৫
০১ মার্চ	২৭ রজব	১৬ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৫	০৬:২০	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:১৬
০৩ মার্চ	২৯ রজব	১৮ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:০৩	০৬:১৮	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০২	০৭:১৭
০৫ মার্চ	০১ শা'বান	২০ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০২	০৬:১৬	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৩	০৭:১৮
০৭ মার্চ	০৩ শা'বান	২২ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:০০	০৬:১৪	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:১৯
০৯ মার্চ	০৫ শা'বান	২৪ ফাল্গুন	বুধবার	০৪:৫৮	০৬:১২	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৫	০৭:২০
১১ মার্চ	০৭ শা'বান	২৬ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৪:৫৬	০৬:১১	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৬	০৭:২১
১৩ মার্চ	০৯ শা'বান	২৮ ফাল্গুন	রবিবার	০৪:৫৪	০৬:০৯	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:২২
১৫ মার্চ	১১ শা'বান	০১ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৫২	০৬:০৭	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:২২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−২	−১
গাযীপুর	০	০	০	−১	০
শরীয়তপুর	০	+১	+১	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	−১	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+১	+২
কিশোরগঞ্জ	−১	−১	−২	−৩	−২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+৩	+৩	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+২	+১	০	+১
ময়মনসিংহ	+১	০	−১	−২	−১
জামালপুর	+২	+২	+১	০	+১
নেত্রকোণা	−১	−১	−২	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৪	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+১	+১	+১
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	+১	+১
ভোলা	−১	০	০	০	−১
বরগুনা	০	+২	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৫	+৩	+৩	+৩
রাজশাহী	+৮	+৮	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮	+৭	+৮
নওগা	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৯	+৮	+৫	+৪	+৬
দিনাজপুর	+৮	+৮	+৬	+৪	+৬
লালমণিরহাট	+৫	+৪	+২	+১	+৩
নীলফামারী	+৭	+৭	+৫	+৪	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৪	+২	+১	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৯	+৮	+৬	+৫	+৭
রংপুর	+৬	+৫	+৩	+২	+৩
কুড়িগ্রাম	+৪	+৪	+২	০	+২

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিলা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৪	−৩	−৩	−৪	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−২	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৮	−৭	−৬	−৬	−৭
নোয়াখালী	−৩	−২	−২	−২	−২
চাঁদপুর	−১	−১	০	−১	−১
লক্ষীপুর	−২	−১	−১	−১	−১
চট্টগ্রাম	−৬	−৫	−৪	−৫	−৫
কক্সবাজার	−৭	−৬	−৫	−৪	−৫
খাগড়াছড়ি	−৭	−৬	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−৮	−৭	−৬	−৬	−৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৫	−৭	−৮	−৭
মৌলভীবাযার	−৫	−৫	−৬	−৭	−৬
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৪	−৫	−৪
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৬	−৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা' ১৯৯১ সাল থেকে বিগত ৩১ বছর যাবৎ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ইজতেমায় পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের উপর দলীল ভিত্তিক ও আখেরাতমুখী আলোচনা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ এখানে জমায়েত হন। আলাহ্র অশেষ রহমতে এর মাধ্যমে হাযার হাযার মানুষ বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে আসছেন। প্রতিবছর উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কয়েক বছর যাবৎ জায়গার সংকটের কারণে উপস্থিত ভাই-বোনদের দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়। একই কারণে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বর্তমানে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ২০২১ সালের তাবলীগী ইজতেমায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব** আগামীতে নিজস্ব ময়দানে তাবলীগী ইজতেমা করার জন্য ৫০ থেকে ১০০ একর জমি ক্রয়ের ঘোষণা দেন এবং উক্ত স্থানে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের স্থান নির্ধারিত হয়েছে এবং এক একর জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। *ফালিলাহিল হামদ*।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এক বিঘা বা এক কাঠা জমির মূল্য অথবা কমপক্ষে একজন বসার স্থানের সমপরিমাণ মূল্য ২৫০০ টাকা এবং সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যেককে ৫ থেকে ১০ হাযার টাকা দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। যিনি যত বেশী দান করবেন তার নেকীর পাল্লা তত বেশী ভারী হবে ইনশাআলাহ। আলাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে উক্ত ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, **একাউন্ট নং ০০৭১২২০০০০৭১৭**
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং ০১৭৯৭-৯০০১২৩; রকেট নং ০১৭৯৭-৯০০১২৩০

সেক্রেটারী জেনারেল
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 5, February 2022

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩২তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২

২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১৫-০০২৩৮০

শিক্ষার্থীদের জন্য সদ্য প্রকাশিত কিছু পাঠ্য বই

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১